প্রতীচী

The West 2011

BENGALI ASSOCIATION OF GREATER ATLANTA

With Best Compliments from

Databazaar Media Ventures

databazaar media

Watch Unlimited Movies, TV Shows &
Music Videos instantly on your TV or PC

DATABAZAR MEDIA VENTURES, LLC

The US Gateway For Bengali Films

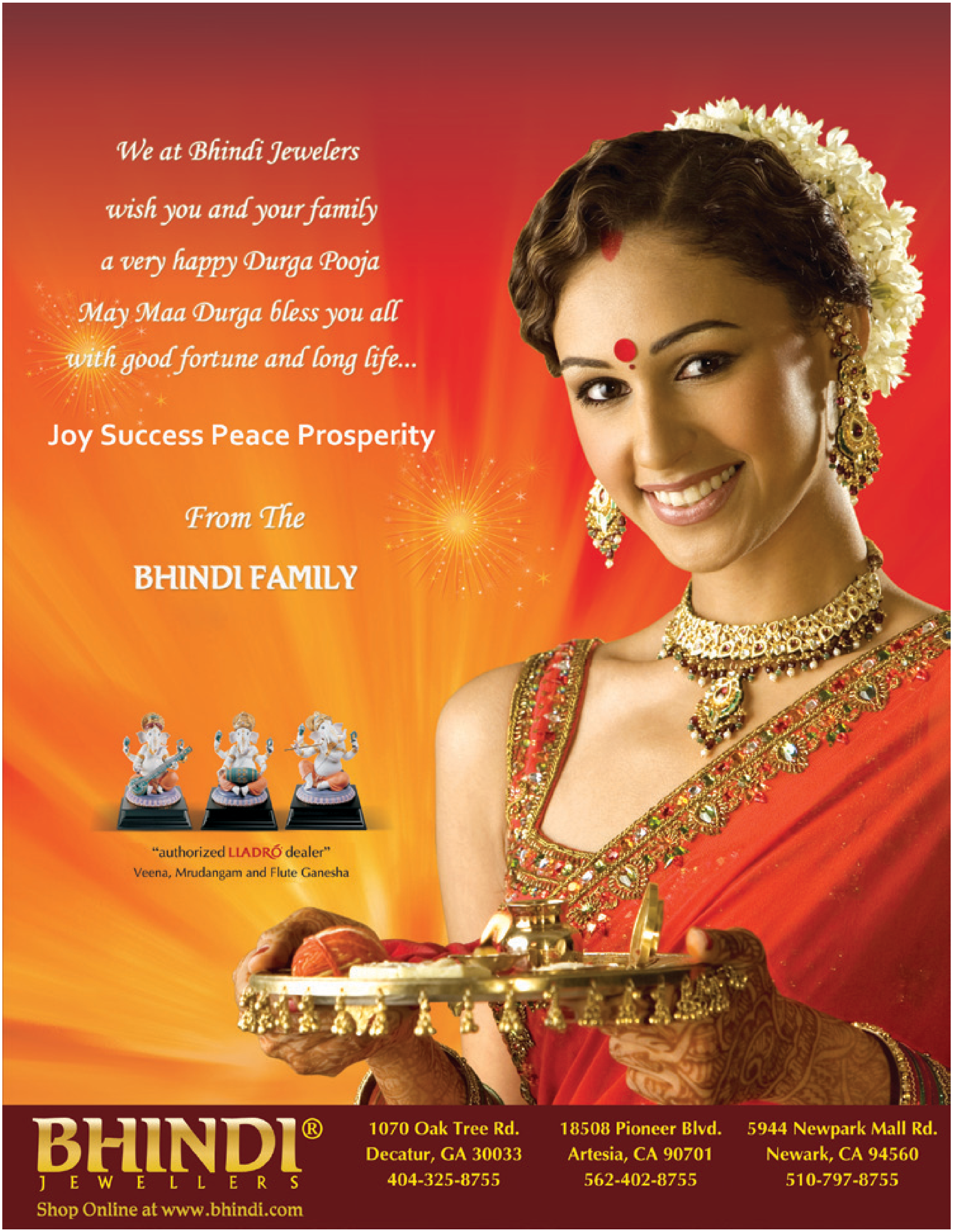

We at Bhindi Jewelers
wish you and your family
a very happy Durga Pooja
May Maa Durga bless you all
with good fortune and long life...
Joy Success Peace Prosperity
From The
BHINDI FAMILY
"authorized LLADRÓ dealer"
Veena, Mrudangam and Flute Ganesha
BHINDI® JEWELLERS
Shop Online at www.bhindi.com
1070 Oak Tree Rd.
Decatur, GA 30033
404-325-8755
18508 Pioneer Blvd.
Artesia, CA 90701
562-402-8755
5944 Newpark Mall Rd.
Newark, CA 94560
510-797-8755

MIRCH MASALA

BANQUET FACILITIES AVAILABLE
CATERING FOR ALL OCCASIONS
WITH FULL SERVICE OF TANDOOR

LUNCH BUFFET

Mon- Fri $ 8.95
Sat & Sun $ 9.95
11.30 AM - 5.00 PM

DINNER BUFFET

Mon-Fri $ 10.95
Sat & Sun $ 11.95
5.00 PM- 11.00 PM
(Last order 10.15 PM)

1713 CHURCH STREET
DECATUR, GA 30033
TEL : 404- 296- 9999

FOR CATERING & BANQUET FACILITY CALL :
BACHU (404- 296- 9999)

Meena Jewelers
Buy 22Kt Gold Gemstones & Diamond Jewelry
Online ...
Free Shipping - Fast, Secure and Easy
BEST WISHES TO BAGA FOR DURGA PUJA
MEENA Jewellers
ATLANTA - 404 477 1004
GET A FREE SILVER GIFT ON EVERY PURCHASE...
** Present this at the time of purchase (No cash value. While quantities last.)
Nakshatra Diamond Jewelry
available at
MeenaJewelers
www.MeenaJewelers.com
1745 Church Street - Ste A - Decatur, GA 30033
(Atlanta) - Phone: (404) 477 1004
Lowest Prices Guaranteed

প্রতীচী

The West

শারদীয় ২০১১

সম্পাদক / Editor

সঞ্জয় মাইতি / Sanjoy Maity

সহ-সম্পাদক / Co-editors

অনিল চক্রবর্ত্তী / Anil Chakraberti

শঙ্কর সেনগুপ্ত / Shankar Sengupta

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় / Soumitra Chattopadhyay

প্রচ্ছদ / Cover Design

সঞ্জয় মাইতি / Sanjoy Maity

অক্ষর বিন্যাস / Typesetting

সঞ্জয় মাইতি / Sanjoy Maity

অনিল চক্রবর্ত্তী / Anil Chakraberti

পরিকল্পনা ও রূপায়ন / Planning & Layout

সঞ্জয় মাইতি / Sanjoy Maity

মৈত্রেয়ী সরকার / Maitrayee Sarkar

অন্যান্য সহায়তায় / Other Assistance

উমাশঙ্কর মণ্ডল / Umashankar Mondal

দায়মোচন:

এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা, বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব ও মতামত সংশ্লিষ্ট রচনাকার এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের। তজ্জনিত কোনো ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকেরা দায়ী নন।

The views expressed in the writings that appear in this publication are the views of the respective authors and advertisers and not necessarily represent those of BAGA (Bengali Association of Greater Atlanta) committee or the publication's editor.

সম্পাদকীয়

--- আজ উৎসবের দিন ---

"নিখিলে তব কী মহোৎসব। বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ-সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।" এই বলে গিয়েছেন আমাদের প্রাণের ঠাকুর - রবিঠাকুর। দূর্গাপূজা তো আমাদের সবচেয়েই বড় আনন্দের উৎসব। এই উৎসবও তাই আমাদের একলার নহে। তাই আজও আমরা মিলিত হই, একত্রে অনুভব করলেই তার সম্পূর্ণতা।

--- আজ আনন্দের দিন ---

আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আজকের দিনে তাই আমরা আনন্দের প্রাচুর্য্যে ভাসিয়ে দিতে চাই এই মন প্রাণ। আজ যেন এই কথাটি মনে প্রাণে উপলব্ধি করি - আজ সত্যেরও দিন। তাই করব না মোরা এতটুকুও কার্পণ্য। রবীন্দ্রনাথের সাথেই গলা মিলাই, দৈন্যের দিন তো অনেক, আজ শুধুই প্রাচুর্য্যের দিন, আনন্দের প্রাচুর্য্য। তাই তিনি আবার বলেছেন, "উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই - সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া।"

--- আজ সৌন্দর্য্যের দিন ---

অবশ্যই ইহা সৌন্দর্য্যের দিন। বরং বলি না কেন, সৌন্দর্য্যের বাড়াবাড়িই। কেননা সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য থেকেই তো আসে প্রেম। আর প্রেম ও পূজার পার্থক্যটাই বা কোথায়? আজ তো পূজারও দিন। "তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।" এই রূপকারের অনবদ্যতায় আচ্ছন্ন আমরা বাঙালি আজ আবার আয়োজন করি সেই উৎসবের।

--- আজ উপলব্ধির দিন ---

"কিন্তু বলা বাহুল্য, উৎসবের এই আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন দুরূহ। উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের ন্যায় যখন বিকশিত হইয়া উঠে তখন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা মধুকরের মতো ইহার সুগন্ধ মধুকোষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে পারেন? এদিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি।" আজকের দিনে হৃদয়স্পর্শী এই বানী মনে করিয়ে দেয়, শুধু একটি দিনের আনন্দপ্রাচুর্য্য, শুধু একটি দিনের প্রেমপ্রাচুর্য্য, শুধু একটি দিনের ভক্তিপ্রাচুর্য্য নয় - এই উৎসবের সুধারস উপভোগ করতে হ'লে চাই প্রতিদিনের সাধনা। চাই প্রতিদিনেরই প্রাচুর্য্য। "হায়, প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, একদিনে সে ঐশ্বর্য্যলাভ করিবে কী করিয়া? প্রত্যেক দিনে যাহার জীবন শোভা হইতে নির্বাসিত, হঠাৎ একদিনেই সে সুন্দরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া?"

বাঙালির সেরা উৎসব আজই আমাদের দ্বারে দাঁড়িয়ে। এবছর বাঙালির গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবার্ষিকী। এই শারদপ্রাতে, আসুন না, উৎসবের দিনে তাঁর ভাবধারার বানীতে একটু গা ভিজিয়ে নিই। ক্ষুদ্র রেষারেষি আর কলহের জালে না জড়িয়ে এই উৎসবের সুধারস উপভোগ করি। আজ এই সম্মিলনিকে যেন জনতা করে না ফেলি - আয়োজনকে যেন আড়ম্বর করে না ফেলি।

- সঞ্জয় মাইতি।

President's Message

Dear BAGA Members and Patrons,

We welcome you all to our biggest festival of joy, the Sharadiya Durga Puja, beginning with the Mahalaya on September 24 followed by the three days of Puja on October 7, 8 & 9, 2011. Durga Puja is not only a traditional religious celebration which tugs at the heart strings of every Bengalee everywhere, it is also the time to immerse ourselves in a cultural fest and a culinary feast. We hope that you all will enjoy every moment of the days we planned for you. This is the time also for us to spend quality times with our friends and families. May Ma Durga bestow her blessings upon you all!

This year our cultural program will showcase our local talents and the invited guest artists, Jayati Chakraborty (Oct 8) and Shivaji Chatterjee & Arundhati Home Chowdhury (Oct 9). We have also invited reputed vendors to display their alluring merchandise and we invite you all to patronize them generously.

On behalf of BAGA Exceutive Committee, we are extremely glad for the success of the Kabi Jayanti program held on May 7 at Shamrock Middle School. It was really a great gathering and we are thankful to all those who attended. We like to congratulate and thank all the children and adult participants for their hard work and excellent performance. Lastly, we appreciate specially the efforts of our BAGA children for the commemorative Kabijayanti magazine. Without their artwork and articles on Rabindranath, it could not have been published.

Our Picnic on June 19 at Red Top Mountain was a roaring success with over hundred people participating. This year we arranged the celebration of Father's Day with special food & token gifts for the fathers present. BAGA's picnic is a unique event with fun and variety food. The attendees of the program were treated with mouth-watering food and delicious sweets.

We like to express our appreciation and extend our congratulations to all our subcommittees and countless volunteers for their diligent work and tireless devotion to their areas of responsibility. We especially appreciate the food, cultural, and decoration committees for their dedication.

There is a saying that when things are tough, the tough gets going. Our BAGA members exemplified that adage by securing advertisements in these tough economic times which made it possible to publish this magazine. Special thanks to Achintya Dey, Shanta Gupta and Mamata Paul among others for their hard work and persistence & persuasiveness. We are also grateful to all the generous donors named in the BAGA 2011 List of Donors. Please forgive us if we left out any names inadvertently.

Finally, we must acknowledge the dedication of Sanjoy Maity and Maitrayee Sarkar for their tireless efforts and countless hours spent to publish Pratichi. The Publication committee is grateful for the submission of items of art, poem and articles from the children and the magazine is richer for that. I extend my personal thanks and gratitude to the Executive Committee members for their hard work to make these events successful.

Thanks,

Joy Bhattacharjee

সূচিপত্র / Contents

জাগো • ৯
শিখা কর্মকার

এই বিদেশে বড় একলা যারা • ৯
গৌতম দত্ত

মহেশ্বর উবাচ • ১০
ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়

পুরাতন ভৃত্যের ছেলে • ১১
রবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ঋতুরাজ • ১৪
স্বরভানু সান্যাল

খাদ • ১৫
মন্দাক্রান্তা সেন

তুরস্কের পথে পথে • ২১
রত্না সেন

পাখীপড়া • ৩২
সমর মুখোপাধ্যায়

সেই স্মৃতিটুকু • ৪০
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আমার ইস্কুলের কথা • ৪৩
অমরনাথ সান্যাল

সমালোচক • ৪৯
সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আকাশকুসুম • ৫৬
সঞ্জয় মাইতি

হন্টেড হাউস • ৬২
পরাশর শর্মা

অচেনা ইংল্যাণ্ড • ৬৮
অনিল চক্রবর্ত্তী

রূপং দেহি • ৭৫
সুব্রত মজুমদার

Lucky me • 79
Sumana Goswami

আইনি পরামর্শ • ৮১
পরম বন্দোপাধ্যায়

আফ্রিকা সাফারি • ৮৪
নীতা বসু

স্বপ্ন নীড় • ৮৯
শঙ্কর সেনগুপ্ত

The Battle of Green and Blue • 95
Dev Chatterjee (9th Grade)

The House of Comic Strip • 97
Suprotik Debnath (Eighth Grade)

The meaning of Devi • 104
Aranyak Bhattacharya

Spring Flowers • 105
Raka Chakraborti

BAGA COMMITTEE

Executive Committee

President: : Joy Bhattacharjee

Vice President : Dharmajyoti Bhaumik, Krishnendu Das

Secretary : Monamee Ghosal

Treasurer : Bhaskar Mitra

Extended Committee

Cultural Program Preparation : Madhumita Bhattacharjee, Mahua Mukherjee, Mausumi Basu Bhattacharjee, Anupa Thakurta, Raktim Sen, Shankar Sengupta, Ruma Sengupta, Sonali Banerjee, Nita Bose and Madhumita Basu

Food Coordinators : Anup Halder & Soma De.

Priests: Anil Chakraberti, Sailendra Banerjee, Partha Mukherjee (Sr) and Probal Roy.

Puja Preparation : Uma Mukherjee, Parnika Chakraberti, Gouri Banerjee, Chandra Mukherjee, Chandra Roy, Soma De, Mala Bose, Gayatri Dey, Shanta Gupta, Mamata Paul and Mausumi Basu Bhattacharjee. Ashima das

Decoration : Sanjukta Halder

Pratichi Magazine : Sanjoy Maity, Anil Chakraberti, Maitrayee Sarkar, Shankar Sengupta, Soumitra Chattopadhyay

eBAGAzine : Sanjoy Maity and Anil Chakraberti

Light/ Sound/ Video/Photography : Raktim Sen, Abir Guhathakurta, Sankar Sengupta, Ashoke Sarkar, Kalyan Mitra, Surojit Roy, Somesh Karanji and Pragnaparomita Basu.

Youth Committee : Sanjukta Halder & Maitree Sarkar

Fund Raising : Achintya Dey, Anil Chakraberti, Umasankar Mondal, Dibyendu De, Premananda Goswami, Kiriti Gupta, Shanta Gupta, Subrata Majumdar, Shubu Mitra, Mamata Paul, Moitri Sarker, Santanu Sinharoy. Priyabrata Dutta, Partha Mukherjee (Jr.)

Public Relations & Hospitality : Sharmistha Basu-Dutt, Tandra Bhadra, Maya Biswas, Nita Bose, Mukti Bose, Durba Chatterjee, Anuradha Chakrabarty, Rita Das, Nupur Debshikdar, Krishnakoli Dutta, Malini Ghosh, Kalyani Kar, Sanhita Majumdar, Ruma Mukherjee, Subhra Nag, Alpana Poddar, Anjali Roy, Kabita Roy, Krishna Sengupta, Kasturi Talukdar, Ruma Roy, Papia Dutta, Moitree Sarker.

Volunteers : Sukla Mondal, Aparna Bhowmick, Arun Chakrabarty, Dilip Chakrabarty, Bibhu Das, Sudipta Das, Krishnendu Das, Parul Deka, Pradip Dey, Debasish Dalapati, Bashu Dutt, Mrinal Ghosh, Sumana Goswami, Sanhita Majumdar, Dipankar Mitra, Subhankar Mukherjee, Tarun Sau, Ruma Sengupta, Kalyan Mitra, Soma Dey (Jr.), Sutapa Sen, Aditi Dutta, Debasree Don Charterjee, Lina De, Sudipta Das, Satindra Poddar, Kumkum Dalapati, Madhumita SinhaRoy, Rani Kundu, Partha Mukherjee (Jr), Avro Deb, Sreerupa Banerjee, Debjani Purkayasta, Swarna Dutta, Sushmita Chakraborthy, Srimita Ray Choudhuri, Partha Banerjee.

Board of Directors

Chairperson : Mridul Paul

Members :

Sumit Dutta

Achintya Dey

Debatirtha(Debu) Basu

Kaushik Basu

Surojit Roy

জাগো

শিখা কর্মকার

ক্ষিধে,
তৃষ্ণা,
আকাঙ্খা,
পাবার ও দেবার,
মিটে যাবে,
আনন্দময় হলে;

আলোয়,
অন্ধকারে,
দুপুরে,
সন্ধ্যেয়,
সহিষ্ণু হও,
হও ধীর !

নীরবে,
ডুবে যাও তাঁর নামে।
বসন্তবাগানের মতো
প্রফুল্লিত হয়ে ওঠো,
ফুল ফুটুক
ভিতরে ও
বাহিরে!

এই বিদেশে বড় একলা যারা

(তাদের জন্যে)

গৌতম দত্ত

এত মানুষ, চোখ জ্বালানো আলো
বিশাল বাড়ি গয়নাগাঁটি তার -
সবই ছিল, মন ছিল না ভালো
পুড়িয়ে দিল স্বপ্নের সংসার।

এই বিদেশে পূজো দশভূজার
অস্ত্র ধরতে ব্যস্ত দশটা হাত।
সময় নেই সঙ্গ দেবার তার,
ঘরের যুদ্ধে বাইরে কুপোকাৎ।

অসুখ নাকি খামখেয়ালী জেগে
ভালবাসার খোঁজেই বাস্তুহারা -
বিষন্নতার চেরাপুঞ্জির মেঘে,
লুকিয়ে থাকে এই বিদেশে যারা।

মহেশ্বর উবাচ

ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়

বছরেতে ভারি ক'দিন বাপের বাড়ী যাওয়া,
এর-ই জন্য সম্বৎসর চিবিয়ে মাথা খাওয়া।
মা মেনকা মাটির মানুষ, কোনো কিছু চায় না।
শ্বশুর মশায় পাঠিয়েছে লিস্ট, হাজার রকম বায়না।
যুগের সংগে তাল মিলিয়ে সুট্ প্যান্ট তার চাই-
উনার সাইজ পাবো কোথায়? Big & Tall এ যাই!
ছেলেমেয়েও মায়ের দিকে, দোষ দিই কি বলে?
শ্মশানে মশানে ঘুরি, ওদের কে সব ফেলে।

জটায় বাঁধা গঙ্গা, আর গালে পাকা দাড়ি-
ভাগ্নে আমি যাচ্ছি নাকো মর্ত্যে শ্বশুর বাড়ী।
সিদ্ধি, গাঁজা খেলে পরেই হয়ে যাবে শুরু,
তাথৈয়া তাথৈয়া নৃত্য, হাতে'তে ডমরু।
নোংরা বলে নাক সিঁট্কোয় লক্ষ্মী, সরস্বতী।
মরুক-গে যাক, তাতে আমার হচ্ছে কি বা ক্ষতি!

সপ্তমীতে ইন্দ্রের বাড়ী আছে নেমন্তন্ন।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু আসবে-- আরো নানা মান্যগণ্য।
অষ্টমীতে তোমরা যখন সন্ধি পুজোয় ব্যস্ত,
নন্দী আর ভৃঙ্গীকে নিয়ে করবো পার্টি মস্ত।
নবমীতে নাচ দেখাবে রম্ভা আর উর্বশী,
ধ্যান ভেঙে তাই বসে আছে যত মুনি ঋষি।
তেল মেখে ভাই চান করবো, জটায় দেবো জেল-
সাজের ঘটায় কার্তিক কে করিয়ে দেবো ফেল।
দশমীতে নারদের ঠেকে পরনিন্দা পরচর্চা,
ফ্রীতে সব খাবার দাবার, নেইকো কোন খরচা।
তাও "খালি হাতে যেওনা, রেখ মো'দের মান।"
কানের কাছে তুমি অনেক শুনিয়ে গেছ গান।

বছরেতে এই কটা দিন ভালো লাগে ভারি,
অষ্টপ্রহর টিক্ টিক্ নেই, নেইকো খবরদারি।
বাড়ী এসেই করবে শুরু, "ছিলুম কতো সুখে।"
থেকে গেলেই পারতে সবাই, ফিরলে কোন মুখে?
ঘরে'তে যে দুর ছাই করো, ও গো জগদ্ধাত্রী-
আমাকে বর পাবে বলে কর'নি শিব্‌রাত্রি?

পুরাতন ভৃত্যের ছেলে

রবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাড়ী ফিরে গিয়ে, সময় বাঁচিয়ে, পাঠানু খবর শেষটা

অকালমরণ করেছে বরণ, পুরোনো চাকর কেষ্টা।

বহুদিন পর পেয়ে সে খবর বছর দশেক ছেলে

মাকে নিয়ে সাথে এক সাঁঝ-রাতে আমাদের বাড়ী এলে!

ছেঁড়া জামা গায়ে, বল্লে আমায় "হেঁটে পথ বহুদূর

এসেছি এ বাসা, এই শেষ আশা, কেউ নেই যে হুজুর।"

মুখ মোর চুণ, গিন্নি আগুন, সময় পেল না আর

সারাদিন গেল মাঝরাতে এলো কেষ্টার পরিবার।

আমি নতশিরে বলি গিয়ে ধীরে "আরে আরে তুমি শোনো

রাতটুকু যাক, সকালবেলায় উপায় করব কোনো।"

পরদিন প্রাতে ছেলেটির হাতে দিনু দশটাকা গুঁজে -

"করিস নে ভয়, পাবি নিশ্চয় দ্যাখ্ ভালো করে খুঁজে।"

গেল তারা চলে, কিছুই না বলে, ফেলিনু দীর্ঘশ্বাস

ফ্যাসাদ বিদায়, গিন্নির সায় "করুক গে চাষবাস।"
কেটেছে বছর পাই নি খবর আসে নিকো তারা ফিরে,
আছে ঈশ্বর, তারে করি ভর ভুলে গেছি ধীরে ধীরে।
তবু পরে মনে, না কোনো কারণে কখনো সময় পেলে
কেষ্টার ছেলে মুখের আদলে কেষ্টার সাথে মেলে।

বয়েস বেড়েছে, অসুখে ধরেছে ভর্তি নীলরতনে -
বলে ডাক্তার, আশা বাঁচবার ছেড়ে দাও মনে মনে।
তবু এই কেস করেছে সে পেশ বড়ো ডাক্তার কাছে
পেলে সে সময় আজকে না-হয় দেখবার আশা আছে।
ওষুধের ঘোরে, একপাশে সরে ছিলেম শয্যা-পরে
বড় ডাক্তারের পাই নিকো টের, কখন এসেছে ঘরে!

সে বহুযতনে এ নীলরতনে সারিয়ে তুলল মোরে
"এ চিকিৎসার, জুড়ি মেলা ভার" এ কথা বলব জোরে।
পেয়েছি মুক্তি, নেইকো যুক্তি থাকতে হাসপাতালে
ছেলে এনে গাড়ী, নিয়ে যাবে বাড়ী হাসি ধরে নাকো গালে।
এমন সময় ঘরের ভিতরে বড় ডাক্তার এলে
প্রণাম করিলে, পরিচয় দিলে "আমি কেষ্টার ছেলে।"

ROSWELL ▪ ALPHARETTA ▪ CRABAPPLE ▪ CUMMING

EMERGENCY APPOINTMENTS

SAME DAY APPOINTMENT / WALK-IN WELCOME

ALPHA MEDICAL

Dhiraj A. Patel M. D. & Associates

BOARD CERTIFIED PHYSICIANS
AFF. WITH N. FULTON HOSPITAL

FAMILY PRACTICE - INTERNAL MEDICINE - GERIATRICS

Minor Emergencies • EKG • Lab in Office • Well Woman Exams • Pap Smear-Gyn • Auto Accident • Immunization • Physical • School, Pre Employment & DOT Physical • Sports Physical • Urine Drug Screening • Pulmonary Function Testing

Accepting:
Medicare • Medicaid • Most HMO/PPO Plans • Auto Insurance and Workers Compensations

ALPHARETTA MEDICAL PROFESSIONAL PARK
401 SOUTH MAIN STREET, SUITE A4
ALPHARETTA, GA 30004
www.alphamedicalonline.com

VISA MasterCard DISCOVER NOVUS AMERICAN EXPRESS

(770) 772-4044

ঋতুরাজ

স্বরভানু সান্যাল

আসল ফাগুন, লাগল আগুন

কৃষ্ণচূড়ার ফুলে,

বসন্তে আজ হাতছানি দেয়

পলাশ দুলে দুলে।

ইস্টিকুটুম ডাক দিয়ে যায়

ছোট্ট গাছের ফাঁকে,

দোয়েল আসে গান শোনাতে

কুঞ্জে কোকিল ডাকে।

নতুন পাতায় বৃক্ষরাজি

সজ্জিত যে আজ,

মৌমাছি যায় গুনগুনিয়ে

নেইকো কোন কাজ।

সাতটা রঙে রঙিন ঋতু

রাজের আগমনে

জাগল যে ঐ কি শিহরন

শিমুল- পলাশ বনে।

পাতায় পাতায় লাগল সোহাগ

জ্বলল প্রাণের বাতি,

বুলবুল তাই গান গেয়ে যায়

সঙ্গে শতেক সাথী।

আমের বোল গন্ধ ছড়ায়

বাতাস মধুর আজি -

আয় সখা আয় ভরিয়ে তুলি

আজকে ফুলের সাজি।

খাদ

মন্দাক্রান্তা সেন

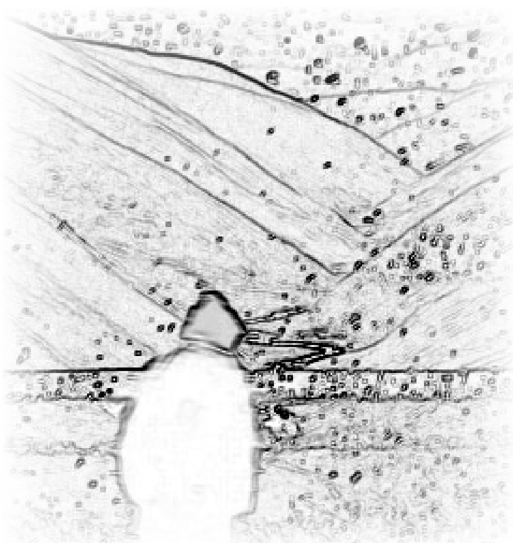

কী সুন্দর শহর এই কালিম্পঙ। পাহাড়ে আবার গোলমাল শুরু হওয়ার আগে সুচরিতারা ওখানে গিয়েছিল। তখন মার্চমাস। যথেষ্ট ঠান্ডা। দুপুরের রোদটুকু ভারি মিঠে।

সুচরিতারা মানে সে, আর তার স্বামী অরিন্দম। তারা ছুটিছাটা পেলে কিংবা ছুটি নিয়ে বছরে অন্তত একবার বেরোবেই। কিন্তু অন্যান্যবার, বেরোনো যখনই হয়, কম সময়ের মধ্যে বেশি জায়গা ঘোরার একটা তাড়াহুড়ো থাকে। এবার সে তাড়াহুড়ো করবে না ঠিক করেই আসা। চুপ করে এক জায়গায় বসে থেকে শান্ত বিশ্রামের একটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুজনেরই। শেষপর্যন্ত আলোচনা করে কালিম্পঙে আসাই স্থির হলো। শান্ত বিশ্রামের শহর ছোট্ট কালিম্পঙ।

ওরা সকালবেলা একটু দেরি করে উঠত। সুচরিতার কিন্তু ঘুম ভেঙে যেত অনেক আগেই। সে শুয়ে শুয়ে দেখত অরিন্দমের নাক ডাকছে হালকা ফুরফুর শব্দে। অরিন্দম উঠলে চা খেতে খেতে সুচরিতা নালিশের সুরে বলল --- নতুন জায়গায় এসে কী নাক ডাকিয়ে ঘুমোও গো। একটু সকাল সকাল উঠতে পারো না?

--- সকাল সকাল উঠে কী হবে? অরিন্দমের গলায় বিস্ময়।

--- কী আবার, নতুন জায়গায় ভোর দেখতে ইচ্ছে করে না? বেশ রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে পারতাম, কী সুন্দর রাস্তা!

--- সে তোমার ইচ্ছে হয়েছে গেলেই পারো--- অরিন্দম বলে, ---আর আমার মোটেই নাক ডাকে না।

সে পাঁউরুটিতে মার্মালেড লাগাতে লাগাতে বলে--- সকালে উঠব না, যেমন ইচ্ছে হাত পা ছড়িয়ে রেস্ট নেব বলেই তো এবার বেরোনো, আমরা বিকেলবেলা বেড়াতে যাব।

সুচরিতা কী যেন ভাবে। ভাবতে ভাবতে বলে --- আচ্ছা, এখানে সাইবার কাফে আছে নিশ্চয়ই?

অরিন্দম চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আড়ামোড়া ভাঙে --- হ্যাঁঅ্যাঅ্যা ... মার্কেটের দিকে আছে হয়তো। কেন,

তোমার আবার কোন প্রেমিকের কথা মনে পড়ল?

--- আমার মোটেই কোনও প্রেমিক নেই। মেলটা একবার চেক করার ছিল। ভাবছি নবপৃথিবীর ওরা লেখাটা পেল কিনা ...

সে মিডিয়া হাউসে চাকরির পাশাপাশি এদিক ওদিক খবরের কাগজে কলাম লেখে।

অরিন্দম বলল ---তার জন্য মেল চেক করার কী আছে। ফোন করে জেনে নাও।

---টাওয়ার নেই।

--- তোমার নেট ওয়ার্কের এই এক প্রবলেম। আমারটা থেকে দ্যাখো --- অরিন্দম নিজের ফোনটা খাট থেকে তুলে নিয়ে সুচরিতার দিকে আলতো ছুঁড়ে দেয়। সুচরিতা সেটা লুফে নিতে নিতে বলে ---দুর্, এত সকালে কাউকে ফোন করা যায়? হয়তো ওঠেই নি ঘুম থেকে ...

---আর ছুটিতে এসে সুচরিতা রায় একপাক মর্নিংওয়াক করে না আসার জন্য বেচারা বরটাকে কথা শোনাচ্ছেন।

সুচরিতা এবার হেসে উঠল।

সুচরিতা অরিন্দমের আলাপ দু'বছরের, বিয়ে আট বছরের। ওরা ইচ্ছে করেই বাচ্চা করেনি। বাচ্চা করলে এই প্রত্যেক ছুটিতে হুট বলতে বেরিয়ে পড়া যেত কি? এ তাদের নিজেদের খাড়া করা যুক্তি। মোট কথা, বিয়ের আট বছর পরেও তারা নিঃসন্তান এবং সুখী।

বেলা গড়িয়ে যায়। আকাশেরও, বয়সেরও। সুচরিতা নীচের বাগানে বেতের চেয়ারে বসে অন্য একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে কাগজ পড়ে চলে। তার হঠাৎ নিজের ঢলে পড়া তরুণ বয়েসের কথা মনে পড়ে মন কেমন করে। কবে যেন ছিল তার সাতাশ বছর বয়েস, যখন অরিন্দমের সঙ্গে তার প্রেম! অরিন্দম একটা স্কুলে পড়ায়, ইংরাজি মিডিয়াম স্কুল। কলকাতা শহরের বেশ নাম করা। এসব নিয়েই একটা প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে সুচরিতার সঙ্গে তার আলাপ। তার আগে সুচরিতা তাদের মিডিয়া হাউসেরই একজনের সঙ্গে একটু আধটু প্রেম করত, কিন্তু লোকটি ছিল পাক্কা ফ্লার্ট। সুচরিতা আসলে তাকে ছাড়ার ফাঁক খুঁজছিল। প্রেমহীন জীবনের একটা মানে। তখনই তার জীবনে প্রেমের প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দেয় অরিন্দম পাল। সুচরিতা তারপর আর পেছন ফিরে তাকায়নি, তাকানোর দরকারই হয়নি। সে অরিন্দমকে নিয়ে চরম সুখী।

সূর্যটা মেঘে ঢেকে যেতেই শীত শীত করে উঠল তার। অরিন্দম দুপুরেও ঘুমোচ্ছিল। এখনও কি সে ওঠেনি? সুচরিতার একটু বিরক্ত বোধ হয়। বেড়াতে এসে এ কী ঘুম রে বাবা। যে জিনিসটার সুযোগ তারা কলকাতায় বসে একদমই পায় না, সেই দু'জনের একান্ত আড্ডাও তো দেওয়া যেতে পারে। সুচরিতা নিজেকে প্রবোধ দিলো। তারা একসপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছে। প্রথম দু'দিন অরিন্দম একটু ক্লান্তি কাটিয়ে নিক নাহয়। তারপর দেখা যাবে।

বাংলোর একটি কর্মচারী বাংলোর ভেতর থেকে তার কাছে এল --- চায় চাহিয়ে মেমসাব?

এখন একটু চা পেলে সত্যিই মন্দ হতো না, যদি এখানে বসেই খাওয়া যেত। কিন্তু সুচরিতার মনে হলো ঘরে গিয়ে অরিন্দমের সঙ্গে বসে খেলেই ভালো। তাতে ওর ঘুমও কাটবে। সে মাথা নেড়ে বলল ---হাঁ, উপর রুম মে দে দেনা।

--- সাথমে ঔর কুছ মেমসাব? পকৌড়া ওগ্যায়রা?

---ঠিক হ্যায়, ওনিয়ন পকৌড়া। টাইম কিৎনা লাগেগা?

--- বাস্ মেমসাব, আধাঘন্টা মে হো জায়গা।

---ঠিক হ্যায়।

এই ছেলেটিকে এসে থেকে সুচরিতা লক্ষ্য করেছে। কোনও নির্দিষ্ট কারণে নয়, এমনিই। লম্বা একহারা চেহারা। অহমিয়া। এখানে যে লোকটি রান্না করে সেও অহমিয়া। সুচরিতা ছেলেটিকে তার সঙ্গে অহমিয়া ভাষায় কথা বলতে শুনেছে। অহমিয়া ভাষা সব বাঙালীই একটু মন দিলে একটু একটু বুঝতে পারবে। অন্তত ভাষাটা যে অহমিয়া সেটুকু ধরতে পারবে। সুচরিতাও সেটুকুই পেরেছে, নইলে কথাবার্তা সবই হচ্ছে হিন্দিতে।

সে দোতলায় তাদের ঘরে উঠে এল। দেখল অরিন্দম উঠেছে, বাথরুমে গেছে। চোখেমুখে জল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সুচরিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল --- মোছো মুখটা ভালো করে। ঠান্ডা লেগে যাবে যে! তারপর জানলার সুপরিসর তাকে উঠে পা গুটিয়ে বসে বলল ---চা আসছে, সঙ্গে পেঁয়াজি।

---বাহ্। ফার্স্ট ক্লাস। অরিন্দম এসে চেয়ারে বসল। বলল ---অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর ঘুম ভেঙে ঘরে তুমি নেই দেখে মেজাজটা এত খারাপ হয়ে গেল...

---মেজাজ আমারও খারাপ হয়েছে, তোমার ঘুম দেখে। আমি আর কী করব। বাইরে গিয়ে লনে বসে থাকলাম। তখন ওই ছেলেটি গিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল কিছু খাব কিনা।

অরিন্দম হঠাৎ বলল --- ছেলেটির নাম কিস্না।

---মানে, কৃষ্ণ আর কি ... সুচরিতা হাই তুলতে গিয়েও তুলতে পারল না। বেশ সুন্দর নামটি।

আধঘন্টার আগেই ঘরে চা আর পকৌড়া চলে এল। কিস্না ওরফে কৃষ্ণই নিয়ে এল। সুচরিতা আবারও লক্ষ্য করল ছেলেটিকে। বেশ লম্বা, চোখেমুখে একটা কমনীয়তা মাখানো। মনে হয় খুব লাজুক।

অরিন্দম বোধহয় এর মধ্যে বাইরে আসার মেজাজটা খুঁজে পেয়েছে। সে টান হয়ে চেয়ারে বসে বলল --- উসকে বাদ, কিস্নাজি, আপকি বাঁসুরি কাঁহা হ্যায়?

কিস্না মাথাটা নুইয়ে ফেলল, কিন্তু কথার উত্তর দিলো ---জি, ঘরমে হ্যায় সাব।

অরিন্দম অবাক হয়ে বলল --- মতলব, তুম সাচমুচ বাঁসুরি বাজাতে হো?

---জি হাঁ সাব, ঘর মে।

তার কথার ধরনে অরিন্দম ও সুচরিতা একসঙ্গে হো হো করে হেসে ফেলল। ছেলেটি রসিক আছে তো! কত বয়েস হবে ওর? নিজের অজান্তে নিতান্ত অকারণে সুচরিতা আন্দাজ করার চেষ্টা করে। বাইশ তেইশ? চব্বিশ পঁচিশ? নাঃ, তার বেশি কিছুতেই নয়।

---ঘর কাঁহা হ্যায় তুমহারা? অরিন্দম প্রশ্ন করে।

---দূর হ্যায় সাব। আনেমে করিবন একঘন্টা লাগ যাতা হ্যায়, চড়াই হ্যায় না। যানেমে উসসে থোড়া কম।

রাত্তিরে শীত পড়ল বড্ড বেশি। ডাইনিং রুমটা পুরো জমে আছে। গরম গরম রুটিতে জিভে আরাম হলো, কিন্তু বেসিনের ঠান্ডা জলে মুখ হাত ধুতে গিয়ে মনে হলো দুটোই নেই, কেউ কেটে নিয়ে গেছে। সুচরিতা অরিন্দমকে বলল --- তুমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর সেই কবিতাটা পড়েছ --- দারুণ

Shopon/Ripon

BSM

BISMILLAH SUPER MARKET

A TRUSTED HALAL MARKET

4022 Buford Highway
Atlanta, GA 30345
Phone: 404.320.9188
Fax: 404.235.5912

শীতের রাত, জলের উঠেছে দাঁত, আঁক করি কাটি লয় বাপ্ ...

অরিন্দমেরও একই অবস্থা। কিন্তু সে মুখে কিছু বলে না। হতে পারে তার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। কিস্‌না এগিয়ে আসে, --- বহোৎ ঠান্ড হ্যায় পানি, গরম পানি লাউঁ?

সুচরিতা বলে --- কাঁহা সে? কিচেন সে?

কিস্‌না চুপচাপ মাথা নাড়ে, তারপর বলে --- আপ বোলো তো স্যহি।

এই কথাটার মধ্যে কী ছিল, সুচরিতার বুকে হঠাৎ শিরশির করে ওঠে। ওকে বললে ও কি তার জন্য সব করতে পারে?

অবান্তর যত্তসব চিন্তা। সুচরিতা ভাবল। এমন রোমান্টিক পরিবেশে এসে স্বামীর অনন্ত ঘুমের ফল। তার হঠাৎ অরিন্দমের ওপর রাগ হয়ে গেল।

পরদিন সকালেও অরিন্দম ঘুমোচ্ছিল। সুচরিতা অনেকক্ষণ উঠে পড়েছে, কোথাও বেরোয়নি। জানলার তাকে বসে বাইরে দূরের পাহাড় দেখছিল। অরিন্দম কখন উঠবে কে জানে। তার মায়াও হয়। আহা, ঘুমোক একটু। কলকাতায় তো দৌড়ে মরতে হয়। স্কুল বসে সেই ন'টায়, তার আগে চান খাওয়া দাওয়া। ও উঠলে সুচরিতা ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেবে।

হঠাৎ সে খেয়াল করল, কিস্‌না ঠিক তার জানলার নীচে, গাছের ঝরে পড়া পাতা কুড়োতে কুড়োতে হেঁটে চলেছে। এত সকালে একঘন্টার চড়াই ভেঙে সে চলে এসেছে বাংলোয়! সে নিচু হয়ে ডানহাতে পাতা কুড়োচ্ছে আর বাঁ হাতের পাতা মাটির সমান্তরালে রেখে এমন একটা ভঙ্গি করছে যেন নিজেকে আশ্বাস দিচ্ছে --- এ কাজ তার নয়, কিন্তু করতে যখন হবেই তখন করা ছাড়া আর কোনও উপায়ও তো নেই। সুচরিতার মনে পড়ল আগের রাত্তিরেই অরিন্দম তাকে বলেছিল বাংলোর লোকজন খুব কম, কিস্‌না আসলে সুইপার, কিন্তু সেই এখানে বেয়ারার কাজও করে। সুচরিতার হঠাৎ চোখ জ্বালা জ্বালা করে উঠল। সকালের তীক্ষ্ণ ঠান্ডা হাওয়ায় নিশ্চয়ই। কিংবা, কিস্‌নাকে জমাদারের কাজে একদম মানায় না বলে। সে নিজেই নিজেকে বলল, কাজ হচ্ছে কাজ, তার জন্য বুকে ব্যথা ব্যথা অনুভূতির কী আছে?

ছুটিটা কেটে গেল হু হু করে। পরের দিকে সুচরিতা আর অরিন্দম শহর বাজারের দিকে বেড়াতে যেত। সেদিকটা দিব্যি গমগমে। সাইবার কাফেও পেয়ে গেছিল সুচরিতা। মেল চেক করার পাশাপাশি ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলোও সিডি করিয়ে নিল তারা। দুটো সিডি হয়েছিল। ওখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়াও তার মারকাটারি কিছু ছবি ছিল, অরিন্দমের তোলা। অরিন্দম তার ছবি খুব ভালো তোলে।

একদিন ওরা গেল এখানকার ভিউ পয়েন্ট ডেলো টপেও। চলে আসার আগের দিন কথা ছিল দুপুরে খাওয়ার পর নীচে লনে গিয়ে বসা হবে। কিন্তু হলো না। ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার কী এক আকুলতায় খাওয়ার পর ঘরে এসে সুচরিতা ও অরিন্দম শরীরে লিপ্ত হলো। বহুক্ষণের সেই আদর, কেউ যেন কাউকে ছাড়তে রাজি নয়। তারপর ঘুম এল চোখ ভেঙ্গে, এমনকি সুচরিতারও।

বিকেলের দিকে সুচরিতার চটকা ভাঙল। সে উঠে এসে জানলার ধারে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই যেন কেমন একটা ধাক্কা খেয়ে পেছিয়ে এল। নীচে দাঁড়িয়ে আছে কিস্‌না, সামনে বেতের চেয়ার টেবিল পাতা। একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে সে পাশের খাদের দিকে চেয়ে আছে। যেন অপেক্ষা

করছে। রোদ পড়ে এসেছে। খাদের রঙ ঘন নীল।

সুচরিতা ভাবল, ওপরের ঘরে সে ও অরিন্দম যখন তুমুল ভালোবাসছিল, তখন থেকেই কি ছেলেটি ওভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আজ তাদের নীচে গিয়ে শেষবার রোদ্দুরে বসার কথা ছিল বলে?

ছেলেটি খাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

খাদের রঙ ঘন নীল।

সুচরিতা ভয়ে সেই খাদের দিকে তাকাতে পারল না।

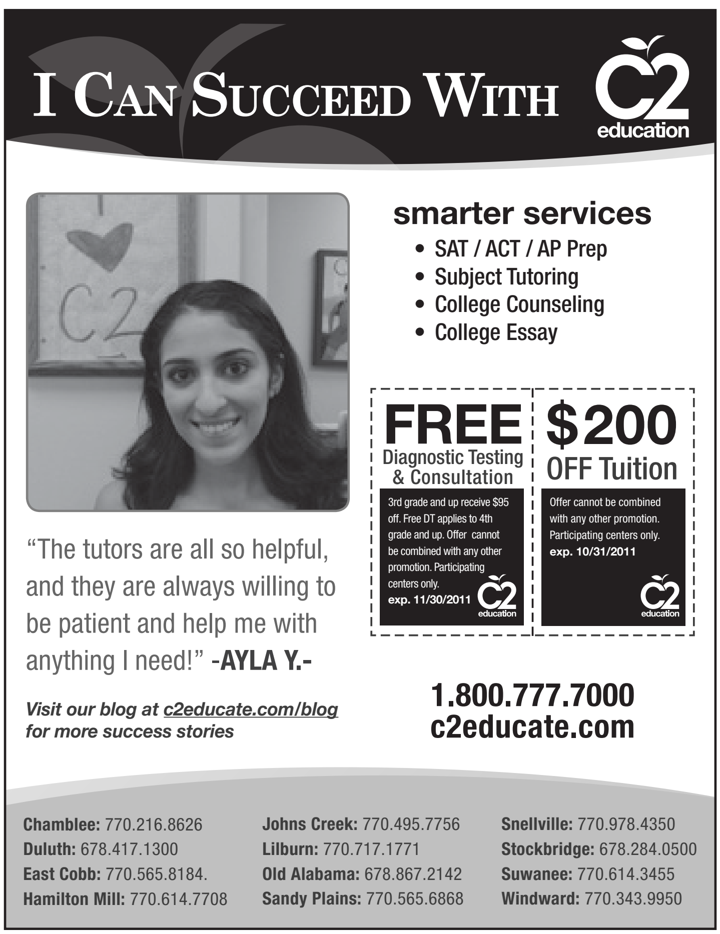

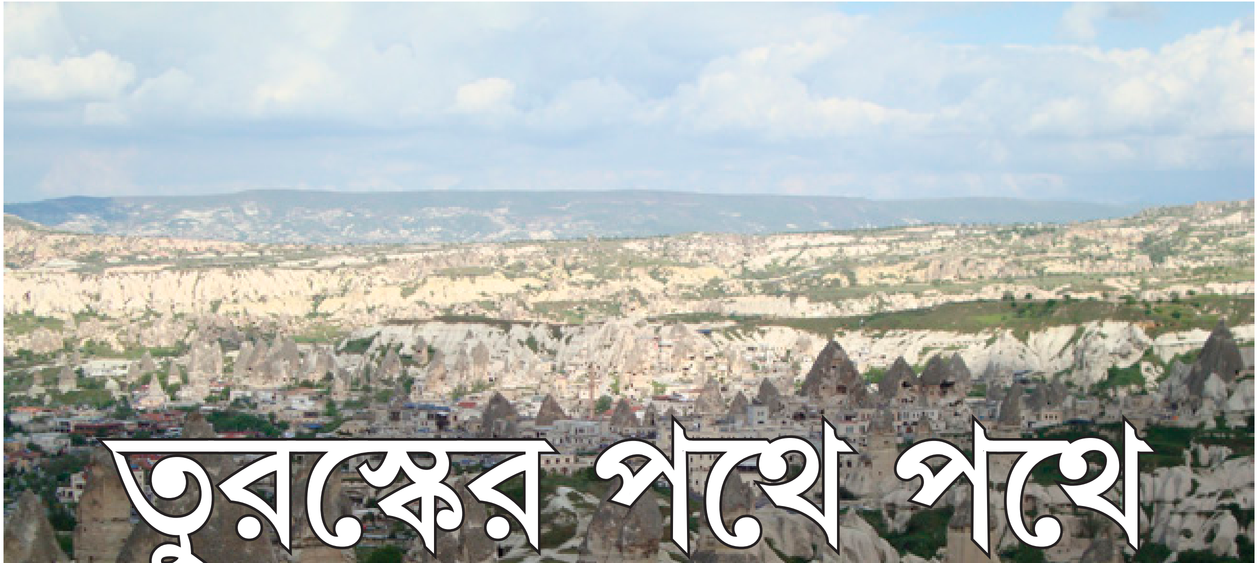

তুরস্কের পথে পথে

রত্না সেন

তুরস্ক যাচ্ছি শুনে চেনাশোনার প্রতিক্রিয়া ছিল কিছুটা তাচ্ছিল্যভরা, আর অনেকটা এই রকম

--- যেও না, ওখানে খুব গণ্ডগোল

--- খুব গরম হবে মনে হয়

--- দেখার কিছু আছে কি?

--- হঠাৎ টার্কি কেন?

ইত্যাদি। মে মাসে বারো দিন ঘুরে এবং ইন্টারনেটে ঘেঁটে উত্তর পেলাম - সেখানে কোনো গণ্ডগোল নেই, রীতিমত ঠাণ্ডা, দেখা শেষ হয় না, নানা সভ্যতা ও ইতিহাসের অদ্ভুত মিশ্রণ। আছে বিশাল মসজিদ, পাশেই গির্জা ও সংগ্রহশালা। আছে হোমারের মহাকাব্যের স্থান, কাছেই বিশ্ববিখ্যাত গাড়ির কারখানা। তার পাহাড়ের কোলে কোলে ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব হিটাইট সভ্যতার নিদর্শন, গ্রীক সভ্যতার মার্বেল স্তম্ভ ও রোমান ব্যবস্থাপনার মহল ঘেঁষাঘেঁষি করছে।

আমরা ঠিক করেই গিয়েছিলাম যে কোনো প্যাকেজ ট্যুর নেব না, কারণ তাতে শুধু দ্রষ্টব্য দেখা হয়, দেশ বা মানুষ চেনা হয় না। ইন্টারনেটে ম্যাপ দেখে, ইতিহাস পড়ে, হোটেল ঠিক করে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম, অবশ্যই ইস্তান্‌বুল (Istanbul)। দুই মহাদেশে ব্যাপ্ত এই শহর, বিখ্যাত কনস্টান্টিনোপলের (Constantinople) আধুনিক সংস্করণ। বিরাট তার পরিধি, মধ্য এশিয়ার জলপথ আগলে ছড়িয়ে আছে দুই মহাদেশ - ইউরোপ ও এশিয়া। ইস্তান্‌বুল ছাড় না দিলে ব্ল্যাক সি এবং রুশ ও মধ্য এশিয়ার বন্দরে নাগাল পাওয়া যাবে না। আর সে জলপথে দুই দ্বাররক্ষী - ডার্দানেল্‌স (Dardanelles) এবং বস্‌ফোরস (Bosphorus) ইস্তান্‌বুল থেকে বাকি তুরস্ক যেতে আসতে পার হতেই হবে।

হাওয়ালিমানি, অর্থাৎ বিমানবন্দর থেকে অত্যন্ত ভদ্র ট্যাক্সি চালকের গাড়িতে বসে, বেরিয়েই চোখে পড়ল ফুল - সার দিয়ে কালচে লাল টিউলিপ আর হলুদ প্যান্‌জি ঢেউখেলান সারে ফুটে রয়েছে। আর কি পরিষ্কার সব কিছু। হোটেলের ঠিকানা দিতে চালক একেবারে নির্দিষ্ট স্থানের কাছে এসে থামলেন। বহু দেশেই অভিজ্ঞতা হয়েছে চালক

বেশ ঘোরায়, এবং ভাড়া বেশী নেয়। হোটেল ঘর দিল, তবে ম্যানেজার বললেন তারা নাকি টাকা পান নি, নেটে টাকা নেন না। আমরা প্রথমে একটু ব্যতিব্যস্ত হলেও উনি বললেন ফোন করে কথা বলে নেবেন এজেন্সির সঙ্গে। দেশে ফোন করব বলে ফোন কার্ড কিনতে বেরোলাম। দোকানি শুধু কার্ড দিল না, ফোনে ঢুকিয়ে কি করে করব দেখিয়ে দিল। কোথা থেকে এসেছি জানতে চাইল, গল্প করল, বসাল, চা খাওয়াল। বিনা পয়সায় কিছু ফল দিল। তার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমাদের মত এখানেও আড্ডা জমেই থাকে।

রাতের খাবার খেতে বেরিয়ে গেলাম। কাছেই ছোট জায়গা। সেখানে অল্প বয়সি অনেকে বসে আড্ডা দিচ্ছে, খাচ্ছে। মেনু ইংরাজি হরফে, তুর্কি ভাষায় লেখা। পড়ে বোঝার কোন উপায় নেই মাংস না সব্জি না কি। যে দুটি মেয়ে আমাদের টেবিলে বসে তার একজন ইংরাজিতে বললে, সাহায্য করতে পারি কি? আমাদের চাহিদা জেনে দোকানিকে বোঝাল কোনটা চাই। চা খেতে খেতে তার সাথে গল্প হলো। মেয়েটি কালো বোরখা পরা, মুখটা ভারি মিষ্টি। জাতে উইঘুর। পশ্চিম তুর্কিতে গ্রাম। ইস্তান্বুলে ইংরাজি পড়েছে, এবং আমেরিকা বা বিলেতে পরবর্তী পড়া করতে ইচ্ছুক। তার দিদি জিন্স পরা, সেও আই টি শিখেছে শহরে। আরেক টেবিলে একটি মেয়ে ও পাঁচ ছজন ছেলে আড্ডা দিচ্ছে। বেশ উচ্ছ্বসিত, কিন্তু চিৎকার নেই।

হোটেলে ফিরে আসতে ম্যানেজার বললেন, টাকা পয়সার ব্যাপার সব মিটে গেছে। কাল সকালে তিনি আমাদের দ্রষ্টব্য সম্বন্ধে সব বলে দেবেন। পরদিন মোটা গরমজামা পরে, তার নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে দুরের বাসের টিকিট কাটলাম, তারপর ট্রামে বেড়াতে বেরোলাম। ভাড়া কত, কতগুলো টোকেন কিনব, কোন দিকে যাব পুঙ্খানুপুঙ্খ বলে দিয়েছেন। যেমন পরিষ্কার ট্রাম, তেমনি দ্রুত চলে। অফিসের ভীড় তখন। কিন্তু ঠেলাঠেলি নেই। বড়ো জানালা দিয়ে শহর দেখতে দেখতে যাচ্ছি। সুলতানাহমেত মসজিদে (Sultanahmet Mosque) নামলাম। পর্যটকের ঢল সেখানে। তুরস্কের প্রায় সব মসজিদের একটা বিশেষ গঠন আছে। বেশ বেঁটে মোটা বহু গম্বুজওয়ালা এবং অতি উচ্চ মিনারেট সহ, ভারি সুন্দর এক কাঠামো। এই মসজিদ বিশাল, ভেতরে লাল গালিচা পাতা, জানালায় কাঁচের ওপর রঙিন নক্সা অনবদ্য। দেয়ালে, মারবেলে মিনা করা পাথরের নক্সা এবং রঙ চোখ ধাঁধান। বাইরে বাগানে গোলাপি, সাদা, বেগুনি ফুলে ছোট ছোট গাছ ভারাক্রান্ত।

দশ মিনিট হাঁটা পথের মধ্যে সোফিয়া হাগিয়া (Sophia Hagia) - যা ছিল গির্জা, পরে মসজিদ, এবং এখন সংগ্রহশালা। মেরি, যীশুর বিরাট ছবি দেওয়ালে আঁকা, তারই পাশে আরবি লিপিতে কোরাণের নির্দেশ। দুই ধর্মের নানা নিদর্শন এবং ছবি, আঁকা দ্রষ্টব্য। পরিশ্রান্ত হয়ে বেরোনর পর খেতেই হ'ল তুর্কি কফি। বেশ তেতো, এক টুকরো চিনি দিয়ে খেতে হয়, কিন্তু ক্লান্তিনাশক। কিছুটা দম নিয়ে গলি পথে গ্র্যান্ড বাজার এবং মশলার বাজারে গেলাম। আমাদের নিউ মার্কেটকে অনেক বড়, পরিষ্কার করলে যেমন হবে, কিছুটা সেই রকম। অঢেল পণ্যে রঙ আর আলোর খেলা। বিক্রেতা ভাবী খদ্দেরকে প্রায় জড়িয়ে ধরে দোকানে আহ্বান করছে। কিছু না কেনাটা দক্ষতার ব্যাপার। মশলার বাজারে ঘ্রাণ নিতে নিতে ঘুরলাম। কি সুগন্ধ! ফলও আছে। এতো বড় স্ট্রবেরি এর আগে কোথাও দেখি নি। ভারতের তুলনায় অনেক সস্তা। ওদের টাকায়, মানে লিরায় - ৭ প্রতি কিলো।

পরদিন, আবার ট্রাম ধরে টোপকাপি (Topkapi) প্রাসাদ মিউজিয়ামে অটোমান সাম্রাজ্যের নানা স্মৃতিচিহ্ন দেখলাম। অলঙ্করনের বৈশিষ্ট্য - সোনার জলের ব্যবহার। অঢেল নক্সাগুলি জড়ান জড়ান, এবং উজ্জ্বল সোনার রেখায়

চিহ্নিত। গা লাগা আরেকটা মিউজিয়ামে প্রত্নতাত্বিক ঘটি বাটি, পাথর খোদাই দেখে রোমান যুগের সুড়ঙ্গপথে জলাধারে ঢুকলাম। দুরের নদী থেকে জল এনে, শহরের জল সরবরাহ হত এখান থেকে। সেও এক আশ্চর্য্য জায়গা। ফেরার পথে ট্রাম স্টপে বেশ ভীড়। এক যুবক একটু জায়গা করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল কোথা থেকে এসেছি। ভারত শুনে জানাল সে ইঞ্জিনিয়ার এবং টাটার এক যোগাযোগ সংস্থায় কাজ করে। শুনে ভাল লাগল। রাতে খেতে গেলাম যেখানে, সেখানে যে যুবক খাবার এনে দিল জানাল এটা তার বাবার রেস্তোঁরা, এবং সে ইঞ্জিনিয়ার হয়েও চাকরি ছেড়ে এই কাজ করছে।

পরদিন আমাদের যাত্রা ট্রয় (Troy) অভিমুখে। সেই হোমারের ট্রয়, যেখানে সুন্দরী হেলেনকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল তার রাজপুত্র। ২০০৩ সালে গ্রীস বেড়াতে গিয়ে মাইসেনেতে হেলেনের রাজ্য দেখেছিলাম। তার ভাসুর, আগামেমনন ওখানের রাজা ছিলেন। এবার দেখব হেলেনকে কোথায় তুলে আনা হয়েছিল। আমাদের গন্তব্য - চানাক্কালে (Canakkale) - ডার্দানেল্‌সের সাম্প্রতিক নাম। সকাল সাতটায় ইস্তানবুল হোটেলের কাছেই বাস কোম্পানির অফিসে যেতে হবে আমাদের। এখান থেকেই তুরস্কের অতুলনীয় বাস ব্যবস্থার পরিচয় শুরু। ছোট বাসে বিনামূল্যে নিয়ে গেল বিশাল তিন তলা বাস ষ্টেশানে, ওদের ভাষায় - ওটোগার - আমাদের হাওড়া স্টেশনের তিন গুন হবে আয়তনে। সরকারি ইমারৎ হলেও বাস সব বেসরকারি। অন্ততঃ ৫০-৬০টি বাস কোম্পানি তুরস্কের নানা গন্তব্যে যাচ্ছে। প্রত্যেকের আলাদা কাউন্টার - টিকিট বিক্রির জন্যে। বিক্রেতারা সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট ও টাই পরিহিত। শহরের নানা জায়গায়ও এই টিকিট বিক্রি হয়। তাছাড়া বসার ভাল ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম, টয়লেট, খাবার এবং পণ্যের দোকান - কি নেই ওটোগারে। নিচের তলায় বাস এসে দাঁড়ায় যাত্রী খালাস করে। ওপরের তলা থেকে ছাড়ে। লোকে লোকারণ্য, কারণ তুরস্কে রেল ব্যবস্থা খুবই সীমাবদ্ধ, তার পাহাড়ি জমি বলে। এবং ভাড়া বেশ কম প্লেনের তুলনায়। ৫-৮ ঘন্টার সফরে গড় ভাড়া ৩৫ লিরা বা ২৫ ডলার, বা ভারতীয় টাকায় ৭৫০ এর মত। ভারতের সঙ্গে মিল পেলাম যখন শুনলাম কাউন্টার থেকে গন্তব্যের নাম ধরে চীৎকার করছে। আমাদের কলকাতার বাসের মত। তবে মিল সেখানেই শেষ। টিকিট বিক্রেতারা খুবই ভদ্র, সহায়তা করার জন্যে সদা ব্যস্ত। সমস্ত জায়গাটা পরিষ্কার, কেউ থুতু বা পানের পিক ফেলছে না, মসৃণ মেঝে, জল এবং ময়লা জমে নেই কোথাও। বহু মহিলা ও যুবতী একা সফর করেন, শিশু বা ছোট ভাই বোন নিয়ে।

বাসগুলি মার্সেডিজ্ কোম্পানির এবং শীততাপনিয়ন্ত্রিত। অত্যন্ত আরামদায়ক, এবং সময়ে চলে। ৬ ঘন্টা চলার পরও ক্লান্তি আসে না। সিটগুলো প্লেনের সিটের চেয়েও ভালো, হেলান যায়। বাস ছাড়লে, বড় বড় জানালা দিয়ে তুরস্কের সবুজ পাহাড়, মাঠ, ফুল দেখতে দেখতে চলা। ভাল না লাগল, সামনে ছোট টিভি স্ক্রীনে ছবি দেখা যায় - অবশ্য ওদের ভাষায়। বোঝা যায় যে এই পরিষেবা তুর্কিদের জন্য। পর্যটক বিশেষ চোখে পড়ে না। কিছুটা যাবার পর চালকের সহকারি চা, কফি, জল বা ঠাণ্ডা পানীয় পরিবেশন করতে থাকেন। তার সঙ্গে বিস্কুট বা টুকটাক কিছু। ৮ ঘন্টার সফরে আরেকটু বেশি কিছু। তাছাড়া, একবার বা দুবার কোথাও থামে ২০-৩০ মিনিটের জন্য - যাত্রীদের খাবার বা টয়লেট বা পা ছড়ানোর জন্য। রাস্তায় মানুষ তোলা বা নামান হয় - সিট থাকলে। প্রথম দিন ওটোগার থেকে বেরোতে না বেরোতেই চালক গাড়ি থামিয়ে চার বস্তা ভুট্টা ও তার মালিককে তুলে ফেলল। তাতে একজন যাত্রী বেশ বকাবকি করলেন। চালক তাকে খুব বিনয়সহকারে কিছু বললেন ও ভুট্টা নিয়েই গেলেন। তবে কোনো যাত্রীর কোনো অসুবিধা

না করে।

ইস্তানবুল থেকে চানাক্কালে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টার পথ। ডার্ডানেল্‌স এ বাস শুদ্ধু বিরাট ফেরিতে উঠে গেল। তাতে আরও তিনটে বাস, ৭, ৮টি গাড়ি এবং বহু মানুষ। পাশ দিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ ঢেউ তুলে যাচ্ছে। জল একেবারে গাঢ় নীল। চানাক্কালে নেমেই পরদিনের টিকিট কাটা হ'ল। কাউন্টারের একজন অফিস থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলের নির্দেশ দিয়ে দিলেন - হাঁটা পথ। ভারি সুন্দর ঘর - একদিকে পুরো কাঁচ - সমুদ্র দেখার জন্যে। হোটেল থেকে পরদিন ট্রয় দেখার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ওখান থেকে ৩৭ কিলোমিটার দুরে ট্রয়। ছোট ভ্যানে জনা দশেক পর্যটক। গাইড এক ইতিহাসের স্নাতক। সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে দেখাল। ট্রয় এ দশটা স্তর পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ষষ্ঠ স্তর হোমারের কাহিনীর ধারক। ধ্বংসাবশেষ থেকে স্তরগুলির তফাৎ কিছুটা বোঝা যায়। হাঁটার পথ চিহ্নিত করা আছে। যে জায়গায় সেই হোমারের কাহিনীর ঘোড়া সম্ভবতঃ টেনে দুর্গের ভেতরে ঢোকান হয়েছিল, সে জায়গাটা বেশ চওড়া, পাথর বাঁধান এবং ঢালু। একদা সমুদ্র কাছে ছিল এবং জাহাজ ছাড়া পেত ট্রয়কে টাকা দিয়ে। সেই টাকাতেই ট্রয়ের ধন এবং বৃদ্ধি।

পরের গন্তব্য - ইজমীর (Izmir) সেও ভূমধ্যসাগরের একই অংশে - যাকে এজিয়ন সি বলা হয়। সেখানের বাস স্টেশনও কম যায় না। ব্যবস্থাও একই রকম। যে কোম্পানির বাসে গিয়েছিলাম তার অফিসে পরের গন্তব্য খোঁজ করতে, একটি যুবক বলল, তাদের বাস নেই তবে তার বন্ধুদের বাস আছে। ফোন করে জেনে নিল টিকিট আছে কিনা, এবং দাম করা যাবে কিনা। তারপর সে আরেকটি ছেলেকে আমার সঙ্গে দিয়ে বলে দিল কোথায় টিকিট পাওয়া যাবে। হয়ে গেলে ফিরে এসে শহরের ভিতর যাবার ছোট বাসে শুধু তুলে দিল না, চালককে বলে দিল পরের বাসের অফিসে বলে দিতে, এবং হোটেলে বলে দিতে। ইজমীর সুন্দর খোলামেলা শহর। সন্ধ্যা সাতটা হলেও তখন প্রচুর বেলা পড়ে আছে। ফুল দেখতে দেখতে গেলাম। গন্তব্যে পোঁছে, চালক নেমে এসে পরের বাসের অফিস দেখিয়ে তাদের বলে দিল আমাদের কথা। এখানেও হোটেল হাঁটাপথ।

সন্ধ্যা নামছে, দোকানে দোকানে চায়ের আড্ডা, বা আরও উত্তেজক কিছু। বেশ বড় একটা রেস্তোঁরার বাইরে টাক মাথা মধ্য বয়সি একজনকে হোটেলের কথা জিজ্ঞেস করতে, পথ আগলে দাঁড়াল। এক গাল হেসে বলল ইন্ডিয়ান? আমরা সম্মতি জানাতে হাত ধরে দোকানের ভেতরে ঢোকাতে চাইল। খাদ্যবস্তু দেখিয়ে বলল, সব আছে। কোন টেবিলে বসবে? অনর্গল বলে গেল সে নাকি কোথায় কাজ করেছে ইন্ডিয়াতে। আমরা হাতের স্যুটকেশ দেখিয়ে বললাম, আগে হোটেলে যাই, তারপর আসব। ছাড়া পাওয়া গেল। হোটেলের পথ দেখিয়ে দিল। হোটেলে যে ম্যানেজার ছিল সাদর অভ্যর্থনা জানাল এবং একটি লম্বা ছেলেকে দেখিয়ে বলল সেই কালকে ঘোরার বন্দোবস্ত

Balance financial uncertainties with guarantees.

Financial security is not just about cash and investments—it also means having guarantees in place when you need them. Thanks to our financial strength, and the way we've designed our life insurance and annuities, MetLife can provide guarantees you can fall back on. Working with us can help you protect your family today and in the future.

To help strengthen your personal safety net, update your individual coverage or discuss how to supplement your employee benefits, contact me and we'll schedule a complimentary consultation.

Dibyendu De
Financial Services Representative
Registered Representative
4151 Ashford Dunwoody Rd S-500
Atlanta, GA 30319
(404) 704-3125
dde@metlife.com
www.metlifefinancialgroup.com

Guarantees for the **if** in **life**®

MetLife

Guarantees apply to certain insurance and annuity products or contractual riders (not securities, variable or investment advisory products) and are subject to product terms, exclusions and limitation and the insurer's claim's paying ability and financial strength. Products are issued by Metropolitan Life Insurance Company, 200 Park Avenue, New York, NY 10166, and by MetLife Investors USA Insurance Company, 5 Park Plaza, Suite 1900, Irvine, CA 92614 and in New York, only by First MetLife Investors Insurance Company, 200 Park Avenue, New York, NY 10166 (collectively referred to as "MetLife"). February 2011.
©2011 PNTS ©2011 Metropolitan Life Insurance Company. L0211157624[0212][All States][DC,GU,MP,PR,VI] 1101-0206

করবে। ম্যানেজার ইংরাজি বলতে পারে না। লম্বা ছেলেটি বলল গাড়ির জোগাড় করতে পারে তবে ৬৫ ইউরো লাগবে মাথা পিছু। আমরা বললাম অত পারব না। কমে কি আছে? তারপরে দুজনে ইন্টারনেট খুঁজতে লাগল। আমরা হাত মুখ ধুয়ে খেতে যাব। ফিরে এলাম খেয়ে, তখনও খুঁজছে। পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে এফেসাস (Efesus) বেড়াতে আসে পর্যটকরা ইস্তানবুল থেকে উড়ে, দুরত্ব বেশি বলে। ইজমীর থেকে কেবল শনি-রবি বাস ট্যুর থাকে। আশ্বাস দিল সকালে একটি মেয়ে কাজে আসবে, সে ব্যবস্থা করে দেবে। দ্বিধা নিয়ে শুতে গেলাম।

সকালে মেয়েটি বলল ভাল ইংরাজিতে, তোমরা এমনি সাধারণ বাসে যাও না, খুব সহজ, সস্তাও। তাই করি। সেই বাস মোড়ে গিয়ে টিকিট কেটে, ছোট বাসে ওটোগারে গিয়ে বাস ধরলাম। মেয়েটি বলে দিয়েছিল কোথায় নামতে হবে। আমাদের সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে নামল। তারা অস্ট্রেলিয়া থেকে বেড়াতে এসেছে। চারজন রাস্তা পার হতেই এক ট্যাক্সি চালক আমাদের ডেকে একটা সাইনবোর্ডের কাছে দেখাল - এফেসাস। বলল তোমরা চারজন ৫০ লিরা দিলে তোমাদের যীশুর মা মেরির বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাব পাহাড়ের ওপর। তারপর দেখা হলে এফেসাসের বড় গেটে ছেড়ে দেব। সেখান থেকে হেঁটে দেখতে দেখতে এই জায়গায়ই আবার ফিরে আসতে পারবে। এখান থেকে বাস পেয়ে যাবে। তাই করলাম। মাথা পিছু সাড়ে বার লিরা দিয়ে মেরির বাড়ি দেখা হ'ল। যীশুর দণ্ড হবার ঠিক আগে, তিনি তাঁর মায়ের ভার তাঁর শিষ্য জন্‌কে দিয়েছিলেন। সেই সময় রোমানদের হাতে নির্যাতন এড়াতে বহু খৃষ্টান ইজরায়েল থেকে পালাচ্ছে। এই এফেসাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন মেরি আর জন্। পাহাড়ের ওপর সামান্য পাথরের বাড়িতে মেরি শেষ জীবন যাপন করেন। আমাদের সারদা মায়ের কথা মনে হয়, তিনিও তো রামকৃষ্ণদেব মারা যাবার পর শিষ্যদের কাছেই থেকেছেন। জায়গাটা ফুলের সম্ভারে আর গাছপালায় ঢাকা, অতি ঠাণ্ডা ও মনোরম। ভেতরে ছোট গীর্জার মত সাজান। মেরির স্মৃতি ছবিতে ধরা, ফুল সাজান, মোমবাতি জ্বলছে। ভারি এক পবিত্রতা লেগে আছে। মন আর্দ্র হয় ভাবতে - যীশুর মা এখানে ছিলেন?

এফেসাসের ভগ্নাবশেষ দু কিলোমিটার পথ ধরে ছড়ান। প্রথম দিকটা বেশী প্রাচীন, নিরলঙ্কার পাথরের কাঠামো। যত এগোচ্ছি তত অলঙ্করণ বাড়ছে। প্রথমে গ্রীক পদ্ধতির স্ট্রাকচার, ডরিক্ ও ক্যারিন্থিয়ান পিলার। নাটক বা খেলা দেখার আসর বা অ্যারেনা, ধাপে ধাপে উঠছে। পরে রোমান রাজ্যের বাড়ি, হলঘরের ভিত ও গ্রন্থাগার। রোমানদের স্থাপত্য যেখানেই আছে, সেখানেই গ্রন্থাগার থাকবে। জ্ঞানের চর্চা করে গেছে তারা সর্বত্র। প্রথম দিকের পাথর খোদাই ক্রমশঃ মার্বেল খোদাই এর জায়গা করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে দ্বিতল কাঠামোও দেখা যায়। একদা এফেসাস বড় শহর ছিল। নদী এবং সমুদ্রের সংযোগস্থলে বানিজ্যে সমৃদ্ধ। নদীতে পলি পড়ে বুজে যায়। তার ব্যবসাও কমতে থাকে। অনেক পরে, মাটির তলা থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা শহর উদ্ধার করে জগতের সমক্ষে তুলে ধরেছেন। বাস ধরার জন্য বড় রাস্তায় ফিরে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল। হাত নাড়তে নাড়তে বাস থামল, কিছুটা এগিয়ে গিয়ে। আমরা ধরতে আসছি দেখে চালক বাস পিছে করে নিলেন। সহকারি নেমে দরজা খুলে আহ্বান করল। ধন্যবাদ দিলে সেও আমাদের ধন্যবাদ দিল। বোধহয় তার বাসে চড়ার জন্য। বিকেলের মধ্যে ইজমীর ফিরে এলাম। পরদিন আমাদের গন্তব্য তুরস্কের রাজধানী - আঙ্কারা। পথ আট ঘন্টার।

বেশ ভোরে এসে ছোট অফিসে বসে আছি। কাউন্টারে টাই পরিহিত দুজন বসে গেছে। যুবক যে, সে একটা লম্বা হাতলওয়ালা ঝাড়ু ও ময়লা তোলার জিনিস নিয়ে বাইরে ফুটপাথ থেকে কিছু ময়লা তুলে ফেলল, বেশীর ভাগই

সিগারেটের টুকরো। আমরা অবাক হয়ে দেখছি। আমাদের এখানে যারা বাবু সেজে কাজ করে তারা এ কাজ কখনও করত? সে তার দোকানের সামনেটা পরিষ্কার রাখছে। কেউ কিন্তু তাকে বলেনি করতে। পরিচ্ছন্নতা তুরস্কের রক্তে রয়েছে মনে হ'ল। ওটোগারে পৌঁছে দেখি আমাদের সিট একেবারে সামনে। বিশাল বাসের ছাদও কিছুটা কাঁচের। আমাদের মাথার ওপর আকাশ দেখা যাচ্ছে। এমনিভাবে বসেই আট ঘন্টা ধরে চলা। উন্মুক্ত ঢাল, পাহাড়, মেঘ, আলোছায়ার খেলা, শেষে শিলাবৃষ্টি সব উপভোগ করতে করতে পথ চলা। মাঝে কিছু রেললাইন ও ট্রেন দেখা দিল। আবার নিরুদ্দেশও হয়ে গেল। বেশ কিছু সুড়ঙ্গ দিয়ে আসতে হ'ল। গাড়ির সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। বাস ও ট্রাক বেশি। বিকেলে পৌঁছে, প্রথম কাজ হ'ল ইস্তানবুল ফেরার ব্যবস্থা। টিকিট কাটতে হবে। তবে টিকিট কাটতে গিয়ে বেশ হোঁচট খেলাম।

আঙ্কারায় পর্যটক কম আসে বলে ইংরাজি বলা তো দুরের কথা, বোঝেও না। তারিখ লিখে তিনবার বলে, অনেক শোরগোলের পর টিকিট পাওয়া গেল। ঠাণ্ডার মধ্যেও কিছুটা ঘাম বেরোলো। আর ছোট বাসও নেই এখানে। ট্যাকসি ধরতে হ'ল। তবে চালক অতি ভদ্র এবং এক টানেই হোটেলের কাছাকাছি চলে এল। আঙ্কারার হোটেলে খুবই উষ্ণ অভ্যর্থনা পাওয়া গেল। আঙ্কারা ইস্তানবুলের চেয়েও পরিষ্কার। ছড়ান ছেটান শহর। তুরস্কের সব শহর অবশ্য এক ধাঁচের। বাড়ি সবই এক রকমের, একই নক্সার বহুতল। খোপ খোপ জানালা। রঙের যা একটু আলাদা। সেদিক থেকে বৈশিষ্ট্য কম। বোঝা যায় নতুন নির্মাণ। পুরানবর্জিত। মসজিদ রয়েছে সব শহরেই, তবে সংখ্যা বেশি নয়।

দুদিন যাব কাপাডোচিয়া (Capadoccia) বলে এক উপত্যকায়, তুরস্কের আনাতোলিয়া অঞ্চলে। এই উপত্যকার জমি যেহেতু প্রাধানতঃ পোমেস্ বলে এক পাথরের, বৃষ্টি এবং বাতাসে সহজে ক্ষয়ে অদ্ভুত কিছু আকৃতি ধারণ করেছে। বহু যুগ ধরে এই প্রক্রিয়া চলে আসছে, এবং এই কাটা আকৃতির মধ্যে নানা মানুষ সময়ে সময়ে আশ্রয় নিয়ে ছিল। এর সবচেয়ে আকৃষ্টকর স্থান হ'ল গোরেমে বলে একটি জায়গা, তবে বেশ বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভার। আঙ্কারায় বেশি ঘোরা হ'ল না সেদিন। বলে গেলাম একদিন বাদ দিয়ে আবার আসব। এবং রাত হবে আসতে। ভোর পাঁচটায় চা দিল, সঙ্গে খাবার দিয়ে দিল হোটেলে। কাপাডোচিয়া যাবার জন্য আবার সেই ওটোগারে বাস ধরা। এবার আমাদের চালকের সহকারি এক মহিলা। ভারি স্মার্ট, বাস থামলেই এক প্রস্থ ধূমপান করে নেন। তবে চালক এবার দেখলাম কিছুটা ঢিলে। এক ঘন্টা বেশি সময় লাগিয়ে দিলেন উরগুপ বলে জায়গায় পৌঁছাতে। সেখানে আবার গাড়ি করে আরেক ফরাসিভাষী চালক নিয়ে গেল আমাদের এক হোটেলে। যে বাসে এবং গাইড নিয়ে দুদিন ঘুরব, তাদের সঙ্গে যোগ করে দিল আমাদের। আহার সেরেই আমরা চললাম বাকিদের সঙ্গে। এক ভারতীয় দম্পতিও আছে তার মধ্যে। এসেছেন মুম্বাই থেকে। অবশ্য বাসে নয়, প্লেনে করে ইস্তনবুল থেকে।

গাইড স্থানীয় মেয়ে। বেশ দেখতে। ভাল ইংরাজি বলে। প্রথমে এক গয়নার কারখানায় - যদি আমরা কিছু কিনি। কিছু সময় অপব্যয় হ'ল বটে, তবে আমরা দম নেবার সময় পেলাম। তার মধ্যে বেশ জোর বৃষ্টিও হয়ে গেল। ঠাণ্ডা ভাল। এরপর চললাম মাটির তলার শহরে - কাইমাকালি বলে একটা জায়গায়। এই শহরে খৃষ্টানরা আশ্রয় নিত নির্যাতন এড়াতে। সামনে পাথরের স্তর, কিছু খোপ কাটা তাতে। এবার কিছু সিঁড়ি দিয়ে তলায় প্রবেশ। গাইড সতর্ক করে দিল যে নিঃশ্বাসের কষ্ট থাকলে যেন না যায় কেউ। বলে নিল যে এটাই প্রথম ধাপ। এর তলায় আছে নাকি

আরও নয় ধাপ। তবে চার পর্য্যন্ত আমরা নামব। তার নিচে প্রবেশ নিষেধ। প্রথম ঘরটা - আস্তাবল। সেই পোমেস্ পাথর আপনা থেকে ক্ষয়ে গুহা হয়ে গেছে। তার ওপর মানুষে আরও কেটে জন্তুদের খাবার এবং জল দেবার ছোট চৌবাচ্চা করে রেখেছে। এখান থেকে সুড়ঙ্গ ধরে আরও নিচে চলা। ছোট ছোট ঘর, কিছু বেদী, বা নিচু করে কাটা, কোথাও রান্না করার উনুন আকৃতির গর্ত। এক এক জায়গায় সুড়ঙ্গ খুবই সংকীর্ণ, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হচ্ছে। নিচে নামার পথ লাল তীর চিহ্ন দিয়ে দেখান। চারিদিকে অনেক গর্ত এবং ফাঁক আছে। এবং আশ্চর্য্য যে চতুর্থ ধাপে নেমেও কোনোরকম বদ্ধ লাগছে না। বেশ ঠাণ্ডা একটা বাতাস দিচ্ছে। গাইড বলল যে গোটা শহরটাই নাকি এমনি ভেন্টিলেটারে ভরা। নিঃশ্বাসের কষ্ট কোথাও হয় না। খৃষ্টানরা এক এক সময় ছ'মাস করে লুকিয়ে থেকেছে এখানে। এবার নীল তীর চিহ্ন দেখিয়ে গাইড বলল ওগুলো ওপরে ওঠার বা বেরোবার চিহ্ন, সেগুলো অনুসরণ করতে। কিছু কিছু জায়গায় এখানকার পর্যটকদের সুবিধার জন্য সিঁড়ি কাটা আছে। ওপরে সূর্য্যের আলোতে বেরিয়ে ভাল লাগল। কখন ঘন্টা দুই পার হয়ে গেছে বুঝি নি। সেদিনকার মত ইতি। এবার হোটেল ওরাই ঠিক করে দেবে। এবং রাতে আরও কিছু দেখার ব্যবস্থা করে দেবে। দুই হোটেল ঘুরে শেষে গোরেমের এক গুহা হোটেলেই জায়গা হ'ল আমাদের। অপেক্ষার সময় দু এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তারা জানতে চাইল আমরা কোথা থেকে এসেছি। ইন্ডিয়া শুনে বলল, আই টি খুব ভাল আমরা শুনেছি। তারা কি করে? ইঞ্জিনিয়ার হবে বলে পড়ছে বড় শহরে। এখন পর্যটক আসবে বলে বাড়ি ফিরেছে, বাড়িতে কাজে হাত লাগাবে।

রাতের খাবার সেরে আবার তৈরী হলাম - যাব বিশ্ববিখ্যাত ডরবিস্ (Whirling Dervish) (দরবেশ) নাচ দেখতে। তুরস্কের বিশেষ ধার্মিক এক প্রথা। তুরস্ক সংস্কৃতি এবং রুমি নামক সাধকের সৃষ্টির সংমিশ্রণ, তের'শ খৃষ্টাব্দ থেকে চলে আসছে। মানুষের বিবর্তনের এই নাচ - জন্ম, আত্মিক উন্নতি এবং শ্রেষ্ঠত্বলাভ। গাড়ি চলল গোরেমে শহর ছাড়িয়ে আরেক জায়গায়। সেখানে এই প্রথা দেখাবার জন্যই বিশেষভাবে নির্মিত এক থিয়েটার। আগেকার দিনে মরুভূমিতে যেমন সরাইখানা থাকত, কারাভান থামার জন্য - তেমন। নামও কারাভানসেরাই। বা বিশ্রামের জন্য সরাই। উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা ছাদ, খোলা চাতাল। তার দেয়ালে আধঘন্টা ধরে চমৎকার লেজার শো হ'ল প্রথমে। ছবিতে আনাতোলিয়ার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তারপর ভেতরে ঢোকা গেল। গির্জার মত উঁচু চূড়ো ছাদ। চারপাশে স্তর স্তর কাঠের বসার গ্যালারি। মাঝখানে ১২ফুট বাই ১২ফুট জায়গায় নাচ হবে। সবাই বসা হলে নিঃস্তব্ধতা নেমে এল। ছবি তোলা বারণ। শুধু পুরুষরা নাচে। সঙ্গে মন্ত্রপাঠ এবং বাদনও তারাই বাজায়। আছে ড্রাম, এক ধরণের সানাই, ইত্যাদি। এবার পাঁচজন দরবেশ ঢুকলেন কালো লম্বা টুপি ও কালো আলখাল্লা পরে। একেকজন একটু এগিয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। তারপর আরও ছ'জন ঢুকে একইভাবে আরেকদিকে দাঁড়ালেন। প্রথম সারির একজন এবার খুব সুরেলা পাঠ করলেন, সম্ভবতঃ কোরাণ থেকে। উনি বসলে, ঐ সারির বাকি চারজন নিজ, নিজ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসলেন।

দ্বিতীয় সারির পাঁচজন উঠে দাঁড়িয়ে কালো আলখাল্লা ছেড়ে নিচে পরা সাদা পোষাকে প্রস্তুত হলেন। খুব ধীরে ধীরে একজন একজন ঘুরতে লাগলেন। যদিও নাচ দেড় ঘন্টা ধরে চলল, একটানা নয়। একেকটা ধাপ আছে তার - প্রথমে বন্দনা, তারপর সৃষ্টির প্রথম মূহুর্তের স্পন্দন - তবলার বোলে বেজে উঠল। এরপর খুব মৃদু জলতরঙ্গের ধ্বনি - জীবের প্রথম নিঃশ্বাস। তারপর পরস্পর আত্মাকে

সেলাম। তাঁরা ঘুরতে থাকলেন। হাতদুটো প্রথমে বুকের সামনে, তারপর কোমরের পাশে, তারপর কাঁধের কাছে, তারপর মাথার কাছে এবং শেষে মাথার ওপরে। হাতের তালু একটা ওপরে, একটা নিচের দিকে - যথাক্রমে আকাশ ও পৃথিবীর দিকে ঘোরান। এই প্রথায় শুধু ঘোরা। ঘোরাই প্রকৃতির নিয়ম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ঘুরছে। ঘাগরার মত সাদা পোষাক ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারা যেন একরকম ঘোরের মধ্যে - চোখ বন্ধ। একজন কালো পোষাকের তাদের মধ্যে একেকবার ঘুরে তাদের জায়গা পরিবর্তন করিয়ে আবার সরে দাঁড়াচ্ছেন। আধো অন্ধকারে এই ঘোর লাগা নাচ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

হোটেলে ফিরতে প্রায় এগারটা। উষ্ণ ঘরে, লেপের তলায় ক্লান্তি অল্পক্ষণেই মিটে গেল। সকালে ঝকঝকে রোদ, আর জোর ঠান্ডা। দার্জিলিং এর মত লাগছিল। মাথায় গরম টুপি এঁটে, নিজেরাই চা বানালাম ইলেক্ট্রিক কেটেলে। আজ আবার অনেক কিছু দেখার আছে। প্রথম গন্তব্য - ডেবরেন্ট ভ্যালি বা উপত্যকা। এখানে প্রধানতঃ ক্ষয়ে যাওয়া তিনকোনা লম্বা টিলা। বৃষ্টি এবং বাতাস মাটি কেটে অদ্ভুত সব আকৃতি তৈরী করে দিয়েছে। একেকটা কোনো জন্তু বা অন্য কিছুর কথা মনে করিয়ে দেয়। দুরে সেরকম একটা টিলার ওপর যেন কোনো মহিলা দাঁড়িয়ে - গাইড দেখিয়ে বলল ঠিক মাতা মেরির মত। যার যা ভাবতে ভাল লাগে, মনে করে নেওয়া যায়। সেখান থেকে মস্কস্ ভ্যলি, বা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সাধকরা যেখানে আশ্রয় নিতেন। তিনকোনা টিলার মধ্যে প্রচুর গুহা - কোনখানে ক্যাথিড্রাল বা গির্জা। তার আকার অতি ক্ষুদ্র, মেঝেতে অলটার বা নৈবেদ্যের জায়গা। এখানকার টিলাগুলির বৈশিষ্ট্য - মাথায় একটা করে বড় পাথর বসান। যে পাথর ক্ষয় হয় না তেমনি পাথর থাকলে তার পাশ দিয়ে কাটা যায় মাটি, এবং একটা চূড়ার আকৃতি ধারণ করে। ছোট বড় সব আছে। যেখানে পাথর নেই বা পড়ে গিয়েছে, সে চূড়া বেশিদিন বাঁচবে না - ক্ষয়ে ছোট হতে হতে, মিলিয়ে যাবে।

সেখান থেকে বাস চলল আভান্স বলে একটা ছোট শহর - লাল নদীর ধারে। নদীর জল লাল নয়, তবে তার পলির রঙ কিছুটা লালচে। এখানে নাকি ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব থেকে সেই লাল পলি দিয়ে মাটির বাসন বানান হ'ত। আঙ্কারায় আনাটোলিয়া সংগ্রহকেন্দ্রে তার বেশ কিছু নমুনা দেখা যায়। আমাদের দেখতে নিয়ে যাওয়া হ'ল নতুন একটি বাসন তৈরীর কারখানায়। সে তো বাসন নয় - শিল্পসম্ভার - যেমন সুন্দর তেমন দাম। প্রথম মাটির তাল (সাদা এবং লাল) থেকে, গড়া পেটা, আগুনে পোড়ান, এবং রঙ দেওয়া দেখান হ'ল। অনেক যুবক যুবতী সেখানে কাজ করছে - নিপুণ হাতে তুলি দিয়ে অতি সূক্ষ্ম সব নক্সা আঁকছে। মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। এই কারখানাটি বেশ পুরনো, একশ বছরের। পরিবারগত ভাবে চালান হয়। বাসনের কাঠামো এবং নক্সা নতুন, পুরনো দুই আছে। মাটির পাত্র তৈরী করতে আমাদের দেশে যে চাকা ব্যবহার হয়, এদেরও তার কাছাকাছি - তবে কিছুটা ছোট এবং পায়ে ঘোরান। ধৈর্য্য ধরে বসে দেখার জন্য আমাদের পারিশ্রমিক - চা, আপেলের চা। তুর্কিরা খুব চায়ের ভক্ত। যখন তখন চা সেবন করেন। শুকনো আপেল এবং ফুল, দারচিনি ও সুগন্ধি দিয়ে বেশ মনোরম চা।

খাওয়ার পর যাওয়া হ'ল গোরেমে খোলা সংগ্রহশালা। কাপাডোচিয়া উপত্যকার মধ্যমনি হ'ল গোরেমে। তার কেন্দ্রস্থল হ'ল এই খোলা জায়গা - যেখানে বহু চূড়া-টিলা দেখা যায়। এবং এই সব টিলার ভেতরে গুহা - বেশির ভাগই বিভিন্ন গির্জা। দেওয়ালে ফ্রেস্কো বা দেয়াল ছবি। কিছু খুব পুরনো মেটে লাল রঙ দিয়ে ছবি। সেগুলি নাকি রীতিমত শিল্পীদের আঁকা - সাধক, ধর্মপুরুষ বা নারী, যীশুর ছবি। বিস্তির্ণ জায়গা জুড়ে উঁচু নিচু পথ ধরে ঘুরে দেখতে

দেখতে প্রথম যুগের খৃষ্টানদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। গুহার মধ্যে অতি স্বল্প বস্তু নিয়ে কষ্ট করে বাস। শেষ গন্তব্য - ভিউ পয়েন্ট। সেখান থেকে গোটা উপত্যকা ছড়িয়ে রয়েছে পায়ের তলায়। বোঝা যায় কি ভাবে মাটি ক্ষয়ে এই অদ্ভুত চূড়া-টিলা তৈরী হয়েছিল যুগ যুগ ধরে, এবং কত সভ্যতা এখানে সেই কারণেই আশ্রয় পেয়েছিল। এক পশলা বৃষ্টিতে আমাদের ফেরার বাস যাত্রা শুরু - গোটা রামধনুর তলা দিয়ে।

আঙ্কারার হোটেলে রাত এগারোটা - একটি ছেলে দৌড়ে এসে মাল তুলে নিল, রিসেপ্‌সানে চা খাবার জন্য বলল, ঘর ভাড়ার টাকা দিতে গেলে বলল কাল দেবেন, তাড়া নেই। এই উষ্ণতা কোথাও পাই নি আগে। পরদিন সংগ্রহশালা দেখে মুগ্ধ। তুরস্কের আনাতোলিয়া এলাকার সভ্যতা বহু পুরনো। হিটাহিট সভ্যতা ব্রোঞ্জ যুগে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১১০০ বিস্তারিত। চরমে ওঠে ১৫০০ খৃষ্টপূর্ব তে। ব্যবিলনিয়ার এবং মিশরের সমসাময়িক। মাটির পাত্র, হাতিয়ার, পাথরখোদাই, দেবতা, একটা মামিও আছে। সেখানে। ৪০০ খৃষ্টপূর্বে আলেকজান্ডারের আক্রমনে অবশিষ্ট যা ছিল, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেই গেল তুরস্কের আদি পরিচিতি। আমাদের শেষ গন্তব্য আধুনিক তুরস্কের নির্মাতা - কামাল আতাতুর্কের সমাধি। খুব একটা সুন্দর এবং গাম্ভীর্য্য পূর্ণ পরিবেশে স্থাপিত। বাড়াবড়ি বা আতিশয্য নেই। সেখানেও প্রদর্শনী রয়েছে। একটু উঁচু হওয়ায় - আঙ্কারার পাহাড় ঘেরা বিস্তীর্ণ রূপ দ্রষ্টব্য, দুপুরেই ইস্তনাবুল ফেরা শুরু। সন্ধ্যার আগেই তুরস্কের কিছু কারখানা দেখতে ইস্তানবুল পৌঁছান, বিখ্যাত বস্‌ফোরাস সেতু দিয়ে। এখান দিয়েই বিশ্বের বানিজ্যিক জাহাজ রুশ এবং মধ্য এশিয়ার বন্দরগুলির নাগাল পায় ব্ল্যাক সি তে। ইস্তানবুলে সেই হাসান সাহেবের সঙ্গে আবার আলিঙ্গন। অনেক গল্প হয় এবার।

তুরস্ক সমাজ, যুবক, মুসলমান সম্প্রদায়ের নীতি, পর্যটক, নতুন অর্থনীতির ফলাফল, আই এম এফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাপ - কিছু বাদ যায় না সেই আলোচনায়। পরদিন রাখা হয়েছে কিছু টুকিটাকি কেনাকাটার জন্য। তুরস্কের বিখ্যাত বাক্লাভা মিষ্টি, বাদাম, ও নক্সাকাটা কাপড়। মাটির পাত্র বিখ্যাত - তবে আনা মুশকিল। বিকেলে ফেরার জন্য যাত্রা - হাওয়ালিমানি যেতে হবে। হাসান সাহেব বললেন ট্যাক্‌সি কেন করবে, ট্রেনে বা মেট্রোতে যাও। কোথায় পাব? কেন, আমি পৌঁছে দেব। আমরা ভাবি গাড়িতে বোধহয়। না, তা নয়, পায়ে হেঁটে, এবং আমাদের একখানা স্যুটকেশ হাতে নিয়ে। হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দুরে, সিঁড়ি ওঠানামাও কম নয়। হাসিমুখে এই পঞ্চাশোর্ধ ম্যানেজার আমাদের টিকিট পর্য্যন্ত কেটে দিলেন এবং হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। কলকাতা পৌঁছে তাঁকে ফোনে আরেকবার ধন্যবাদ জানাতেই হয়েছিল। তাঁর হাসিমাখা মুখখানা তুরস্কের উষ্ণতার প্রতীক হয়ে রইল আমাদের কাছে।

শুধু মানুষের টানে যদি কোন দেশ দেখতে যেতে হয়, তাহলে তুরস্ক আবার যেতে হয়।

Morgan Stanley Smith Barney is proud to sponsor
Bengali Association of Greater Atlanta

Stuart Gottler
Executive Director
Financial Advisor
3455 PEACHTREE ROAD NE
Atlanta, GA 30326
404-365-2611
stuart.gottler@mssb.com

MorganStanley
SmithBarney

A Morgan Stanley Company

© 2010 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC.

NY CS 6393426 SUP017 07/10 GP10-012881P-N06/10

পাখীপড়া

সমর মুখোপাধ্যায়

বাঙালী আড্ডায়, একই সঙ্গে দুতিনটে বিষয় আলোচনা না হলে আর দোলের পিচকিরির মত লাল নীল বাঁদুরে রঙের বাক্যবান এদিক ওদিক ছোটাছুটি না করলে, মনে হয় যেন পুজোর জন্যে মূর্ত্তি গড়াই শেষ হয়নি। সে হিসাবে দেখতে গেলে, "নির্দল সমিতি"র এই ক্লাবঘরে, বেশ কিছুক্ষন আগেই আড্ডার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। ফুটও ধরে গিয়েছিল কিন্তু ঠিক আঁট বাঁধছিল না।

বাড়ীর মালিকের কাছ থেকে যৎসামান্য ভাড়ায় পাড়ার ছেলেরা এই ঘরটা ভাড়া নিয়েছিল বহু বছর আগে। ঘরখানার আয়তন বেশ বড়সড় আর রাস্তার ধারে দুটো জানলা। ঢোকবার দরজাটা বন্ধ করে দিলে বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকে না। এত বছরে সমিতির সদস্যের মুখ পাল্টেছে, সংখ্যা কখনও বেড়েছে কখনও কমেছে, কিন্তু ভাড়ার অঙ্কটা ভাঙ্গা ঘড়ির কাঁটার মত এক জায়গাতেই আটকে আছে। হাতে অতগুলো জোয়ান ছেলে জোগাড় থাকার যে একটা অদৃশ্য মহাশক্তি আছে, সেকথা ভেবে মালিকও কোনোদিন ভাড়া বাড়ায়নি। অবশ্য, ঘরখানার পেছনে খরচও কিছু নেই। দেওয়ালের রঙে বহুরূপীর মত ছাপ হয়ে গেছে, পলেস্তারাও সব গতপ্রায়। ঘরের পাখা আর আলোর সঙ্গে ছেলেরা নিজেরাই বিজলিটারও একটা অপ্রকাশিত ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সেই ক্লাবঘরে ছুটীর দিন সকালে সবে জনা কয়েক জমা হয়েছে। দেওয়ালে টাঙানো ডার্টবোর্ডটাকে তখনও কেউ ঘুম থেকে তোলেনি। ঘরের একদিকে বেঞ্চিটায় বসে কেদার আর বদ্যিনাথ উচ্চস্বরে তক্কাতক্কিতে ব্যস্ত। অন্যদিকে, ভোমলা খুব যত্নসহকারে গদাধরকে গুগলি বোলিঙের গ্রিপের সঙ্গে ভারতনাট্যমের মুদ্রার সম্বন্ধ বোঝাতে নানারকমের অঙ্গভঙ্গি করে যাচ্ছিল। রাস্তার ধারের জানলাটার ওপর ঠেসান দিয়ে বসে ভুতনাথ সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ফোড়ন কাটছিল আর, সামনের রাস্তা দিয়ে পাড়ার কোনো সুন্দরী যেন অজান্তে হেঁটে চলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখছিল। আর ভন্টাই, ঘুরে ঘুরে সবাইকার সঙ্গে একটু একটু সঙ্গত করে চলেছিল। কোনো একটা যুৎসই বিষয় না থাকায়, সব কিছু উপেক্ষা করে কোনের দিকে বসে নান্দনিক নিজের মনে একলা ক্যরমে টানকি প্র্যাকটীস করে যাচ্ছিল।

হঠাৎ দরজার বাইরে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ শোনা গেল আর তার সঙ্গে, "এই, যা" বলে এক হুঙ্কার। সবে সবাই একটু থমকেছে, তখনই আবার আরেক চিৎকার, "যাঃ" আর সঙ্গে সোম পড়ার মত এক বিরাশী শিক্কা পদাঘাত। তার নিমেষের মধ্যে হুড়মুড় করে ক্লাবঘরে ঢুকে পড়ল তাকুদা, শ্রীতারকেশ্বর ব্রহম, এ ক্লাবের আদি সদস্য। যাকে কেউ কেউ তারক বোম, ভোলে বাবা, ইত্যাদি নানা নামে আড়ালে আবডালে ডাকত। রোগা লম্বা একটু সামনে দিকে ঝুঁকে পড়া চেহারা, মাথায় ঝুড়িভর্ত্তি চুল। তাকুদার কথা বলার ধরনটা কিন্তু খুবই অভিজাত, প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার করে উচ্চারণ করে যাতে কারুর গায়ে কেউ ঠেকে না যায়। ঘরে ঢুকে তাকুদা একটু দেখে নিল কে কে আছে। ততক্ষনে ছোট গামছা মাপের রুমালখানা, পাঞ্জাবীর পকেটের গন্ডি থেকে ছাড় পেয়ে, ওর ঘাড় গর্দান থেকে হু হু করে ঘাম শুষতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সবাই একটু

তাকুদার দিকে তাকিয়েছে, এমন সময় একটা খ্যাকখ্যাকে হাসি দিয়ে ভন্টাই বলে উঠল,

-কিইই, কুকুরগুলো ঠিক তোমারই পেছু নিয়েছে তো?

ঘাম মোছা বন্ধ করে, রুমালটাকে বৃষ্টিতে ভেজা পতাকার মত ঝুলতে দিয়ে, চশমার ফ্রেমের ওপরটা ডিঙ্গিয়ে সকলকে একবার দেখে নিল তাকুদা।

-হ্যাঁ হে বানররাজ, তোমার সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্যেই সে বসেছেলো দোরগোড়ায়।

সবাই নানা কলেবরে হেসে উঠতে যাবে, চ্যাটাং করে একটা তালি মেরে গদাধর বলে উঠল,

-এই তো এতক্ষনে জমল।

মনে হল ওপর দিয়ে একখানা ফাইটার প্লেন বেরিয়ে যাচ্ছে, এই বুঝি গর্জে ওঠে বিধ্বংসী কামান, না এ ওর দিকে নির্বাক উদ্বেগের সঙ্গে তাকান ছাড়া এযাত্রা তেমন কিছু হল না। বাঁ পাটা মুড়ে ডান থাইয়ের তলায় গুঁজে দিয়ে চেয়ারের ঠেসানটার সঙ্গে চেপটে গিয়ে বসল তাকুদা। লরীর ভ্যাকুয়াম ব্রেকের মত ফস ফস করে দুবার নিশ্বাস ছেড়ে বলল,

-হ্যাঁ তা যাক, কি নিয়ে অত চেঁচাচ্ছিলি তোরা, আন্নাজারে না কঙ্কালকান্ড?

-আরে দুর, ওসবের কোনোটারই তো আমরা কিছু করতে পারব না, শুধু শুধু গলায় চিড় ধরাই কেন?

-বাবা গলা বাঁচানর জন্যে, আজ পর্যন্ত কার মুণ্ডুপাত বাধ রেখেছ তোমরা বাছাধন?

ততক্ষণে তাকুদা একটু ধাতস্থ হয়েছে। ভোমলা তাকুদাকে একপাত্তর চা এগিয়ে দিতে গিয়ে নিজের কাপটাও ভরে নিল আরেকবার। বদ্দিনাথ একবার শুধু আড়চোখে দেখে নিল কিন্তু ওর মাথায় তখন অন্য কথা ঘুরছিল। তাই ভোমলার এই অন্যায্য কমিশন কেটে নেওয়াটা মাপ করে দিয়ে বলে উঠল,

-বুঝলে তাকুদা, কেদোটার তো মাথায় কিছু নেই, কোত্থেকে কিসব শুনে আসবে আর রোজ এখানে এসে উল্টোপাল্টা বকবে। আজ হঠাৎ মধ্যবিত্তের জন্যে ওর প্রেম উথলে উঠেছে। বলে কিনা, তোমাদের এই মনমোহিনী রাজত্বে মধ্যবিত্ত জিনিষটাই নাকি উপে যাবে।

শুনে, চোখটা বন্ধ করে, হু হু করে ক' চুমুক চা টেনে নিল তাকুদা। তারপর, ওপর ঠোঁটটার ঘাড়ের ওপর নিচেরটাকে চাপিয়ে দিয়ে, মুচকি হাসিটাকে যেন গিলে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল।

-কে, আমাদের কেদারনাথ একথা বলছে? হুঁউ ও তাহলে আরেকবার প্রমাণ করে দিল, বয়েস বাড়লে অর্বাচীনতা কমে বলে লোকে যে মনে করে, সে কথাটা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কি বলিস?

কেদারের ওপর সাতসকালে একটা অর্বাচীনতার তকমা লেগে যাওয়ায় বাকী সকলে বেশ তুষ্ট হল বলেই মনে হল। শুধুমাত্র কেদার এই মানহানিকর উক্তির নীরব শ্রোতা হয়ে থাকাটা সমীচীন মনে করল না।

-আমায় গালাগালি দিতে গিয়ে নিজের সব ইন্দ্রিয়শক্তি খরচ করে না ফেলে, চারপাশটা একটু চেখে দেখলে ভাল

PATEL® BROTHERS

"Celebrating Our Food....Our Culture"

ILLINOIS

PATEL BROTHERS**
2610 W. DEVON AVENUE
CHICAGO, IL 60659
T: 773.262.7777
F: 773.262.7914

PATEL BROTHERS**
2542 W. DEVON AVENUE
CHICAGO, IL 60659
T: 773.764.1857

PATEL BROTHERS
873 E. SCHAUMBURG ROAD
SCHAUMBURG, IL 60193
T: 847.524.1111

OHIO

PATEL BROTHERS**
1170 KENNY SQUARE MALL
COLUMBUS, OH 43220
T: 614.273.1376

PATEL BROTHERS**
6876 PEARL ROAD
MIDDLEBURGH HTS., OH 44130
T: 440.885.4440

GEORGIA

PATEL BROTHERS
1711 CHURCH STREET
DECATUR, GA 30033
T: 404-296-2696
F: 404-296-2698

MARYLAND

PATEL BROTHERS**
2080 UNIVERSITY BLVD EAST
LANGLEY PARK, MD 20850
T: 301.422.1555

PATEL BROTHERS**
808 HUNGERFORD DRIVE
ROCKVILLE, MD 20850
T: 301.340.8656

PATEL BROTHERS
6402 BALTIMORE NATIONAL PIKE
ROUTE # 40
BALTIMORE, MD 21228
T: 410.719.2822

INDIANA

PATEL BROTHERS
4150 LAFAYETTE ROAD
SUITE F & G
INDIANAPOLIS IN 46254
T: 317-293-8345
F:317-293-8395

MISSISSIPPI

PATEL BROTHERS**
1999 HWY 80 WEST
JACKSON, MS 39204
T: 601.353.6611
F: 601.373.9349

FLORIDA

PATEL BROTHERS**
7400 SOUTHLAND BLVD
ORLANDO, FL 32809
T: 407.438.0766

MICHIGAN

PATEL BROTHERS**
28684 FORD ROAD
GARDEN CITY, MI 48135
T: 734.427.4445
F: 734.427.4985

PATEL BROTHERS
37196 DEQUINDRE ROAD
STERLING HEIGHTS, MI 48077
T: 810.795.5120

PATEL BROTHERS
29220 ORCHARD LAKE ROAD
FARMINGTON HILLS, MI 48334
T: 248.851.7470

TEXAS

PATEL BROTHERS**
5815 HILLCROFT
HOUSTON, TX 77036
T: 713.784.8332
F: 713.784.8341

PATEL BROTHERS**
104 INGE DRIVE
RICHARDSON, TX 75080
T: 972.644.3972

NORTH CAROLINA

PATEL BROTHERS**
4434 CREEDMOOR ROAD
RALEIGH, NC 27612
T: 919.515.0085
F: 919.510.0138

PENNSYLVANIA

PATEL BROTHERS**
3821 WILLIAM PENN HWY
MONROEVILLE, PA 15146
T: 412.372.2758
F: 412.380.0144

VIRGINIA

PATEL BROTHERS**
11116 LEE HIGHWAY
FAIRFAX, VA 22030
T: 703.273.7400

NEW YORK

PATEL BROTHERS
251-08 HILLSIDE AVENUE
BELLEROSE, NY 11426
T: 718.470.1356
F: 718.470.0209

PATEL BROTHER
42-92 MAIN STREET
FLUSHING, NY 11355
T: 718.321.9847
F: 718.539.0008

PATEL BROTHERS**
290 S. BROADWAY
HICKSVILLE, NY 11081
T: 516.433.6260
F: 516.433.6872

PATEL BROTHERS**
37-27 74TH STREET
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
T: 718.898.3445
F: 718.898.9243

PATEL BROTHERS
124-10 LIBERTY AVENUE
RICHMOND HILLS, NY 11418
T: 718.843.2527
F: 718.843.2526

NEW JERSEY

PATEL BROTHERS**
1357 OAK TREE ROAD
ISELIN, NJ 08830
T: 732.283.7283
F: 732.283.4950

PATEL'S CASH N' CARRY**
1551 OAK TREE ROAD
ISELIN, NJ 08830
T: 732.205.0187
F: 732.205.0397

PATEL'S CASH N' CARRY**
782 NEWARK AVENUE
JERSEY CITY, NJ 07306
T: 201.222.7572
F: 201.222.7850

PATEL'S CASH N' CARRY
2800 ROUTE 27
NORTH BRUNSWICK NJ 08902
T: 732-827-0667
F: 732-821-7232

***Stores that provide mail order service*

হ'ত না, তাকুদা? আমার কথাটা মিথ্যে প্রমান হলে তখন নয় তোমার বিশেষণের ঝুড়িটা খুলো।

উত্তেজনার মাথায় কথাটা বলে দিয়ে কেদারের মনে হল কি যেন একটা মিলল না। তাই আধো স্বগক্তোতির ছলে বলে উঠল,

-অবশ্য জিহ্বার ব্যবহারটা না করাই ভাল হবে। একবার ভেবে দ্যাখো তাকুদা, মধ্যবিত্ত বাঙালী আজ জর্জরিত নয়? বাজারে আগুন, ইস্কুলে ঢুকতে গয়না বাঁধা, চাকরী পেতে ঘুষে সর্বস্বান্ত তাও আবার সে চাকরী আজ আছে কাল নেই, মাথা গোঁজার জায়গা নেই। এমনকি রাজনীতিতে পর্য্যন্ত দিশেহারা। বাঙালী মধ্যবিত্তের কোষের মধ্যে যে একটা লড়াই আর আন্দোলনের জিন বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল সেটাও ক্রমশ যেন কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছে। জীবনটা চলে যাচ্ছে শুধু তোষামোদী করতে করতে। অন্য কিছুর সময়ই নেই। এই কারণেই তো আজ মানত, কাল পুজো, পরশু বলি, এইসব করতে করতে মানুষ হন্যে হয়ে যাচ্ছে। বাঙালী কি ভেবেছে শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যে নীল লাল হলদে সবুজ পাথুরে আংটিগুলো দিয়ে দশটা আঙ্গুলের শোভা বাড়াচ্ছে? শতাধিক জ্বালা বন্ধুগণ, সহস্র বিপদে মধ্যবিত্ত সমাজ আজ অন্তিমে এসে ঠেকেছে।

মধ্যবিত্ত যে হামাগুড়ি দিতে দিতেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সেটা মানলেও ঐ লাল নীল পাথরের কথায় গদাধর লাফিয়ে উঠল,

-আরে ছাড়তো। ওসব হচ্ছে নির্জলা মার্কেটিং। বৌবাজারের বি সরকার থেকে আরম্ভ করে সিমলেপাড়ার সিধুপুরুত পর্যন্ত সবাই এখন তেড়েফুঁড়ে রাবড়ি বানাচ্ছে। তলায় গনগনে আঁচ, ওপরে হাতপাখার হাওয়া। চোখ বড় বড় করে বলছে রবি থেকে শনি সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে তোমার সব্বনাশ করার জন্যে, আবার তক্ষুণি ছলো ছলো চোখে বলছে যে 'শপাঁচেকের পুজো আর শ'আষ্টেকের একটা ক্যাটসাই শরীরে ঝুলিয়ে নিলেই সব মুস্কিল আসান। সব এক বুঝলি, সব ঐ এক চাল। টুথপেস্ট বিক্রি করতে দাঁতে পোকার ভয়, ভোট আদায় করতে ধরণী রসাতলে যাওয়ার ভয়, ডির্ভোস বেড়ে যেতে পারে তাই সি আই এর ভয় - সব ঐ এক নামতা। আলাপে মোক্ষম একখানা ভয় দেখিয়েই জোরে কিছু একটা বেচে দাও। তাহলেই দেখবে ঝালাটা জমে যাবে, ধুম তা তানা দেরে না।

বেশ কিছুক্ষন ধরে ওপর নীচ ঘাড় নাড়ছিল ভোমলা। এবার সেটা থামিয়ে, গোল গোল করে, অল্প ডান বাঁ ঘাড় নেড়ে বলল,

-কথাটা কিন্তু ভুল বলেনি গোদু।

গলাটা আরেকধাপ খাদে নামিয়ে, বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলে চলল ভোমলা,

-দিনের পর দিন ঐ মার্কেটিং খেতে খেতে নাজেহাল হয়ে, হঠাৎ একদিন ধষে পড়ে মধ্যবিত্ত। তখন চুপি চুপি গিয়ে জোতিষঠাকুরের সামনে গোবেচারার মত ডান হাতটি চিতিয়ে দিয়ে বসে পড়ে। ব্যাস, অব্যর্থ শিকার। তবে হ্যাঁ, ওখানে ঘুরে এলে বুকে কেমন একটা বল এসে যায়। তাই ওখান থেকে বেরিয়েই সোজা চলে যায় মিছিলে। হাওয়ায় গোটাকয়েক ঘুঁষি মেরে সব কিছুকে নিপাতে পাঠিয়ে নীলকণ্ঠের মত গলা পর্যন্ত অম্বল তুলে বাড়ী এসে সারারাত জেগে থাকে। কখনও কখনও ছড়াও বেঁধে ফেলে এক আধটা।

ঘাড়টাকে সিকি প্যাঁচ ঘুরিয়ে, ডান মধ্যমা দিয়ে চেয়ারের হাতলটা টরেটক্কার মত ঠুকতে ঠুকতে নরম চোখে তাকুদা

বলল,

-ভোমলা, তুই আর গদা যে তথ্যটা দিলি তাতে একটা রহস্যের সমাধান হল।

ঐটুকু বলেই, সকলকে একটু গিলবার সময় দিল তাকুদা। অকারণে চশমাটাকে একটু খুলব খুলব ভাব করে আবার ঠিক যেখানে ছিল সেইখানটিতেই বসিয়ে দিয়ে একেবারে অন্য এক সুরে তাকুদা আরম্ভ করল,

-এই সেদিন দেখছিলুম সিধুপুরুত একখানা এয়ারকন্ডিসন যানের পেছনে দিব্যি ঠেসান দিয়ে বসে কোথায় যাচ্ছে, গায়ে নামাবলি আর হাতে শালগ্রামশীলা। একজন আমায় বললে যে এক ব্যবসাদার জজমান নাকি, যাতে সিপিএম বা তৃনমূল কারুর সু বা কু কোন নজরেই না পড়ে, তার জন্যে মূল্য ধরে ঐ গাড়ীখানা সিধুঠাকুরকে দিয়েছে। অবশ্য ওটা প্রথম কিস্তি। রোজ ঐ জজমানের জন্যে পূজো করতে হয় বলে সে ড্রাইভারের মাইনেটাও দিয়ে দেয়। হাজার হোক, সিধুপুরুত তো আর টিকিতে পেন্ডুলামের মত ফুল ঝুলিয়ে হরচাঁদ সিং গ্রেবালের দোকানে গাড়ী চালান শিখতে যেতে পারবে না।

ব্যপারটা কেদার থেকে ঘুরে গিয়ে একটু আউট ফিল্ডের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে দৌড়ে গিয়ে বদ্যিনাথ একটু হাত ছুঁইয়ে দিল,

-আরে সিধুরামের কথা বাদ দাও তো। কি যেন অর্বাচীনতা বাড়া কমার কথা বলতে যাচ্ছিলে?

-বলছিলুম যে কেদো যে কথাটা বলেছে, অর্বাচীনের মত বললেও, তার মধ্যেই চরম জীবন দর্শন লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই গ্লোবাল ওয়ার্মিঙের কল্যাণে ওর মগজের ঘিলুটা একটু দূষণগ্রস্ত হয়ে পড়ায়, ও নিজেই সেটা ঠিক ঠাওর করতে পারেনি। কৈ বাত নেই, এই আড্ডার ছাকনি দিয়ে কত সোনা থেকে পান গেলে দিলাম, আর কেদোর ঘিলু? আরে সে তো, অতিরিক্ত জোলাপের দুর্ঘটনা প্রসুত ফলমাত্র..। কি বলিসরে নন্দো?

কেদারের ওপর পরপর দুখানা এমন ছোবল পড়ায়, মনে হল যেন ক্লাবঘরের ভেতর দিয়ে একটা ফুরফুরে হাওয়া বইতে লাগল। যে কোন একটা বেরবার রাস্তা খুঁজতে গিয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে, অভিমন্যুর মত ব্যূহর আরও গভীরে পড়ে গেল কেদার। আর সেই সুযোগে সোঁ সাঁ করে এদিক ওদিক থেকে বাক্যবানের কেরামতি দেখাতে লাগল বাকী সবাই। পাড়ার রাজনৈতিক অভিভাবকের দলটা ঝাঁপিয়ে পড়ে মিটমাট করতে এসে পড়ার আগেই, জোর একটা খাঁকারি দিয়ে গলাটাকে আরও একটু ভারী করে বলে উঠল তাকুদা,

-এই বোস বোস, তোরা সবাই ধীরে সুস্থে ভদ্রলোকের মত কথাবার্তা বলতে পারিস না, এঃ? খালি চিৎকার। এই গদা, ভোমলা, তোরা একসঙ্গে বসবি না। কেদো, তুই ঐ জানলাটায় গিয়ে বোস। এই ভুতো, এই হনুমান, এই, আবার সেই ঘরের কোনে সিগারেটের ল্যাজটা ফেললি? তুই কি গরু না কি রে? ওভেনের পাসেই কমোড?

শিরশিরে হাওয়ায়, বেশ অম্লমধুর গন্ধ - নাকে আসতেই আবহাওয়ার পূর্বাভাষ বুঝে নিয়েছে গদাধর। আজ অনেক বিজলি খেলবে। লাগামটা আলতো করে টেনে ঘোড়ার মুখটা শুধু একটু সোজা দিকে করে দিল গদাধর,

-ও ভুতোর কথা ছাড় তাকুদা। আচ্ছা, তুমি কি আজকাল দিব্যদিষ্টিফিষ্টি পেয়েছ না কি যে, কেদোর ডায়লগের মধ্যে দর্শনের গন্ধ পেলে? এতো লবন হ্রদে লিথিয়াম পাওয়ার মত। হকিন্স সাহেবের ব্ল্যাক হোল আবিষ্কারের থেকেও সাংঘাতিক ব্যাপার।

এবার, তাকুদা সেই অনেক্ষণ আগে গিলে ফেলা হাসিটার থেকে বেছে শুধু কটা টুকরো বার করে নিয়ে এল সূর্য্যর আলোয়। তার থেকে খুচরো একটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল,

-কেদো যে কতাটা বলেছে সেটা ও না বুঝেই বলে ফেলেছে। তাতে যেমন আমরা ওকে সাংখ্যমুনির পাশের চেয়ারটায় বসাতে পারব না তেমনি, জাতভ্রষ্ট বলে ওকে খোঁয়াড়ে পাঠানটাও ঠিক হবে না। আসল ঘটনাটা তোরা কেউই জানিস না। আর, পাখী পড়ার মত পড়িয়ে না দিলে কোনোদিন জানবিও না।

-গুরু, ট্রেলারটা ছোট করে দিয়ে, ছবিটা একটু তাড়াতাড়ি শুরু করলে হয় না?

-যা বলছি ভাল করে শোন, দুবার বলতে পারব না।

ডান পাটাও বাম থাইয়ের তলায় অনেকটা বুদ্ধ ষ্টাইলে চালিয়ে দিয়ে, তাকুদা তর্জনী তুলে তাক-ধিন ছন্দে একবার দেখাল দুরে কেটলিটার দিকে তারপরই নিজের কাপটার দিকে। এবারে, ভোমলা ব্যাপারটা বোঝার আগেই, গদাধর খপ্ করে কেটলিটা হাতিয়ে নিয়ে বাকী চাটা উলটে পালটে তাকুদা আর নিজের কাপে ভাগ করে নিল। চায়ের সুমীমাংসাটা আড়-নজরে পড়তেই উদাসীনভাবে জানলার বাইরে দিয়ে গলির ওপারের বাড়িটার ছাল ওঠা দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপনপূর্বক আরম্ভ করল তাকুদা,

-ঘটনাটা হল কি জানিস? কলির শেষভাগে ভগবান "বাঙালী মধ্যবিত্ত" নামে একটি ছাঁচ তৈরী করলেন। এতদিন ধরে যেসব মানুষ উঁনি তৈরী করছিলেন তার মধ্যে এস্কিমো থেকে বেদুইন আর নিগ্রো থেকে নর্ডিক পর্য্যন্ত সব থাকলেও, পন্ডিতরা মনে করেন যে এই নতুন ছাঁচটীর মত কারুকার্য্যখচিত কোনটাই ছিলনা। দোষ-গুণ, বুদ্ধি-বুদ্ধু, শরীর-মন, লম্বা-খাটো, সাদা-কালো সব মেপে জুপে মিশিয়ে গুলে চটকে ছড়িয়ে, নতুন এক ফর্মূলায় তৈরী হয়েছিল এই অভিনব ছাঁচ। বাজারে যখন প্রথম বেরল তখন তেমন কিছু চকচকানি চোখে পড়েনি কারুর, কিন্তু ক্রমশঃ এরা নিজেরাই, ঝাঁট পাট দিয়ে, নিজেদের বেশ একটা জায়গা করে নিল। শরীরের দিকটা তেমন আহামরি কিছু ছিল না কিন্তু খুব তিড়িং বিড়িং লাফাত। তাতেও ঠিক বুঝত না যে লোকে ওদের ধর্তব্যের মধ্যে আনবে কিনা, তাই মুখ চালাত খুব। ঐ করে করে, ঠ্যাকাঠুকি দিয়ে, একটা ভাষাও দাঁড় করিয়ে ফেলল। ভাষাটা প্রথম প্রথম মোটেই আলাদা কিছু ছিল না, কিন্তু সে কথা ওদের বলতে যাবে কে? গলার গিটকিরিতে মুখের সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারত না। তারপর থেকে হাওয়াইয়ের মত ওদের উত্থান। সোজা মহাশূন্যের পানে। গদ্য, পদ্য, গান, বক্তৃতা, ভাগিরথীর জোয়ার ভাটার মত দিনে চারবার করে এদিক থেকে ওদিক, পরমুহূর্তেই আবার ওদিক থেকে এদিক ছুটতে লাগল। অবিরাম, অক্লান্ত। সেই একই যাত্রায় ধীরে ধীরে ওরা আরবী ফার্সী ইংরিজীও শিখে ফেলল। তখন আর পায় কে? স্রেফ মুখের জোরে দিল্লীর শাহেনসার সিংহাসন থেকে মুর্শিদাবাদের নবাবের মসনদ পর্য্যন্ত সবের চারপাশে ঘুরঘুর করার ফরমান জোগাড় হয়ে গেল। ইংরেজ যদ্দিনে এ চত্তরে এসে পৌঁছল, তদ্দিনে ওদের বেশ কয়েকজন রাজা উজির বনে গিয়ে মধ্যবিত্তের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। তারপর ঘষে মেজে, ইংরেজেদর সঙ্গে দোস্তি, তোষামোদি, ব্যবসা, ইত্যাদি করে, আরও কিছু লোক গায়ের থেকে ঐ মধ্যবিত্ত ছাপটা তুলে ফেলল। এই করে মধবিত্ত সমাজের

মাথার দিকটা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সকলের মধ্যে কেমন যেন একটা মধ্যবিত্ত হবার উচ্চাকাঙ্খা থাকার ফলে তলা থেকে অনেকে ওপরের দিকে চাড় দিতে লাগল। ফলে এই সমাজের চেহারাটা দুর থেকে দেখলেই চেনা যেত। সরু সরু পা আর পেট ভরা ভুঁড়ি, মাথায় ময়দান আর মুখে ফুলঝুরি।

নন্দো হাঁ করে গিলছিল তাকুদার প্রত্যেকটা কথা কিন্তু, আলো আঁধারির মধ্যে দিয়ে চলার মত, কোনোটা বুঝছিল আবার কোনোটা একটু ঝাপসা থেকে যাচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে জিগ্যেস করেই ফেলল,

-তা এদের হল কি? এরা কি সব নিয়ান্ডরথল হয়ে গেল?

ডান হাতে চায়ের খালি কাপটা সোজা শূন্যে এগিয়ে ধরল তাকুদা। এ অব্যক্ত হুকুমের মানে সবাই বোঝে, ওরে কে আছিস, নিয়ে যা এটা আমার হাত থেকে। কিন্তু, শুধু যার ওদিকে চোখ পড়ে যাবে তারই অলিখিত কর্তব্য ঐ হুকুম তামিল করার, তা না হলে নয়। তাই সবাই মাথা নীচু করে বা জানলার বাইরে দার্শনিকদৃষ্টিতে তাকিয়ে, শুধু আড় চোখে ঘটনাস্রোতের দিকে নজর রাখতে লাগল। বার কয়েক চোখ পিটপিট করে নিয়ে তাকুদা বলে চলল,

-দুর্ বোকা, তা কখনও হয়? ওদের মগজের বাইরের দিকটায় ভাঁটা পড়লে কি হবে, ভেতরের দিকটায় তো সব সময়েই বান ডাকত। তাই বাইরে ওরা সাহেবের মোসাহেব হলে কি হবে, বাড়ী ফিরেই ওরা চাকর বাকর বৌ ঝির সাহেব। অনেক জায়গায় অনেক কিছু ভাল কাজও ওরা করে ফেলত মাঝে সাঝে। লেখাপড়াটাকে শ্রদ্ধাভক্তি করত। পেছন থেকে মাথায় কলার খোসা ছুঁড়লেও সামনে এসে পড়লে পন্ডিতমশাইকে পায়ে হাত দিয়ে বাপ ছেলে সবাই একটা পেন্নাম ঠুকে দিত। তবে কেরানীরগিরি, ফুটবল, বিপ্লব, মাছের ঝোল, আর সুর করা কবিতা পেলে এদের আর ধরে রাখা যেত না। কিন্তু, ব্যবসা, খাটা খাটনি, মতের মিল, এসব শুনলেই ওরা নাকে রুমাল চাপা দিত। আসলে নেতার জাত তো তাই নির্জলা, বিশুদ্ধ তন্ত্রের চেয়ে দলতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদিতে ওদের আসক্তি ছিল অনেক বেশী। রাজা যেই হোক না কেন ওরা সবাই শেষ পর্যন্ত রাজা হয়ে যেত ওদের ঐ রাজার রাজত্বে। তা সে যাই হোক, এসব করে ওরা বেশ বাজার জমিয়ে তুলেছিল। মধ্যবিত্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা চমক এসে গেছল। সুযোগ পেলেই সবাই নিজেকে ঐ নামে ডেকে ফেলত। আসলে ঐ নামটার মধ্যে যে বিত্তর একটা ব্যাপার ছিল সেটা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। গাড়ীজুড়ি হাঁকিয়ে গিয়ে বাবুরা ধরা ধরা গলায় আলোচনা করতেন মধ্যবিত্ত পরিবারের আশা, নিরাশা, সমস্যা নিয়ে। আবার শ্যামবাজারে কত শশীবাবুদের বাড়ীতে, ভিক্টোরিয়ান লতাপাতা খোদাই করা আবলুষ কাঠের খাবার টেবিলে বসে, ফ্যান গালতে একটু দেরী হলেই পান্তা ফুরিয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু তারা সবাই কংশরাজের বংশধর হিসাবে উচ্চ ঘর, সেহেতু ওরা স্রেফ বদান্যতার খাতিরে নিজেদের মধ্যবিত্তই বলত। এই করে করে মধ্যবিত্ত ব্যাপারটা একটা ছাতার মত হয়ে দাঁড়াল। তার নীচে ঢোকবার জন্য পুঁটি থেকে তিমি সবাই ভেসে ভেসে আসতে লাগল। পুরুষরা সন্ধ্যাবেলায় সুরা সিগারের জন্যে ছোঁকছোঁক করলেও বাড়ীর মেয়ে বৌরা নীলষষ্ঠি থেকে ইতুপূজো দিয়ে নারকোলের মত বেশ একটা শক্ত খোল তৈরী করে রেখেছিল। ওরই মধ্যে এই মধ্যবিত্তরা বেশ নির্ভয়ে বাস করত।

আজ এসে থেকেই, কেদারের ঐ মধ্যবিত্ত ব্যাপারটা নিয়ে মাতামাতি করাটা নান্দনিকের ভাল লাগেনি। চারদিকে কত বড় বড় সভা, মিছিল, বন্ধ, হুজ্জুতি সব হয়ে গেল আর এরা কোথায় পড়ে আছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে? প্রায় ঘুম ঘুম চোখে নন্দ বলে উঠল,

-তুমি ওসব বলছ বটে, কিন্তু অকারণে লোকে পুরুষে পুরুষে ওসব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে যাবে কেন বল দিকিনি?

-হুঁমম। আগে বলেছিলুম, পাখী পড়া না পড়ালে বুঝবি না। এখন দেখছি মাথায় গজাল দিয়ে পুঁতে না দিলে ঢুকবে না। আরে আহাম্মক, কেদোর কাছে মধ্যবিত্ত মানে কি বলতো? দিকভ্রান্ত নবকুমার। বঙ্কিমের নবকুমার, বুঝলি? ওর কাছে মধ্যবিত্ত মানে হচ্ছে মূল্যবোধে যীশু, উচ্চাকাঙ্খায় মোজেস, বিত্তে রামপ্রসাদ, দয়ায় হর্ষবর্ধণ অথচ বর্ণাশ্রমে প্রলেতারিয়েত। মানুষটার প্রাণ, আত্মা, বুদ্ধি, বিচার সব কিছু আদিভৌতিক, অসাধারণ হওয়া সত্বেও জীবন তাকে উড়ন্ত কাকের মত ঠুকরে দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেদো তো জানে না যে ভগবানের সেই প্রথম ছাঁচটা কবে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, মধ্যবিত্তরা এখন ঘেমো পাঞ্জাবীর মত হ্যাঙ্গারে ঝুলছে। চব্বিশ ঘন্টা প্রাণ গেল প্রাণ গেল হেঁচকি তুলছে। অথচ বিপদের আভাষ পেলেই পরের পর বাউন্সার ছাড়তে থাকে - রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, সত্যজিৎ, সৌরভ। ইংরেজরা নিজেরা অনেকদিন আগেই বুঝে ফেলেছিল যে এই মধ্যবিত্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা গন্ডগোল আছে। তাই বিত্তটাকে না ঘাঁটিয়ে মধ্য-শ্রেণী বলত। তাই নিজের দেশে ওরা, রাজা রাজড়াদের একঘরে ভরে দিয়ে, বাকী সব সাধারণদের একসঙ্গে মাঠে ছেড়ে দিত। কেউ যাতে খুব বেশী চ্যাঁচাতে না পারে। ওদিকে মার্ক্স সাহেব আবার আরেকরকম বিধেন দিয়েছিলেন, যার মধ্যে জার্মানী, ফ্রান্স আর রাশিয়ার গন্ধ। আজকাল তার মধ্যে আবার ফুরফুরে সয় সসো নাকে ঠেকছে। আমাদের বেশ মনে ধরে গিয়েছিল। আসলে যত ইউরোপের ছাপ্পা থাকবে ততই মধ্যবিত্তর মনটা একটু কেমন কেমন করে ওঠে তো, মুখে যাই বলে ফেলুক না কেন। তাই ঐসব শুনে আমরা ভাগ হয়ে গেলাম বড় বুর্জোয়াঁ, ছোট বুর্জোয়াঁ, প্রলেতারিয়ত, খেটে খাওয়া, না-খেটে খাওয়া, এই সব ভাগে। কিন্তু, অন্য দেশে যাই হোক না কেন, ফল্গু নদীর মত তলায় তলায় আমাদের দেশে সবসময়ই শুধুমাত্র দুটো জাত ছিল। আদি-অবিনশ্বর। খেতে-পাওয়া আর খেতে-না পাওয়া। তবে মিথ্যে বলব না, আরেকটা জাতও সম্প্রতি বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বেশী খেতে-পাওয়া। এরা, ভগবানের সেই মধ্যবিত্ত আর মার্ক্স সাহেবের জনগন, দুটো ছাঁচকেই কলা দেখিয়ে দিচ্ছে। এরা হাড়ভাঙ্গা খেটে মালিকের দয়ায় মাইনে পায় প্রলেতারিয়েতদের মত। রমরমা আর হালচালে এরা বুর্জোয়াঁদের মত। অথচ, এরা স্বপ্ন দেখে মধ্যবিত্তের মত।

দেশী বিদেশী, নতুন পুরনো, বিত্ত শ্রেণী, সবকিছুকে কাটিয়ে বলটা নিয়ে তাকুদার ওঠা নামা করা দেখতে দেখতে সবাই কেমন চুপ হয়ে গিয়েছিল। কখন যে ও থেমে গেছে খেয়াল হয়নি কারুর। পা দুটো নামিয়ে চটিজোড়া গলাতে গলাতে দাঁড়িয়ে উঠল তাকুদা। অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে কেদার প্রশ্ন করল,

-মধ্যবিত্তরা সবাই কি তাহলে মধ্যপথ ত্যাগ করে দিচ্ছে, না, মধ্যবিত্ত বলে সত্যিই কিছু ছিলই না কোনোদিন?

ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল তাকুদা।

সেই স্মৃতিটুকু

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সেদিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অসম্ভব গুমোট ভাবের পরে সন্ধ্যে থেকেই ঝেঁপে ধোঁয়াশা। এই তো কলকাতার শীতের রাত। সাড়ে সাতটা নাগাদ থেকেই ভাবছি এবার একবার ফোন করি। তবে তাঁকে অত তাড়াতাড়ি সাধারণতঃ ধরা যায় না, তিনি নিশাচর। শেষ পর্যন্ত সাড়ে আটটায় ফোন করে ধরলাম তাঁকে, জিজ্ঞেস করলাম তখন আসাটা ঠিক হবে কি না। গাঙ্গুলীবাগান থেকে চৌরঙ্গী অনেকটা পথ, কলকাতার রাস্তায় গাড়ি করে যেতে অন্তত আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিটের ধাক্কা। সেই জন্যেই একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। সবাই মিলে তৈরি হয়ে বেরোতে-বেরোতেই নটার বেশি হয়ে যাবে। কাজেই, ওখানে পৌঁছতে দশটার কাছাকাছি। অত রাত্রে এক জনের বাড়ি প্রথমবার যাওয়াটা ঠিক হবে কি না সেটা ভেবেই অস্বস্তি। যদিও আগে যত বার তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে, প্রতিবারই তিনি বলেছেন এগারোটার পরে ফোন করতে। এই প্রতীচী-তেই ২০০৫ আর ২০০৬-এর সংখ্যাগুলিতে তাঁর লেখা বেরিয়েছে। তখন আমি প্রতীচী সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলাম। তারই অঙ্গ হিসেবে আমার একটা ভূমিকা ছিল কলকাতার কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের লেখা জোগাড় করা। সেই সূত্রে আমার সঙ্গে সন্দীপ রায়ের অনেক-অনেক বার আগে কথা হয়েছে। সন্দীপ-বাবুর রসবোধের পরিচয় পেয়েছি ফোনে। আমার সঙ্গে যেহেতু কথা হয়েছে বহু বার, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হয়নি কখনো, তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, আমরা হলাম গলায়-গলায় বন্ধু।

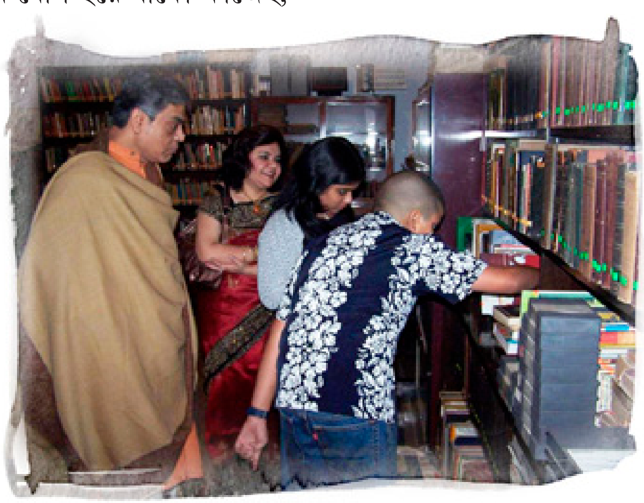

সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়ের সঙ্গে

যাই হোক, যা বলছিলাম। সেদিনের দিন চারেক আগে দুপুরের দিকে তাঁর বাড়ি গিয়ে ২০০৬-এর প্রতীচীর একটা সংখ্যা দিয়ে এসেছিলাম। যেদিনের কথা বলছি, সেদিনটা ছিল ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৬। তা সাড়ে আটটা নাগাদ কথা তো হল। তারপর আমরা চারজন - আমি, আমার স্ত্রী দূর্বা, আমার কন্যা অহনা, আর পুত্র দেব সবাই মিলে যখন রাস্তায় নামলাম তখন সওয়া নটা। কিছু দূর হেঁটে রাস্তার মোড়ে গিয়ে যে ট্যাক্সিটি পাওয়া গেল তাতেই উঠলাম। বিহার প্রদেশী চালক বললেন যে তিনি কলকাতায় নতুন, কাজেই আমাদেরই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাতে আপত্তির কিছু নেই, তবে কিছুদূর যেতেই বুঝলাম যে এ গাড়ি হল শিবরাম চক্কত্তির ভাষায়, এ গাড়ির সবই বাজে, শুধু হর্নটাই বাজে না। ঝড়মড় ঝড়মড় আওয়াজ শুনে সদাই মনে হচ্ছে এই বুঝি কিছু খুলে পড়ল। তবুও ঘটর ঘটর করে গাড়ি যাচ্ছিল, মিন্টো পার্কের কাছে এসে এবার জবাব দিল। এক্কেবারে

নট নড়ন নট কিচ্ছু, কাজেই বাকি পথটুকু হেঁটেই যেতে হল। পুরোনো ধাঁচের বাড়ির পুরোনো ধাঁচের লিফটে উঠে দরজার বেল বাজাতেই সন্দীপ বাবু নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। পরনে চিরাচরিত পাজামা-পাঞ্জাবি। সামনের লম্বা বারান্দাটি দেখে ঘরে-বাইরে ছবির বারান্দাটির কথা মনে পড়ে গেল। সেই বারান্দায় দেখলাম সারি-সারি ফুলের টব। দূর্বার নিজের খুব ফুলের শখ। ও-ই প্রশ্ন করল এ বাড়িতে কে ঐ গাছগুলির যত্ন করেন। তাতে জানা গেল যে সন্দীপ বাবুর মা, অর্থা সত্যজিৎ-পত্নী বিজয় রায় নিজে ঐ গাছগুলির তত্বাবধান করে থাকেন।

বারান্দার দেওয়ালে চোখে পড়ল সুকুমার রায়ের সেই পরিচিত ছবিটি। সন্দীপবাবু আমাদের নিয়ে গিয়ে সামনের ঘরটিতে বসালেন। সেটি তাঁর অফিস ঘর-ও বটে। গোটা চারেক সোফা, তিনটি চেয়ার, দুটি ফোন, একটি ফ্যাক্স মেশিন, আর আছে আলমারি, তাতে ভর্তি সব পুরস্কার যেগুলি সন্দীপ-বাবু পেয়েছেন। তিনি দেব-কে বললেন, তুমি যে জামাটা পরেছ, ঠিক সেই ডিজাইন-এর একটা জামা-ই আমার বোম্বাই-য়ের বোম্বেটে ছবির ভিলেন একটা দৃশ্যে পরেছে।

সন্দীপ-বাবু প্রথমেই আমার কাছে প্রতীচী-র খুব প্রশংসা করলেন। এই ঘরের দেওয়ালে দেখলাম আনন্দমেলা পত্রিকার একটি প্রচ্ছদের ছবি। জানা গেল সেটি সন্দীপ-বাবুর আঁকা। এরপর চা এল। অনেক জায়গায় অনেকের সাক্ষাৎকারে, বা অনেক লেখায় সত্যজিৎ রায়ের বাড়ির চা-এর খুব প্রশংসা দেখেছি। আজ বোঝা গেল কেন।

তারপর শুরু হল নানা রকম গল্প। তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিজের ও তাঁর বাবার ছবি বানানোর অভিজ্ঞতার কথা এল। প্রসঙ্গক্রমে সন্দীপ-বাবু জানালেন যে ফেলুদার গল্পগুলির মধ্যে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় দুটি গল্প হল গোরস্থান-এ সাবধান এবং রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য। তিনি জানালেন যে ঐ দুটি উপন্যাস নিয়ে তাঁর ছবি করার খুব ইচ্ছে, কিন্তু সে ইচ্ছে বোধহয় পূরণ হবে না। কারণ হিসেবে বললেন যে কলকাতায় আউটডোর শুটিং করা খুব মুস্কিল, আর ফেলুদার ছবি মানেই সকলে ধরে নেয় যে কোনও একটা নতুন জায়গায় গিয়ে রোমাঞ্চকর সব অ্যাডভেঞ্চার হবে। তা ছাড়া আজকাল জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ছবি করার খুব সরকারি বাধানিষেধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সন্দীপ-বাবু জানালেন, হীরক রাজার দেশে ছবি করার সময়ের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা। যখন পায়ে পড়ি বাঘ মামা গানটি তোলা হচ্ছিল, তখন বাঘটিকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। হঠাৎ বাঘটি ঘুম থেকে উঠে থাবা তুলে সত্যজিৎ বাবুর দিকে একটা চড় মারতে আসে, সেই থাবা তাঁর মুখের হাতখানেক দূর দিয়ে চলে যায়। তাতে কেউ হতাহত না হলেও একটি ক্যামেরা ভেঙে গিয়ে খুব আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। এর মধ্যে এতদিন পরে অবশ্য ২০১০-এ সন্দীপ-বাবু গোরস্থান ছবি করে ফেলেছেন। তবে, রয়্যাল বেঙ্গল এখনও হয়নি।

এরপর সন্দীপ-বাবু খবর দিলেন যে তাঁরা সম্প্রতি এক ভদ্রলোককে ভার দিয়েছেন সত্যজিৎবাবুর সমস্ত চিত্রনাট্যগুলি, যেগুলি হাতে লেখা, সেগুলিকে টাইপ করে বই আকারে গ্রন্থনা করে রাখতে। আমরা আসার কিছুক্ষণ আগেই ভদ্রলোক সেদিনের মত বাড়ি চলে যাওয়ায় আমাদের সঙ্গে তাঁর আর আলাপ হয় নি।

এদিকে রাত ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের আবার অনেকটা যেতে হবে। আমরা যখন উঠব উঠব করছি, তখন-ই সন্দীপ-বাবু জিজ্ঞেস করলেন আমরা তাঁর বাবার স্টাডি, লাইব্রেরী আর অস্কার-টা দেখতে ইচ্ছুক কিনা। আমরা তো এক কথায় রাজি। তখন ভারতে একটাই অস্কার। এ কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য তো সকলের হয় না। কাজেই এ

বিরল সুযোগ তো হাতছাড়া হাতে দেওয়া যায় না।

এই সময় সন্দীপ-বাবু গিয়ে ভেতরের ঘর থেকে তাঁর স্ত্রী ললিতা দেবীকে ডেকে আনতে গেলেন। ফেরার সময় এলেন হাতে দুটো বই আর একটা ডিভিডি নিয়ে। বই দুটি সত্যজিতের সমগ্র শঙ্কুর কাহিনীগুলির ইংরাজী অনুবাদ। সেগুলি দিলেন অহনা আর দেবকে। ডিভিডিটি জন অরণ্য ছবির। সেটি দিলেন আমাদের। ললিতা দেবী এলেন হাতে অস্কার নিয়ে। এসেই ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন আমাদের বসিয়ে রাখার জন্যে। বললেন, আপনারা সকালে এসেছেন তা বুঝতে পারিনি। আমি ভেতরের ঘরে ছিলাম। আমরা সকলেই সেই অস্কার মূর্তিটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম। এ ছাড়াও অহনা ও দেব অস্কার হাতে দু-একটি ছবি তুলল। সেখানে বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবিটির ক্ল্যাপ্‌স্টিকও ছিল, অহনা সেটি হাতে নিয়েও ছবি নিল দু-একটি।

সত্যজিতের 'অস্কার' হাতে অহনা, সঙ্গে দেব

তারপর আমরা গেলাম সত্যজিৎ রায়ের লাইব্রেরী ও স্টাডি দেখতে। সেখানে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ল তাঁর গ্র্যান্ড পিয়ানো। তার ওপর দেখলাম কয়েকটি কাগজ পড়ে আছে স্টাফ নোটেশন লেখা। সন্দীপ-বাবু জানালেন সেগুলি তাঁর পুত্রের। এর পরেই চোখে পড়ল একটি বিরাট ফ্রেমে বাঁধানো সত্যজিতের ছবি, আর তার পায়ের কাছে তাঁর পাওয়া সমস্ত পদক ও পুরস্কার-এর সারি, তার মধ্যে কান, বার্লিন, লোকার্ণ, টরন্টো, এ ছাড়া জাতীয় পুরস্কার সব-ই রয়েছে। রয়েছে গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর পোশাক-আষাক এবং জুতোগুলি।

আর রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত ইজি চেয়ার, যাতে বসে তিনি লিখতেন। সারা দেওয়াল ভর্তি আলমারি, তাতে অসংখ্য বই। সন্দীপ-বাবু অহনা আর দেবকে বললেন যে তার থেকে যে যে বইগুলি তাদের পছন্দ সেগুলি বেছে নিতে, তাদের নিজেদের জন্যে। ওরা দুজনেই একটি করে বই বেছে নিল। সেটিও একটি পরম পাওয়া।

এদিকে রাত বেড়েই চলেছে। প্রায় বারোটা বেজে গেল। আমরা ওঠবার কথা বলতে সন্দীপ-বাবু বললেন আরও একটু বসে যেতে। আর দেরি করলে এরপরে আর ট্যাক্সি পাব না বলে শেষ পর্যন্ত কিছু বাদে বুকভরা সুখস্মৃতি নিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

আমাদের এই বিরল অভিজ্ঞতার কথা অনেকদিন আগেই আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু অসুবিধার কারণে সেটা এতদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবারে প্রথম সুযোগে-ই তাই এখানে, প্রতীচী-র পাঠকদের সঙ্গে, আমাদের অভিজ্ঞতাকে ভাগ করে নিতে পেরে এখন খুব-ই ভাল লাগছে।

আমার ইস্কুলের কথা

অমরনাথ সান্যাল

আমি ইস্কুলে পড়তাম, সে অনেক কাল আগের কথা। আমার বাড়ি ছিল হাওড়ার রামরাজাতলায়। কাছেপিঠে তখন ছেলেদের ইস্কুল ছিল একটাই - সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইন্‌স্টিটিউশন। স্থানীয় জমিদারের নামে school। কিন্তু গ্রামের লোকেরা জানত যে এর গোড়াপত্তন করেছিলেন আর একজন জমিদার মন্মথনাথ, যাঁর ডাকনাম ছিল মোনা। তাই তারা ইস্কুলের নাম পালটে ভেঙিয়ে বলত কেদ্‌রে-মোনা ইন্‌স্টিটিউশন।

আমাদের যুগের ইস্কুলের পড়াশোনা বেশ একটু অন্যরকমের ছিল। এ কালের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া ভার। এখনকার guardian-রা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমাদের যুগের guardian-রা এ বিষয়ে ছিলেন একেবারেই care-free। ছেলেবেলায় আমাদের লেখাপড়ার চাপ ছিল খুব কম। অনেকেরই কিছুদিন পাঠশালায় পড়ার অভিজ্ঞতা আছে। অনেকেই বাড়ীতে পড়াশুনো করে অনেক উঁচু class-য়ে গিয়ে ভর্ত্তি হত। ইস্কুলে দিয়ে আসার বা নিয়ে আসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। স্কুল-ব্যাগ ছিল না, সবাই বই-পত্র বগলদাবা করে, পকেটে রবার-পেন্সিল নিয়ে হেঁটে ইস্কুলে যেত। কেউ কেউ অনেক দূরের ইস্কুলে পডত, তারা যেত বাসে করে। তবে সচরাচর সঙ্গে কেউ থাকত না। সব চেয়ে বড কথা আমাদের monitor করার কেউ ছিল না। তার সুযোগ নিয়ে আমরাও উদ্দাম জীবন-যাপন করতাম, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘুরে বেডাতাম, লোকের বাগানে ঢুকে আম-কাঁঠাল চুরি করে খেতাম। বিশেষতঃ গ্রীষ্মের ছুটিতে আর পূজোর ছুটিতে। কিন্তু ছুটির task দেওয়া থাকত, সে গুলো complete করে না নিয়ে গেলে কপালে বকুনি জুটত। বাসের রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে আমি চাপা পডে যেতে পারি, এই ভয়ে আমার বাবা আমাকে ইস্কুলেই ভর্ত্তি করেন নি। বাড়ীতেই মা-বাবা আমাকে পড়াতেন। আর বাড়ীর কাছেই আমি বুজুকাকার কাছে পডতে যেতাম। তাঁকে বলা ছিল আমাকে class VI-য়ে ভর্ত্তির যোগ্য করে তুলতে। ততদিনে বাবার হিসেবে আমার class V-য়ে পডার কথা। সমবয়স্ক বন্ধুরা সবাই ইস্কুলে পডে। অথচ আমি ইস্কুলে যাই না। তাই আমারও একটু লজ্জা করত। শেষকালে মা-বাবার অনুমতি নিয়ে আমি নিজেই একদিন ভর্ত্তি হবার জন্যে ইস্কুলে চলে গেলাম। সেদিনটা ছিলো ১৯৪৯-সালের ৫-ই জুলাই। class-V-য়ে ভর্ত্তি হবার জন্যে লাগবে চার টাকা ন-আনা। মা আমাকে টাকাটা বুক-পকেটে ভরে দিলেন, সেই সঙ্গে টিফিন খাবার জন্যে এক আনা। প্রথম দিনে আমি ইস্কুল শুরু হবার একটু পরে পৌঁছলাম। বাবার লিখে দেওয়া application-টা হাতে নিয়ে গট্‌গট্ করে আমি Headmaster-মশায়ের ঘরে ঢুকে গেলাম (তখনও পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হবার কোন form ছিল না) । বললাম আমি ভর্ত্তি হতে এসেছি। বলে application-টা তাঁর হাতে

দিলাম। Headmaster-মশাই আমার বাবাকে খুব ভালই চিনতেন। আগে এই ইস্কুলেই তিনি বেশ কিছুদিন চাকরি করেছেন। Application-টা হাতে নিয়ে বললেন, ও তুমি তারুবাবুর ছেলে (তারকব্রহ্ম)। তা তোমার বাবা সঙ্গে এলেন না কেন? আমি বললাম, বাবার সময় হচ্ছে না, মা তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। Headmaster-মশাই বললেন কোন class-য়ে ভর্ত্তি হবে? আমি বললাম, class V-য়ে। আমার বাবার ছোটোমামা নন্দগোপাল ভাদুড়ী তখন ঐ ইস্কুলের প্রবীন শিক্ষক। তিনি তাঁকে ডেকে নিয়ে বললেন, তারুবাবু ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নিজে আসার সময় করতে পারেন নি। class V-য়ে ভর্ত্তি করাতে চান। একটু দেখে নিন - এইটুকু ছেলে, class V-য়ে পারবে? আমি তো বলি class-IV হলেই ভালো ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি তুমি class V-য়ে পারবে? আমি খুব confidently বললাম, পারব। তখন কোন প্রশ্ন না করেই আমাকে class V-য়েই ভর্ত্তি করে নেওয়া হল। Headmaster-মশাই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে class-room-য়ে বসিয়ে দিলেন। সেই থেকে আমার ইস্কুলে পডা শুরু।

মা সরস্বতীর দয়ায় আমি ওঁদের মান রাখতে পেরেছিলাম। যদিও class-য়ের মধ্যে আমি ছিলাম সকলের চেয়ে ছোটো, কিছুদিনের মধ্যেই বেশীর ভাগ বন্ধুকে হারিয়ে দিয়ে আমি high profile-য়ে ঢুকে পডি। প্রথম বারেই আমি first division marks পেয়েছিলাম, class VI-য়ে গিয়ে অঙ্কে first হয়েছিলাম, সব মিলিয়ে sixth, আর class VII থেকে third হতে শুরু করলাম। আর সেই সঙ্গে অঙ্কে first তো বাঁধা।

সে যুগের মাষ্টারমশাইরা নানাভাবে ছেলেদের পীড়ন করতেন - physical এবং mental দুরকমেরই। Guardian-রাও এটা সমর্থন করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে একটু শাসনে না রাখলে ছেলে-পুলেরা বিগড়ে যায়। নীচু class-য়ে আমাদের সব চেয়ে ভয় লাগত অদ্বৈতবাবুকে। আমি অবশ্য কোনদিন তাঁর হাতে মার খাই নি। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই হয়েছিল, কারণে এবং অকারণে। উনি পড়া পারলেও মারতেন, না পারলে তো কথাই নেই। এ সম্বন্ধে একটা গল্প আমাদের মুখে মুখে ছিল। প্রাণকৃষ্ণ বাবুর ছেলে অহীনকে উনি private পড়াতেন। অহীন আমার চেয়ে এক class নীচে পড়ত। প্রথম দিনেই উনি পড়া ধরতে শুরু করলেন। অহীন ভাল ছেলে, class-য়ে first হয়। সে সবকটা প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে দিল। তখন অদ্বৈতবাবু অহীনকে একটা চড় মারলেন। অহীন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, আমাকে মারলেন কেন স্যার, আমি তো সবই পারলাম। অদ্বৈতবাবু স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, তাতেই এই। ভেবে দ্যাখ্ না পারলে কি হত। নীচু class-য়ে আর একজন স্যারকে আমরা খুব ভয় পেতাম। তাঁর নাম ছিল ছোট-মন্মথবাবু। ছেলেবেলায় বাজি তৈরি করতে গিয়ে তাঁর ডানহাতের কব্জি থেকে বাকিটা উড়ে যায়। সেই জন্যে ছেলেরা তাঁর নাম দিয়েছিল হাতকাটা মন্মথবাবু। ছেলেদের শাসন করার কাজে ঐ কাটা হাতটাই উনি অস্ত্র হিসেবে ব্যাবহার করতেন, পড়া না পারলে কিম্বা দুষ্টুমি করলে ঐ হাত দিয়ে পেটে খোঁচা মারতেন। একবার আমিও খোঁচা খেয়েছিলাম। অবশ্য পড়া না পারার জন্যে নয়, class-য়ে গোলমাল করার জন্যে। আমি চেঁচামেচি করছিলাম, স্যার যে class-য়ে ঢুকে পড়েছেন আমি দেখতে পাই নি। একবার খোঁচা খাওয়ার পরেই আমি সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম।

আর একজন মাষ্টারমশাই ছিলেন বিশ্বনাথবাবু। প্রথম মাষ্টারিতে ঢোকার সময়ে ছেলেরা তাঁকে বলত বিশদা। ঐ নামটাই আমাদের সময় পর্য্যন্ত চলে আসছিল। কিন্তু নামটা Sir খুব অপছন্দ করতেন, কারণ আমরা ছিলাম তাঁর ছেলের বয়সী। ওঁর শাস্তি দেবার পদ্ধতিটা ছিল অদ্ভুৎ রকমের।

স্যার খুব নস্যি নিতেন। কোন ছেলে দুষ্টুমি করলে উনি তার মুখে নিজের মুখটা ঘষে দিতেন, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী duration-টা নির্ভর করত। একবার তাঁর class-য়ে ঢোকবার মুখে আমরা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলাম উনি আসছেন কিনা। ওঁকে দেখেই আমরা বন্ধুদের দিকে মুখ করে বললাম, এই বিশদা আসছে। আমি সামনে ছিলাম, তাই Sir শুধু আমাকেই trace করতে পারলেন। class-য়ে ঢুকেই আমাকে বললেন, কাছে এসো, চাঁদমুখে চুমু খাই। বলে কয়েক মিনিট ধরে আমার মুখে মুখটা ঘষলেন, আমি ঘন ঘন হাঁচতে শুরু করলাম। তারপরে বললেন, বিশদা, এর পরে বাপের কোলে চড়ে বাপকে বলবে বাপদা। এই বলে আমার পিঠটা নীচু করে তার ওপরে মারলেন একটা থাপ্পড়। একটু উঁচু class-য়ে গিয়ে আমরা সম্মুখীন হলাম ভোলানাথবাবুর (দত্ত)। পড়া না পারলে কিম্বা দুষ্টুমি করলে তিনি খড়ি ছুঁড়ে মারতেন। অভ্রান্ত ছিল তাঁর লক্ষ্য - উদ্দিষ্ট ছাত্রের ঠিক কপালে গিয়ে লাগত। তখনকার খড়ি এখনকার মত ছিল না। সবই বড় বড় ড্যালা। লিখতে লিখতে ক্ষয়ে গিয়ে বিভিন্ন size-য়ের। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী স্যার খড়ির size বেছে নিতেন। অপরাধ অনেক বেশী হলে তিনি খড়ি ছোঁড়ার বদলে চিমটি কাটতেন। অপরাধীকে বেঞ্চি থেকে উঠে Sir-য়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হত। স্যার মুখে বলতেন- I shall give you such a pinching that you will be jumping. প্রকৃত পক্ষে তাই ঘটত।

আরও উঁচু class-য়ে আসতেন হেমন্তবাবু - তিনি পড়াতেন ইংরেজি। তাঁর পড়ানো খুব সুন্দর ছিল কিন্তু পান থেকে চুন খসলেই মার। পড়া না পারলে মাথায় পড়ত duster-য়ের বাড়ি, আর দুষ্টুমি করলে জুটত গাঁট্টা। সেই গাঁট্টা আবার তিন রকমের ছিল - ঝাল গাঁট্টা, টক গাঁট্টা, আর মিষ্টি গাঁট্টা। জোরালো শাস্তি দিতে ঝাল, মাঝারি হলে টক, আর লঘু হলে মিষ্টি গাঁট্টার ব্যাবস্থা ছিল। একটা উদহরণ দিচ্ছি। স্যার বললেন আমি গোড়ার থেকে শুরু করব, রামেরা চার ভাই এর ইংরেজি খাতায় লিখে আন। কিছুক্ষণ পরে সব খাতা জমা পড়ল। সব চেয়ে খারাপ উত্তরটা ছিল - Rams are four brothers -তারা খেল প্রত্যেকে একটা করে ঝাল গাঁট্টা। আর একটা উত্তর এল - Father of Rama had four sons- তারা খেল টক গাঁট্টা। আমরা লিখলাম- Rama has three brothers - আমরাও টক গাঁট্টাই খেলাম, তবে একটু হাল্কা ধরণের। একা গোবিন্দ লিখল Rama and his brothers are four in number - ইংরেজিটা স্যারের পছন্দ হল, সে খেল মিষ্টি গাঁট্টা (এই গোবিন্দ পরে IAS হয়েছিল)। আসলে ইংরেজিটা কি হবে তা কিন্তু আমি আজও জানি না।

আমাদের Headmaster মশাই খুব রাশভারি লোক ছিলেন। তাঁকে দেখলেই সবাই ভয় পেত, আবার তাঁকে ভালও বাসত। তিনি কাউকে হাত দিয়ে মারতেন না। জোরালো অপরাধ হলে হাত পাততে হত, তাতে পড়ত ছিপটির বাড়ি, নইলে তাঁর উপদেশ শুনেই নিষ্কৃতি। তিনি ছিলেন বর্ধমানের লোক, তাঁর একটা common dialogue ছিল - যদি পড়াশুনাই না করবা তো ইস্কুলে আসা কেনে? তিনি আমাদের class X-য়ে ইংরেজি পড়াতেন। অঙ্ক আর ঐচ্ছিক অঙ্ক পড়াতেন ভূপতিবাবু। তিনি ছিলেন Asst. Headmaster। তিনি কোনদিন মারধোর করতেন না, অথবা বলা যায় তাঁর মারধোর করবার দরকারই হত না। তাঁর class-য়ে কোন গোলমালই হত না, এত সুন্দর ছিল তাঁর পড়ানো আর ব্যাক্তিত্বের রূপ। অঙ্কের মাস্টারমশাই নিতাইবাবু আর ইংরেজির মাস্টারমশাই নন্দবাবুও ছিলেন এইরকম। নিতাইবাবুই আমার অঙ্কের ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন আর ইংরেজি যেটুকু শিখেছি সবই নন্দবাবুর কাছে। তিনি ছিলেন খুব রসিক লোক, আর মস্ত বড় ভক্ত। এ ছাড়া তিনি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন।

আমার দুই কাকা আমার সঙ্গেই পড়ত। রামকাকা আর গনেশকাকা। প্রথম জন নন্দবাবুর ভাইপো আর দ্বিতীয় জন তাঁর ছেলে। রামকাকা আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়, কিন্তু বরাবর আমার সঙ্গেই পড়ত। আর গনেশকাকা দু বার ডিগবাজি খেয়ে class IX-য়ে এসে আমাদের সঙ্গী হল। ও আমার চেয়ে ছিল পাঁচ-ছ বছরের বড়।

নন্দবাবু class-য়ে ঢুকেছেন। গনেশকাকা যথারীতি কোন পড়াই পারে নি। তখনকার প্রশ্নোত্তর পর্বটা ছিল এই রকম - প্রশ্ন: বাবার নাম কি? উত্তর: শ্রী নন্দগোপাল ভাদুড়ী। প্রশ্ন: বাবা কি করেন? উত্তর: ইস্কুলে মাষ্টারি করেন। প্রশ্ন: কোন ইস্কুলে? উত্তর: কেদারনাথ ইন্স্টিটিউশনে। এবার নন্দবাবু বললেন, বাড়ী গিয়ে বাবাকে বলবে ছেলেকে একটু দেখতে। আমরা সবাই হাসতে শুরু করলাম। এরপর শুরু হল রামকাকার পালা - treatment-টা একই ধরণের কিন্তু কথাগুলো একটু অন্যরকম। তাতেও আবার হাসির রোল উঠল।

কাউকে না বকলেও তিনি খুব চাপ সৃষ্টি করতেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। Class VIII-থেকে আমি নন্দবাবুর কোচিঙে পড়তাম। যখন আমরা class X-য়ে তখন সেখানে সাকুল্যে ছাত্র-ছাত্রী ছিল সতেরো জন - তেরজন ছেলে আর চারজন মেয়ে। দুটো ঘর জুড়ে সতরঞ্চি পেতে বসত আসর। আমরা সবাই ছিলাম একই ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। মেয়েদের মধ্যে first হত কৃষ্ণা, সে ইংরেজিতে ছিল আমার চেয়ে অনেক ভাল। আমার করা ইংরেজির task-গুলো উনি প্রাথমিকভাবে correction-য়ের জন্যে কৃষ্ণাকে দিতেন। তারপরে উনি আবার দেখে দিতেন। ও আবার অঙ্কে ছিল আমার চেয়ে অনেক কাঁচা। ও যে অঙ্কগুলো পারত না সে গুলো উনি আমাকে কষতে দিতেন। আমাদের দু জনেরই prestige-য়ে লাগত। কিন্তু একট গৌরবের বিষয় ছিল এই যে আমরা দু জনেই কোচিঙে asst. teacher-য়ের ভূমিকা নিতাম। তাই অন্যদের আরও বেশী prestige-য়ে লাগত। প্রসঙ্গতঃ একমাত্র কৃষ্ণাই মেয়েদের মধ্যে first division-য়ে পাস করেছিল। পরে সে দার্জিলিঙের একটা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা হয়।

তখনকার সংস্কৃতের পন্ডিতরা ছিলেন ভয়াবহ। class VIII-য়ে পড়াতেন আদিত্যবাবু। প্রফুল্ল (কেশববাবুর দেওয়া নাম পেটফুল্ল, যেহেতু ওর পেটটা একটু ফোলা ছিল) নর-শব্দের রূপ বলতে গিয়ে পঞ্চমীর একবচনে নরাৎ পর্য্যন্ত বলে থেমে আছে, আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছে। পাশ থেকে মৃদুস্বরে ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে রমাপদ। আদিত্যবাবু সড়াৎ করে চেয়ার থেকে নেমে এসে ওকে কান ধরে আকর্ষণ করে একটা চড় মারলেন। বললেন, হ্যাঁ রে তুই নর-শব্দের রূপটা পর্য্যন্ত জানিস না, ইস্কুলে আসিস কেন? কল-কারখানায় কাজ শিখতে যা। তার পরে রমাপদর কানটা মলে দিলেন। ও যে প্রফুল্লকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছিল সেটা আদিত্যবাবুর চোখ এড়ায় নি।

নির্মল পন্ডিত উঁচু class-য়ে সংস্কৃত পড়াতেন, আবার বাংলা ব্যাকরণও পড়াতেন। আমি 3rd বেঞ্চিতে বসে আছি। আমার দু পাশে বসত উদ্ধব আর তারাকিশোর, আত্মরক্ষার্থে। যথারীতি ওরা পাশে বসে আছে। নির্মলবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কুকুরের তৎসম কি বল। আমি বললাম, কুক্কুর। তখন (ইচ্ছে করে অপদস্থ করার জন্যে) উনি উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেন, পুকুরের তৎসম কি? উদ্ধব উত্তরটা জানত না। আমার উত্তর শুনে বুদ্ধি খাটিয়ে ও বলল, পুক্কুর। নির্মলবাবু বললেন, ওরে বোকা ওটা পুক্কুর নয়, পুষ্করিণী। তার পর তারাকিশোরকে বললেন, এই দুপুরের তৎসম কি বল। তারাকিশোর আমাকে follow না করে নির্মলবাবুকে follow করতে গেল- বলল, দুষ্পরিনী। এই শুনে, নির্মলবাবুর এমন হাসি পেয়ে গেল যে ঘন্টা পড়া পর্য্যন্ত উনি হাসতেই থাকলেন। সেই সঙ্গে আমরাও হাসতে

শুরু করলাম। ঘন্টা পড়তে পন্ডিতমশাই হাসতে হাসতেই বিদায় নিলেন। যাবার সময়ে তারাকিশোরকে বলে গেলেন, ওরে গাধা, ওটা হবে দ্বিপ্রহর, দুপ্পরিনী বলে কোন শব্দ হয় না। Class-টা হাসির আসরে পরিনত হওয়ার ফলে আমার দুই বন্ধু সে যাত্রা মারের হাত থেকে বেঁচে গেল।

আমাদের সময়ে December মাসের গোড়ায় পরীক্ষা হত, শেষের দিকে class-য়ে ওঠাউঠি হত আর January মাস থেকে নতুন বছর শুরু হত। তার কদিন পরেই হত সরস্বতী পূজো। তাই এই পূজোটা আমরা খুব উপভোগ করতাম। ইস্কুল খোলার পর থেকে ঘন ঘন meeting হত, সেই সুত্রে 5th. period-য়ের পর থেকে ছুটি হয়ে যেত। তারপরে আমরা ইস্কুলের পেছনের মাঠে জড় হতাম। Headmaster-মশায়ের চেয়ার নিয়ে এসে দেওয়ালের দিকে মাঠের মাঝখান করে রাখত বেয়ারা বৈরাগীদা। সেই চেয়ারে headmaster-মশাই এসে বসতেন, পেছনে সারিবদ্ধভাবে এসে দাঁড়াতেন মাষ্টারমশাইরা। তারপরে সরস্বতীর বন্দনা-মন্ত্র পাঠ করতেন পন্ডিতমশাই। এরপরে শুরু হত বক্তৃতা - সরস্বতীর রূপ-বর্ণনা, আমাদের ইস্কুলের ঐতিহ্য, এই পূজোর ইতিহাস এইসবের ওপরে নন্দবাবু-প্রমুখ মাষ্টারমশাইরা নানা কথা বলতেন। সবশেষে বিশ্বনাথবাবু বক্তৃতা করতে উঠতেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা। ১৭৫৭-সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় থেকে তিনি শুরু করতেন, আর ১৯৪৭-সালের ১৫-ই আগষ্টে ভারতের স্বাধীনতা লাভে গিয়ে থামতেন। তাঁর শেষ sentence-টা ছিল এইরকম - তখন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা প্যাত্প্যাত্ করে আকাশে উড়তে লাগল। ইতিমধ্যে অনেক সময় চলে গেছে, মাষ্টারমশাইরা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন। এর পরে সরস্বতীর প্রসঙ্গে যেতেই একজন কেউ গিয়ে তাঁর কানে কানে বলতেন, একটু সংক্ষেপ করুন। বিশ্বনাথবাবু কারও কথায় কর্ণপাত না করে তাঁর বক্তৃতাকে আরও দীর্ঘায়িত করতেন। তাঁর বক্তৃতা থামলে একজন জনান্তিকে বলে উঠলেন, ঢাকের বাদ্যি থামলে ভাল - বিশ্বনাথবাবু তাঁর দিকে কট্মট্ করে তাকালেন। এবার বিভিন্ন class-য়ের monitor ঠিক করা হত, তারা কে কত টাকা চাঁদা তুলতে পারবে তার একটা commitment করত। তারপর ছুটি হত, আমরা হৈহৈ করে বেরিয়ে যেতাম। এইরকম চার-পাঁচ বার হবার পরে আসত সরস্বতী পূজোর দিন। সে দিন খুব মজা হত, সারাদিন আড্ডা হত, সকালে প্রসাদ আর দুপুরে খাবার পাওয়া যেত। বিসর্জনটাও হত জমকালো রকমের। কিন্তু বাড়ীর আপত্তিতে ঐ অনুষ্ঠানে আমি কোনদিনই যোগদান করতে পারি নি।

সেকালে school final পরীক্ষায় পাস করা বেশ শক্ত ছিল। Headmaster-মশাই বললেন, এবারে সহজে ছাড়ছি না, ছেঁকে ছেঁকে তুলব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কথা রাখতে পারলেন না। Test-পরীক্ষায় ৯৬-জনের মধ্যে ৭১-জনকে allow করতে হল। পাস করল মাত্র ২৫-জন। আমাদের বছরে record 1st. division- ছেলেদের মধ্যে পাঁচজন আর মেয়েদের মধ্যে একজন। তাই একদিন tiffin-য়ের পরে ছুটি হয়ে গেল।

আমরা school-য়ের গন্ডী ছাড়িয়ে কলেজের পথে পা বাড়ালাম। সঙ্গে থাকল school-জীবনের মধুর স্মৃতি।

বিদেহী দেবী কল্যাণং বিদেহী বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহী জয়ং দেহী যশো দেহী দ্বিষো জহী।।

মাতৃস্বরূপিণী দেবী দুর্গার পরশসিক্ত
আশীষে ধন্য হোক সবাই

শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা ও শুভ বিজয়ায় সকলকে জানাই
আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

DESI SPICE
Indian Cuisine
Midtown Promenade Shopping Center

931 Monroe Drive, Suite C-202
Atlanta, GA 30308
(404) 872-2220
(404) 876-7777
www.desispiceatl.com

LUNCH
Monday - Friday
11:30am - 2:30pm
Saturday
12Noon - 2:30pm

Above Midtown Cinema

Dinner
Monday - Thursday
5:30pm - 10:30pm
Friday & Saturday
5:30pm - 11:00pm
Sunday
5:30pm - 10:00pm

Serving Atlanta since 1983 (Formally "Touch Of India Restaurant")
owner - Manab Roy

সমালোচক

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

ট্রেনে উঠেই স্নিফার ডগের মতো কামরাটাকে শুঁকছিল অনুপ। চোখ ঘুরছে বনবন। একটা পছন্দসই সিট খুঁজে বের করতেই হবে। এক্ষুণি। দমদম এসে গেলে হুড়ুদ্দুম ভিড় হয়ে যাবে, দখলটা নিতে হবে তার আগেই।

ঠিক তখনই চেনা গলার ডাক, --- অ্যাই অনুপ, এদিকে আয়... এখানটায়।

অনুপ ঘুরে তাকাল। রজত। স্কুলের বন্ধু। সেলস্ লাইনে ঘষটাচ্ছে এখন। চষে বেড়ায় গোটা নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট। নিত্যযাত্রী হওয়ার সুবাদে ইদানীং মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে যাচ্ছে রজতের সংগে। বেড়ে জায়গাটা আজ ম্যানেজ করেছে ব্যাটা! হাওয়া ফুরফুর জানলার ধার। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে ওঠার সুবিধেটুকু ব্যাটা উশুল করে নিচ্ছে ষোলোআনা।

অনুপ দেঁতো হেসে রজতের সামনে গেল। সিটে তিনজন আছে, চেপেচুপে বসে পড়ল রজতের পাশটিতে। আলগা ভাবে বলল, --- তুই আজ কোথায় নামছিস?

--- আজ কল্যাণী। পেছনে উঠলে সুবিধে হয়, তাই আর আগে গেলাম না। কোলের ব্রিফকেসখানা খুলে খবরের কাগজ বার করল রজত, --- তুই আজ এই কামরায় যে বড়? তোর তো ঠেক আরও সামনে? ভেন্ডারের আগেরটায়?

--- বেরোতে আজ লেট হয়ে গেল রে। তার ওপর শালা বাসটাও এল এমন ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে। অফিসটাইমেও শালাদের খাঁই মিটতে চায় না, যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার তুলছে... ট্রেনটাই মিস করে যেতাম। কোনোরকমে ছুটতে ছুটতে...

--- তার মানে আজ তোর তাসখেলা গন?

--- অগত্যা।

বুকপকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়গলা মুছল অনুপ। ঝলক দেখে নিল পাশের সহযাত্রিণীটিকে। মাঝবয়সী। রাগী রাগী দিদিমণি টাইপ চেহারা। ভুরু বেশ কুঁচকে আছে, বসতে অসুবিধে হচ্ছে বোধহয়। কেন যে লেডিজ কম্পার্টমেন্ট থাকতে এরা জেনারেলে এসে গুঁতোয়! ইচ্ছে করে বডিটাকে সিটের আর একটু ভেতরে ঢুকিয়ে দিল

অনুপ। ডানহাতখানা ছড়িয়ে দিয়েছে রজতের কাঁধের পিছনে। চোখ জানলায়। শহরতলির শোভা দেখছে।

দমদম আসতেই সেকেন্ডের মধ্যে ভরে গেল কামরা। সিটের মাঝের প্যাসেজগুলোতেও সেঁধিয়ে গেছে লোকজন। বাজপাখির চোখে দেখছে কোথায় একটু পাছা ঠেকানো যায়।

তার মধ্যেই দিব্যি খবরের কাগজ গিলে যাচ্ছে রজত। নির্বিকার মুখে। ট্রেন নড়ে উঠতেই কনুইয়ের খোঁচা মারল একটা, --- এই, নিউজটা দেখেছিস?

--- কী রে?

--- এক গভর্নমেন্ট অফিসার ধরা পড়েছে। সেন্ট্রালের। ব্যাটা ঘুষ নিতে যাচ্ছিল, হাতেনাতে পাকড়াও।

--- কোথায়? কলকাতায়?

--- ইয়েস। খোদ ক্যাপিটালে। হাই র‍্যাংকের ইঞ্জিনিয়ার। ঠিকাদারকে কন্ট্র্যাক্ট পাইয়ে দেবে বলে তিন লাখ চেয়েছিল। ঠিকাদারটিও তেমনি খচ্চর, নোটও এনেছে, এদিকে সিবিআইকেও নেড়ে দিয়ে এসেছে। ব্যস্, অন দা স্পট ক্যাঁক।

টাকার বদলে এখন লপ্‌সি খা আর ঘানি ঘোরা।

--- ছাড় তো। থোড়াই শাস্তি হবে। ঠিক জাল কেটে বেরিয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ, হাইফাই ইঞ্জিনিয়ারের হাই অ্যামাউন্ট খসবে, এই যা।

--- আরে না। সিবিআইকে ম্যানেজ করা অত সহজ নয়। আচ্ছা আচ্ছা মিনিস্টারদের ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেয়।

--- রাখ তো। সিবিআই ফিবিআই সব জানা আছে। কেউ স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু নয়। অনুপ ঠোঁট বেঁকাল, --- আমাদের অফিসের অনিমেষবাবুর ভায়রার কেসটা তো দেখলাম।

--- কী কেস?

--- সেম। ঘুষ। খবরটা সব কাগজে বেরিয়েছিল। ফ্রন্টপেজ নিউজ। একটা পেপারে তো ছবিও ছাপা হয়েছিল। হাতে হাতকড়ি বাঁধা সরকারি অফিসার।

--- মনে হচ্ছে যেন দেখেছি। কবে বল তো?

--- তা প্রায় বছর চারপাঁচ।

--- ঘটনাটা বল।

--- সে এক কেলোর কেলো। লোকটা হেবি চালাক ভাবত নিজেকে, বুক ফুলিয়ে নোট খেত। পার্টিদের ওপর রীতিমত টর্চার করত বলতে পারিস। তো এক পার্টি দিল ভিজিলেন্স লেলিয়ে। ভিজিলেন্সের হাতে লোকটা লিটারেলি কট্ রেড হ্যান্ডেড।

--- কী রকম?

--- নোটের বান্ডিলে কী সব যেন কেমিকাল মাখিয়ে দিয়েছিল ভিজিলেন্স। ওৎ পেতে বসেছিল স্পটে। যেই না বাবু নোটের তাড়া হাতে নিয়েছে, ওমনি ছদ্মবেশী গোয়েন্দারা খপ, চেপে ধরেছে হাত। তারপর টানতে টানতে নিয়ে যেই না হাত চুবিয়ে দিয়েছে জলে, সংগে সংগে জল লাল। ব্যাপারটা বুঝলি তো?

--- হুম্, কেমিকাল রিঅ্যাকশান।

--- অ্যাট দা সেম টাইম নোটের ওপর বাবুর হাতের

ছাপটি পার্মানেন্ট রয়ে গেল। আর পালাবার পথ নেই। জানিস তো ব্যাটা খুব ভুগেছে। তিন তিন বার জামিনের পিটিশান রিজেক্ট করে দিয়েছিল কোর্ট। টানা চার সপ্তাহ পুলিশ কাস্টডিতে ছিল ভায়রাবাবুটি। পুলিশ কাস্টডি মানে বুঝছিস তো, চুটিয়ে হাতের সুখ করেছে পুলিশ।

--- সে কী রে? পুলিশ পেটাল? গভর্নমেন্ট অফিসারকে?

--- কারণ ছিল। অ্যারেস্ট হওয়ার পর পুলিশকে নাকি খুব শাসিয়েছিল ব্যাটা। পুলিশ হাজতে বসেও কপচাত খুব। এই মন্ত্রীর সংগে নাকি তার দহরম মহরম আছে, ওই মিনিস্টারের পিএ নাকি তার এক বোতলের ইয়ার....। ওই বুকনি শুনে লোকে পুজো করবে? আরও আছে। ভিজিলেন্সের লোক কোমরে দড়ি বেঁধে নাকি ভায়রাবাবুকে নিয়ে গিয়েছিল তার ঘ্যামচ্যাক ফ্ল্যাটে। সেখানে বাথরুমেও নাকি কালার টিভি। ভাব তুই সিচুয়েশানটা? পাড়াপড়শি হাসাহাসি করছে, আত্মীয়স্বজন ছ্যা ছ্যা করছে....লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলের কী বেইজ্জতি! আমাদের অনিমেষবাবু তো দু হাত তুলে নেচেছিলেন। বলতেন অঘটন আজও ঘটে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। অনিমেষবাবুদের নাকি খুব হ্যাটা করত ওই ভায়রাভাই। ইন্‌ফ্যাক্ট পয়সার গুমোরে কোনো রিলেটিভকেই নাকি পাত্তা দিত না বিশেষ। এক ধাক্কায় লপচপানি খতম, মাথা একেবারে গোবরে। অনুপ থামল একটু। থেমেই রইল। তারপর ঠোঁটে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বলল, --- তা সেই ভায়রাবাবুটির এখন কী হাল আন্দাজ কর তো?

রজত একটু ভেবে নিয়ে বলল। --- কোর্টে নিশ্চয়ই কিছু প্রমাণ করা যায়নি? উকিল লাগিয়ে হয়কে নয় করে দিয়েছে?

--- তোর মাথা। কেস কোর্টেই ওঠেনি। কায়দাকানুন করে হাইকোর্ট থেকে বেল পেয়েছিল, তারপর থেকে দু হাতে রজতমুদ্রা ছড়িয়েছে। কেস এখন আন্ডার ধামা। এবং খোদ মন্ত্রীর র্নিদেশে সাসপেনশান উইথড্রন, তিনি আবার বহাল তবিয়তে চাকরিতে। আবার গুলি ফোলাচ্ছেন, তেল ঢালছেন, আবার শুরু হয়েছে হম্বিতম্বি। তবে এবার খানিকটা রেখেঢেকে। কোথায় কোথায় বেলপাতা চড়াচ্ছে গেস করতে পারছিস নিশ্চয়ই।

--- হুম্‌, করাপ্‌শান। চরম দুর্নীতি। দেশটা চোর--- ডাকাতে ভরে গেল। ফ্রম টপ টু বটম্‌। রজত খবরের কাগজটা মুড়ে রাখল, --- আমিও সেদিন একজনের কথা শুনছিলাম। সে এক পিকিউলিয়ার ঘুষখোর। সে আবার জিনিসগুলো তার ঘরে নিয়ে যায় তা নয়, অফিসেই লোক ফিট করা আছে, তার থ্রু দিয়ে সব বিক্রি করে টাকাটা নেয়। আর একজন তো শুনলাম পার্টির কাছ পাওয়া ডায়েরিও বেমালুম বেচে দেয় বাজারে।

--- ছ্যাঁচড়া, ছ্যাঁচড়া, গভর্নমেণ্টের লোকগুলো সব রাম ছ্যাঁচড়া।

--- শুধু গভর্নমেণ্টের লোকদের কেন দোষ দিচ্ছেন ভাই? প্রাইভেটের লোকরা বুঝি সাধুসন্ত? সামনে দাঁড়ানো বুড়ো লোকটা ফস করে নাক গলিয়েছে কথায়, --- সেখানে চুরি হচ্ছে না? ঘুষ চলছে না?

--- তা তো বলিনি দাদা। অনুপ হাসল একটু, --- দু নম্বরি তো সর্বত্রই। গভর্নমেণ্ট হলে একটু বেশি এই যা।

--- বেশি কম বুঝি না। যেখানে সুযোগ আছে, সেখানেই হাত্তাবাজি চলছে। কটা বিজনেস লোন কাটমানি ছাড়া মেলে ভাই? কোন প্রাইভেট অফিসে অর্ডার ধরতে পয়সা ছড়াতে হয় না? বিল আদায় করতে গেলেও তো গান্ধিজির মুখ

দেখাতে হয়, ঠিক কী না?

--- তা বটে। রজত মাথা দোলাল, --- আমাকেও তো ডিস্ট্রিবিউটারদের তুষ্ট রাখতে গাঁটের কড়ি খরচা করতে হয়। বড় কোম্পানি তো নই, যে পারে স্কুইজ করে। পারসোনাল গিফ্‌ট, হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো.....এও তো কাইন্ড অফ ঘুষ।

--- যার যেটুকু ক্ষমতা আছে, তাই খেলিয়ে এক্সট্রা কামাই করছে। সরকারি বেসরকারি, রাজনীতির জগৎ, সমাজসেবা....সব কিছুতেই এখন টাকার খেল।

--- আর সাফার করছি আমরা। সাধারণ মানুষ। শুধু বেআইনি টাকার লেনদেন বন্ধ করা গেলেই কত সামাজিক অপচয় রুখে দেওয়া যায়। কন্ট্রাক্টরকে যদি কাটমানি না দিতে হয়, রাস্তাঘাট হয়তো একটু ভাল করে বানাতে পারে। ব্যবসায়ী ঘুষ না দিলে জিনিসপত্রের দাম হয়তো একটু কমে.....

--- এটা কি একটু বেশি আশা হয়ে যাচ্ছে না ভাই? যারা নাফা ছাড়া বোঝে না, তারা তো ওটাকে কামাইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নেবে।

--- কী জানি। আমার তো মনে হয়......

গরমগরম আলোচনার মাঝেই একের পর এক স্টেশন পেরোচ্ছে ট্রেন। একদম শেষে বলে এ কামরা থেকে নামছে অনেক, উঠছেও নেহাত কম নয়। রাগীমুখ দিদিমণি নেমে গেল ইছাপুরে, তার জায়গায় জমিয়ে বসল দন্ডায়মান তার্কিক।

লোকটা অল্প অল্প ঠেলছে অনুপকে, আয়েশ করে বসার জন্য। অনুপও বসে আছে চেপে, এক কণা জায়গা ছাড়তে সে রাজী নয়।

কামরায় আনাগোনা করছে হকাররা। মানুষের জঙ্গল ভেদ করে। তাদের বিচিত্র চিৎকারে কোলাহল আরও সরগরম। কল্যাণী থেকে উঠল এক ছোকরা চাওয়ালা, ভিড় ঠেলে সেও এসেছে এপাশে। হাতে ঝোলানো উনুনে চা ঢেলে দিচ্ছে প্লাস্টিকের কাপে, খাচ্ছে কেউ কেউ।

রজত জিগ্গেস করল, --- কী রে, গলা ভেজাবি নাকি?

উত্তর না দিয়ে অনুপ বলল, --- লক্ষ কর বদমাইশিটা। এখানেও কেমন টাকার খেলা চলছে !

--- কোথায়? কীরকম?

--- রেল কোম্পানি ট্রেনে সিগারেট খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে, কেউ ধোঁয়া ছাড়লেই খপ করে ধরবে, আমরা কেউ খাচ্ছিও না.। কিন্তু ট্রেনে দাহ্যবস্তু ক্যারি করাও তো বেআইনি, অথচ চাওয়ালা দিব্যি চা নিয়ে ঘুরছে কী করে? নির্ঘাত রেলের লোকদের টাকা দিয়ে...

--- যাক্‌গে, গরীব মানুষ নয় দু চার পয়সা কামালই।

--- না না, এটা নীতির প্রশ্ন। যেদিন থেকে ট্রেনে চা খাওয়া বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে কামরায় সিগারেট খাওয়া ছেড়েছি আমি, আর এদিকে কিনা...

রজত হেসে বলল, --- তাহলে আমি একাই চা খাই?

--- খা।

রজত চা নিল। দেখাদেখি পাশের তার্কিকও। ছোট্ট চুমুক দিয়ে লোকটা বলল, --- চুনোপুঁটি মেরে লাভ কী ভাই? রাঘব--- বোয়ালরা যখন খেলে বেড়াচ্ছে... আজকে খেলার

পেজে নিউজটা দেখেছেন? রজতের চোখ টেরচা হল, --- কী আছে বলুন তো?

--- বেটিং কেলেংকারি। যে সব ক্রিকেটারদের আমরা মাথায় করে নাচি, তারা কেমন টাকা খেয়ে দেশকে ডুবিয়ে দিচ্ছে !

--- ছাড়ুন তো। দেশপ্রেম টেশপ্রেম এখন ভেগ টার্ম। কোথাও কোনো মরালিটি নেই......

আবার জমে উঠেছে তর্ক। চলছে বাদানুবাদ। মতামত জাহির। দেখতে দেখতে কল্যাণী স্টেশন এসে গেল। হাতমুখ নেড়ে কথা বলতে বলতে ট্রেন থেকে নামল অনুপ আর রজত। চলেছে প্ল্যাটফর্মের পিছন পানে।

হঠাৎই সামনে এক কালো কোট।

অনুপের দিকে হাত এগিয়ে এল, --- টিকিট?

বুকটা ধড়াস করে উঠল অনুপের। প্রাণ পণ চেষ্টায় গলা অকম্পিত রেখে বলল, --- মান্থলি।

--- কাইন্ডলি দেখাবেন একটু।

অনুপের হৃৎকম্প বেড়ে গেল। অসহায় চোখে দেখল রজত এগিয়ে গিয়েছে খানিকটা। সেদিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল একবার।

কালো-কোট গন্ধ পেয়ে গেছে। একটু কড়া গলাতেই বলল, --- কী হল, বার করুন।

দুর্বল হাতে পিছনের পকেট থেকে পার্স বের করল অনুপ। খাপে রাখা মাসিক টিকিটখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, --- ডেটটা মানে.....

--- এ কী! এ তো পনেরো দিন আগে ল্যাপস্ করে গেছে !

--- মানে কদিন অফিসে আসিনি তো..। মরিয়া হয়ে মিথ্যে বলল অনুপ, --- আজ তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়লাম....এখনই করিয়ে নিচ্ছি।

--- ওই সব কায়দার কথা অন্য জায়গায় মারবেন। আপনাদের ট্যাক্‌টিক্স আমরা জানি। প্রত্যেক মাসে কটা দিন এক্সট্রা খাইয়ে দেওয়া, অ্যাঁ?

--- বিশ্বাস করুন, প্রতি মাসেই টাইমে কাটি। এবারেই.....

--- পুরোন মান্থলি আছে?

--- ন্‌ন্‌না...মানে আমি রাখি না।

--- বুঝেছি। টাকা বার করুন। চোদ্দ টাকা ভাড়া, প্লাস হানড্রেড, একশো চোদ্দ।

মহা ফ্যাসাদ হল তো। কোনো মাসে ধরা পড়ে না অনুপ, আজই.......! ইশ, সামনের দিকের কামরায় উঠলে ঠিক ভিড়ের ভেতর দিয়ে গলে যেতে পারত।

মুহূর্তে অনুপ ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। বুকের ধড়ফড়ানিটা চাপা দিয়ে নীচু গলায় বলল, --- আবার ফাইন--- টাইনের ঝঞ্ঝাটে যাচ্ছেন কেন, তিরিশটা টাকা রাখুন।

কালো-কোট বিলবই খুলে ফেলেছে। ভাবলেশহীন গলায় বলল, --- উঁহু, একশো চোদ্দ।

অনুপ আরেকটু গলা নামাল, --- পঞ্চাশ হলে চলবে?

--- না। একশো চোদ্দ। চটপট।

অনুপ ফিসফিস করে বলল, --- রিসিটের দরকার কী, পঞ্চাশে মিটিয়ে নিন।

--- উঁহু, একশো চোদ্দ। আমি ঘুষটুস খাই না।

বেজার মুখে টাকাটা বার করল অনুপ। করকরে একশো কুড়ি। রসিদের সংগে গুনে গুনে ছ' টাকা ফেরত দিল কালো--- কোট। শীতল স্বরে বলল, --- আশাকরি সামনের মাস থেকে আর এ খেলাটা খেলবেন না।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল কালো--- কোট।

অনুপ হাঁটছে গোমড়া মুখে। স্টেশনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল রজত, কাছে এসে ব্যগ্র স্বরে বলল, --- কী রে, ধরেছিল কেন? কী বলছিল?

অনুপ ফুঁসে উঠল, --- মান্থলির ডেটটা জাস্ট পেরিয়ে গেছে, তার জন্য শালা......। সতীপনা মাড়াচ্ছে! ঘুষ নিই না....! শালা খানকির ছেলে...!

--- এই এই, মুখ খারাপ করছিস কেন? পরের দুটো মাসে দেরি করে কেটে শোধবোধ করে নিস। একই লোক রোজ রোজ ধরা পড়ে নাকি! রজত চোখ টিপল, --- আমি বাবা জোর ছাড়া পেয়ে গেছি। আমারও আজ টিকিট ছিল না।

অনুপ একটুও সান্ত্বনা পেল না। তেতো মুখে হাসার চেষ্টা করল সামান্য, পারল না। ধরা পড়া আর না পড়ার মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদটা যে থেকেই যায়।

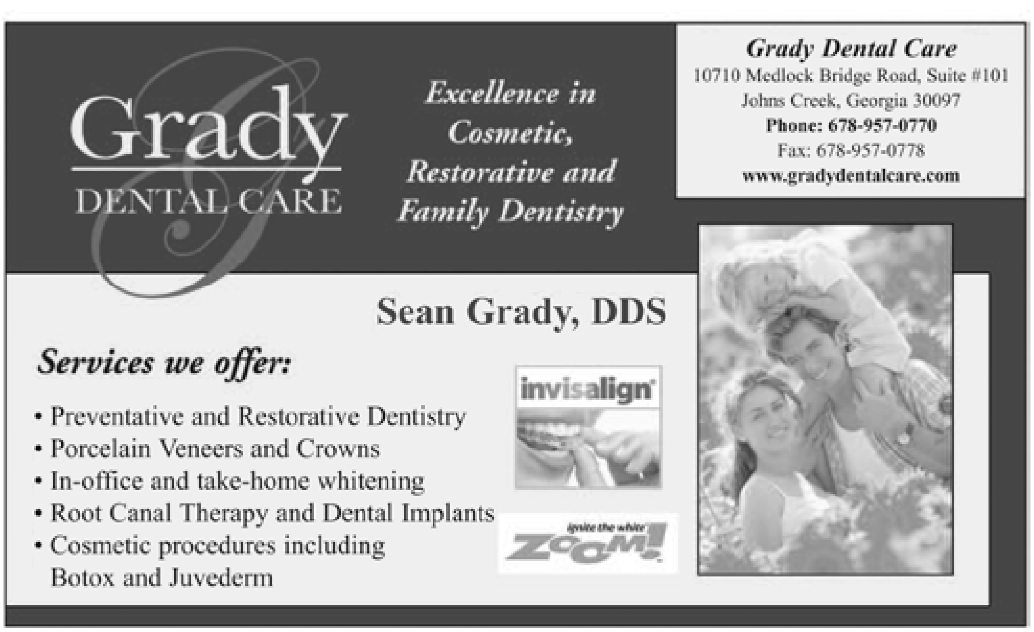

জয়পুরের স্মৃতি / Memory of Jaipur

সুহাস সেনগুপ্ত / Suhas Sengupta

আকাশকুসুম

সঞ্জয় মাইতি

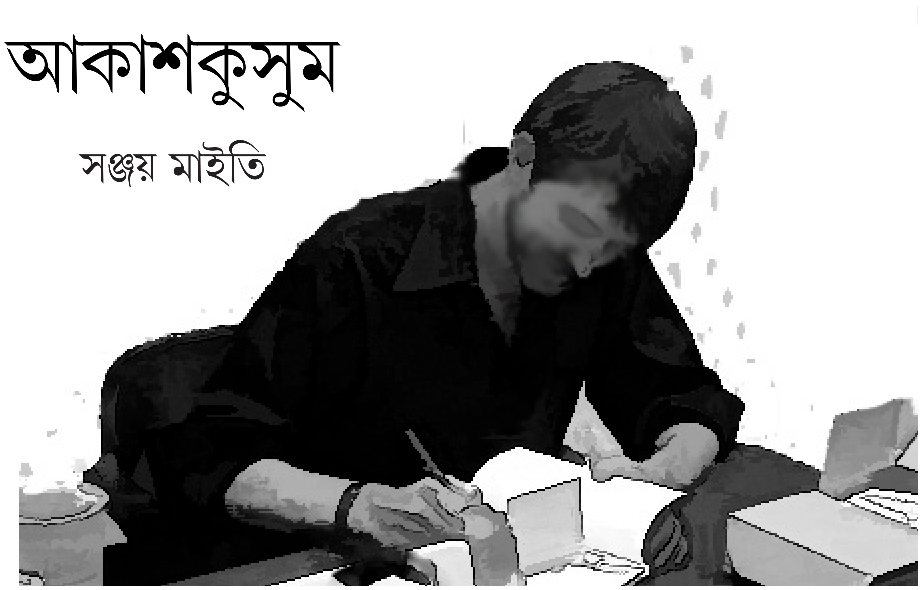

--- ছেলেটাকে দেখেছিস? যা দেখতে না! ঠিক বলেছিস। কিরে কুসুম? পছন্দ হচ্ছে? দেখ দেখ কেমন মন দিয়ে ম্যাগাজিন পড়ছে। পারি-না।

--- তোদের কি হয়েছে বল তো? ছেলে দেখলেই হয়ে গেল একদম না?

একগুচ্ছ কলেজের মেয়ে। দেখে মনে হয় থার্ড কি ফোর্থ ইয়ার হবে। এয়ারপোর্টে অপেক্ষমান। ইউসুয়াল ডিস্কাসান সব। কথোপকথনের মূখ্য সাবজেক্ট হ'ল কিছুটা দুরে বসে থাকা একটি মাঝবয়েসী ছেলে। দেখতে শুনতে ওপর থেকে বেশ ভালোই। জিন্স্ টি-সার্ট। অল্প দাড়ি। সত্যি একমনে একটা ম্যাগাজিন জাতীয় কিছু পড়ে চলেছে। আশেপাশের খোঁজ খবর নেবার অবকাশ নেই। একেবারেই মগ্ন।

--- আমি একটা বোতল জল কিনে আনছি। তোরা বোস।

কুসুম নিজে জানে জল কেনাটা তো তার একটা বাহানা। আসলে যাওয়া আর আসার সময় তির্যক চাহনিতে একবার নিরীক্ষা করে নিতে হবে ছেলেটাকে সামনে থেকে। কি মনে হ'ল আসার সময় একবার ওভারহেড্ মনিটরের সামনে ক্ষণিক থামল। উদ্দেশ্য সময়সরণীর ওপর চোখ বোলানোর ছলে আরেকবার ঘেঁটে নেওয়া। ঠিক চার/পাঁচ ফুটের মধ্যেই বসে আছে ছেলেটা। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তল্পিতল্পা সমেত।

--- শোন। বিদেশে থাকে। বোধ হয় ইন্ডিয়া বা আশেপাশের জায়গায় এসেছিল বেড়াতে। বেশ কিছু জায়গায় ঘুরেছে শেষ ক'দিনে। রেড-আই ফ্লাইট নিয়ে কাল অন্য কোথা থেকে ফির্ছে। ফোটোগ্রাফির নেশা আছে। তবে পেশা নয়। বোধহয় আবিবাহিত। আর হ্যাঁ, ঘ্যামা দেখতে।

এক নিঃশ্বাসে কথা কটা বলে ফেলল কুসুম। বন্ধুরা তো একেবারে হাঁ। কুসুম গ্রুপটার লিডার। ওর বুদ্ধিটা সবার থেকে একদম আলাদা। একটু সম্বিৎ ফিরতেই ওরা তো একদম হাঁ-হাঁ করে উঠল।

--- এই হচ্ছে তলে তলে? আমাদেরকে এত বলে এবার নিজে? এত শত জানলি কি করে? কথা বললি নাকি?

--- আরে দাঁড়া দাঁড়া। বলছি সব। জানিস, আজকাল আবার বাবার গোয়েন্দা গল্প পড়ার কেমন একটা নেশা হয়েছে। শুধু তাই নয়। এটা বোধহয় আবার আমার মাথাতেও আচ্ছা করেই ঢুকিয়েছে। ইদানীং বাবার সঙ্গে কোথাও বেরোলেই বাবার মাথায় ভূত চাপে। আমাকে বাবার সঙ্গে 'কেকিকোকে' খেলতে হয়।

--- কি খেলা?

--- মানে 'কে' 'কি' 'কোথায়' 'কেন'। কিছু বা কাউকে ইন্টারেস্টিং দেখলেই এ খেলা শুরু হয়ে যায়। জাস্ট দেখে, তাও আবার সরসরি না তাকিয়ে যে যত বেশী তার সম্পর্কে ইনফর্মেশান বলতে পারবে সেই জিতবে। তবে প্রতি ইনফর্মেশানের পেছনে এক্সপ্লানেশান্ দিতে হবে। তা আমারও এটা একটা অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

--- তা তোর এক্সপ্লানেশান্‌গুলো ছাড় এবার।

--- ছেলেটার ব্যাগ, জুতো সবই বিদেশি। জ্যাকেটের পকেট থেকে বোর্ডিং পাশটা উঁকি মারছে। দেখলাম বৃটিশ এয়ারোয়েজের এন্‌ভেলাপ। পাশে তিনটে কি চারটে কফির কাপ স্ট্যাক করা। লাস্ট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেভ্ করার সুযোগ মেলেনি। কম্বিনেশানটা কিন্তু সাজেস্ট করছে 'রেড-আই' ফ্লাইটের রেজাল্ট। কদিন ধরে বেশ রোদে রোদে ঘুরেছে। আজ ঘড়িটা পরে নি। কিন্তু সেটার জায়গার চামড়াটা একটা ব্যান্ডের মত ফর্সা। ব্যাক্‌প্যাক্‌টা থেকে ক্যামেরা গিয়ারগুলো দেখা যাচ্ছে। আর খুব মনোযোগ দিয়ে যা পড়ছে সেটা একটা ফেমাস ফোটোগ্রাফির ম্যাগাজিন। হ্যান্ডব্যাগে কি একটা মেডিক্যাল ইন্সটিটিউশানের ট্যাগ। তাই বোধহয় মনে হয় ডাক্তার টাক্তার হবে। হাতে কোনো আংটি নেই। তাই মনে হয় অবিবাহিত। সো মাই ফ্রেন্ডস্, লেগে পড় তোমরা এবার।

দিন দুয়েক কেটে গেছে। কলেজ থেকে ফিরছে কুসুম। কাল ওদের কলেজে ফ্রেসার্স ওয়েলকাম। বেশ বড় করেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। কুসুম আবার হর্ত্তা কর্ত্তা এ ব্যাপারে। তাই বাসের জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে ভাবছিল পুরো অনুষ্ঠানটার কথা। পরের দিন এসে গেল। যথা সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। প্রোগ্রাম চলাকালীন স্টেজ থেকে হঠাৎ অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেল ছেলেটিকে। চমকে উঠল কুসুম। এয়ারপোর্টের ওই ছেলেটা না? বিশ্বাস করতে পারছেনা নিজের চোখকেই, কুসুম। এ যেন কাকতালীয় ব্যাপার - কি করে এখানে আবার...

অনুষ্ঠান শেষ হতেই কোনোরকমে একছুটে বেরিয়ে এল গ্রীনরুম থেকে। ওই তো এখনো বসে আছে; পরের প্রোগ্রাম শুরু হতে একটু বাকি আছে। প্রেক্ষাগৃহের অস্পষ্ট আলো এবার একটু স্পষ্ট হ'ল। আরে! ওর পাশেই তো মিতিল বসে। তবে কি মিতিলের আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয় কেউ? মিতিলের অন্য পাশে বসে অরুণ, মিতিলের বেস্টফ্রেন্ড নীলার ফিয়ান্সে। নীলা তো এতক্ষণ মিতিলের সঙ্গে প্রোগ্রমে স্টেজেই ছিল। চট করে মিতিলকে একটা এস. এম. এস. করে দিল কুসুম। উঠে এল মিতিল, গেল স্টেজের পাশে, যেখানে কুসুম দাঁড়িয়ে আছে।

--- কি রে?

--- ওই ছেলেটাকে তুই চিনিস?

--- হ্যাঁ তো। অরুণের মামাতো ভাই। ইংল্যান্ডে থাকে। ফার্মাসিস্ট। 'স্মিথ ক্লাইন' এ রিসার্চ করে। বেড়ানো আর ফোটোগ্র্যাফি ওর সেকেন্ড প্যাসান বলতে পারিস। ইন্ডিয়া, নাগাল্যান্ড আর নেপাল বেড়াতে এসেছে এবার। চল না আলাপ করিয়ে দিই।

--- না রে থাক, আজকে।

এর পর প্রায় বছর দুয়েক কেটে গেছে। কুসুম সাইকোলজিতে অনার্স নিয়ে খুবই ভালভাবে পাশ করেছে। এখন একটা স্কুলে পড়াচ্ছে। এরই মধ্যে কত কি যে ঘটে গেল। বাবার হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক্। বেঁচে গেছেন। তবে একদম বাড়িতে। কাজকর্ম সব বন্ধ। আরও কিছুটা পড়ার ইচ্ছে ছিলো। তা আপাততঃ চাকরিটা নিতেই হল। তবে কিছুদিন হ'ল নাইটে মাস্টার্সের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাগ্যিস এই পড়াটা শুরু করেছে। না হ'লে তো এই নিঃসঙ্গ জীবনটা বোধহয় দুর্বিসহ হয়ে উঠত। তার চেয়ে ভাল এই ব্যস্ততা। কাছের বন্ধুরা সবাই ছাড়াছাড়ি। কয়েকজন তো ইতিমধ্যেই রীতিমত সংসারি।

এরই মধ্যে একদিন মিতিলের ফোন। একদম হঠাৎই। সেই কলেজের পর এই। বিয়ের পরে সিঙ্গাপুরে চলে গিয়েছিল। আর কোনো খবর জানত না কুসুম। এখন কদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছে। বলতে গেলে বেড়াতে। বইমেলা কয়েকদিন ধরেই চলছে। মিতিল খুব করে ধরেছে - চল না একদিন। ঠিক হ'ল সামনের রোববারে যাবার।

কথামত ঠিক বিকেল তিনটে নাগাদ মিতিল এল। কতদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চলল ওদের বর্তমান জীবনযাত্রার খুঁটিনাটির আদান প্রদান। মিতিল এখন পুরোপুরি পাকা গিন্নি। পৌঁছেই বরকে একটা খবর দিল। ওর হাসব্যান্ড এখন একটা মাল্টিন্যাশান্যাল কোম্পানির চীফ্ অপারেটিং অফিসার। সিঙ্গাপুরে মেরিনা বে-তে একটা ঝক্ঝকে অ্যাপার্টমেন্ট ওদের। অনেক ছবি দেখাল মিতিল কুসুমকে। তারপর মন দিয়ে শুনল কুসুমের কথাও। বারবার ওর কাছে একবার আসতেও বলল। ঠিক বিকেল পাঁচটার সময় ওরা বেরোল বইমেলা উদ্দেশ্য করে। একটু দেরিই করে ফেলেছে, গল্পের ঘোরে সময়ের কোনো হিসেব রাখছিল না কেউই। কুসুমের মা তো একবার বললেই ফেললেন --- 'গত দু' বছর কুসুম টোটাল যা কথা বলেছে, আজ তো তার থেকে বেশিই বলেছে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে।' একটু খারাপই লাগলো মিতিলের। কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে কুসুম যে যাচ্ছে, সেটা তো ভালই বুঝতে পারছে সে। অথচ কিই না হতে পারতো - কুসুমতো ওদের গ্রুপের মধ্যে সব থেকেই ইন্টেলিজেন্ট - উচ্চাকাঙ্খাও ছিল যথেষ্ট।

বাইরে এর মধ্যেই অন্ধকার অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু শীত শীত ভাবও আছে। যাই হোক পূর্বপরিকল্পিত গন্তব্যের পথে এখন দুই বন্ধু। অনেকদিন পরে এই জমজমাট পরিস্থিতি কুসুমের মধ্যে কেমন একটা উষ্ণতা বোধের উদ্রেক করলো। মনে মনে এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে পুরোনো বন্ধুকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না কুসুম। আফ্টার অল্ মিতিলটা না ধরলে তো কুসুম বইমেলা আসার কথা ভাবতেই পারত না। বনফুলের বেশ কয়েকটি ছোট গল্পের সঙ্কলন কিনে উপহার দিল মিতিল। আজ সন্ধ্যেটা বেশ উপভোগ্য কুসুমের দিক থেকে।

একটা বুথের সামনে বেশ একটু ভীড় যেন। একটা বেশ বড় লাইন এঁকে বেঁকে চলেছে। কি ব্যাপার? কুসুম জিজ্ঞাসা করায় লাইনে দাঁড়ান একজন বললে --- এ বছর ন্যাশান্যাল জিওগ্রাফির বেস্ট সেলার 'অফ্রিকান সাফারি'র ফোটোগ্রাফার একজন বাঙালি, আকাশ চ্যাটার্জী। উনি দুর্ধর্ষ এবং লোমহর্ষক সমস্ত ছবি তুলে সারা বিশ্বেই একটা সাড়া তুলে ফেলেছেন। উনি তো শ্রেষ্ঠ ফোটোগ্রাফার হিসেবে অ্যাওয়ার্ডও পেলেন কিছুদিন আগে, শোনেন নি? অ্যাস্ এ ম্যাটার অফ্ ফ্যাক্ট, ওনার আর্টিস্টিক ফোটোগ্রাফি নিয়ে তো সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গার আর্ট গ্যালারিগুলোতে প্রচুর উন্মাদনা শুনেছি। আজ এখানে উনি ওনার বই-এ সাইন করছেন, কলকাতার পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে, তারই লাইন। দাঁড়িয়ে যান ম্যাম, এমন সুযোগ পবেন না, বাঙালি হিসেবে

আমার তো বেশ একটা 'ইয়ে ইয়ে' ভাব আসছে বুঝলেন।

এই না হলে বাঙালি? অগত্যা মিতিল আর কুসুম লাইনের পেছনে খাড়া, ঠিক কলেজ জীবনের 'পুর্কি' যেন চাগিয়ে উঠলে। কে আকাশ, কি ফোটোগ্রাফ, কোথায় সিংহ - তার নেই ঠিক - দুই বন্ধুতে মিলে দাঁড়িয়ে গেল বুক্ সাইনিং সেরিমনিতে। কুসুমের আফ্রিকা, বনসম্পদ বা জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কোনো ইন্টারেস্ট নেই কোনোদিনই - নেই ফোটোগ্রাফিতেও। সেই ছোটোবেলায় পড়া 'কঙ্গোর জঙ্গলে ভল্টুদা'- ই তার একমাত্র আফ্রিকার সঙ্গে পরিচয়। তবে বেশ লাগছে এই ছেলেমানুষী আজকে। সন্ধ্যে থেকে পুরোনো বন্ধুর সান্নিধ্য, চুরমুর, ফুচকা অবার এই লাইন।

এবার বেশ শীত শীত করছে। গায়ে শালটা একটু ভালকরে জড়িয়ে নিল কুসুম। 'লাইনটা দেখছি ভালই এগোচ্ছে।' --- বললে মিতিল। পাশেই একটা স্ট্রীট্‌ফুড্ স্টলে বেশ একটা রিমঝিমে সুরে হেঁকে চলেছে --- 'দশ টাকা, দশ টাকা - একপ্লেট ঘুঘনি দশ টাকা - এক প্লেট ফুচকা দশ টাকা - বাদামভাজা খান দশ টাকা - নিম্বুপানি দশ টাকা...।' মিতিল বললো --- দাঁড়া এই দশ নম্বরি দোকানটা থেকে একটা ঝালমুড়ি আনি। ঝালমুড়ি খেতে খেতে অনেকটা এগিয়ে এসেছে ওরা। এখন ন্যাশান্যাল জিওগ্রাফির ব্যানারটা দেখতে পাচ্ছে - একটি ইয়ং ফোটোগ্রাফারের দশটি বছরের শ্রেষ্ঠতা! আবছায়া আলোয় পোস্টারে ছবিটা দেখে চমকে উঠল কুসুম। বুকটা কেমন যেন ধক্ ধক্ করে উঠল। এই ঠাণ্ডাতেও ঘাম বেয়ে নামছে তার বুক ছুঁয়ে।

--- মিতিল দ্যাখ...

--- আরে, অরুণের কাসিন না?

ভাবতেই পারছে না কুসুম। এও হয় নাকি? বাংলায় সমাপাত বলে একটা কথা আছে, যাকে ইংরাজীতে বলে 'কোইন্সিডেন্স'। পৃথিবীবিখ্যাত ফোটোগ্রফার কুসুমের সেই আকাশ হতে হবে কেন? যে আকাশকে কুসুম ভুলে গেছে অনেককাল আগেই, তাকেই বা আবার ছুঁতে হবে কেন এই কুসুমবন? নাঃ, নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে কোথাও তার। হাঁ করে পোস্টারটা গিলছে কুসুম। 'দশটি বছরের ক্যারিয়ার - দশটি দেশ - দশটি পুরস্কার। বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার আকাশ চ্যাটার্জী তাঁর ফোটোগ্রাফি ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন দশ বছর আগে। পেশায় ফার্মাসিস্ট হলেও তাঁর ফোটোগ্রাফির প্রতি প্যাসন্ তাঁকে আজ যথার্থ ভাবে পুরস্কৃত করেছে। আর্টিস্টিক ফোটোগ্রাফি থেকে ওয়াইল্ড লাইফ - তাঁর আঙ্গুলের ছোঁয়ায় ক্যামেরা যেন গল্প শুনিয়েছে জীবনের সব গলিতেই। পৃথিবীর দশটি দেশ আজ তাঁর ছবি নিয়ে পাগল ও তাঁকে পুরস্কারে ভূষিত করেছে। তাঁর সাম্প্রতিক অ্যাডভেঞ্চার আফ্রিকার জঙ্গলে - দুঃসাহসিক সেই সমস্ত রোমহর্ষক ছবি আজ তাঁকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি আমাদের যা উপহার দিয়েছেন, তা অবিস্মরনীয়, অনির্বচনীয় এবং অকল্পনীয়। সারা দুনিয়ার সমগ্র আলোকছবিপ্রেমীদের ভালবাসায় আজ উনি সিংহের থাবা থেকে ফিরে এসেছেন। আমরা ওনার মঙ্গল কামনা করি।'

পড়তে পড়তে কুসুম এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আকাশ চ্যাটার্জীর সামনে। মুখটা নিচে, টেবিলের পানে। বাঁ হাতে পাইলের ওপর থেকে একটা বই তুলে নিয়ে ডান হাতে সাইন করল সে। কুসুমের কানে গেল না তার প্রশ্ন --- 'কি নাম লিখব?' --- 'কি নাম লিখব?'

--- 'কু কু সু ম।' মিষ্টি গলার থতমত উত্তর।

সে লিখলে -"আকাশ-কুসুম"।

এবার হাসিমুখে বইটা বাড়িয়ে দিলে কুসুমের দিকে।

এ কি! সেই 'ঘ্যামা' মুখটা আজ অফ্রিকার সিংহের নিঠুর ছোঁয়ায় এ কি পরিনতি নিয়েছে? প্রকৃতি আর ভগবানের এই অদ্ভুত রসবোধের কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পেলনা কুসুম। কিন্তু কি অশান্ত, এক করুণ দৃষ্টি অপলক চেয়ে গেল আকাশের মুখপানে। কুসুমের সেই বেদনাসঞ্জাত মুখের সৌন্দর্য্য এই মুহূর্তে বোধহয় এককথায় বলতে গেলে বিরলসামগ্রী।

--- 'আপনি না ঠিক দশে দশ।' মাধুর্য্যের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া এক অভিভূত শিল্পী। ঠিক কতক্ষণ তাকিয়ে রইল দুই উদ্বেলিত আত্মা!

--- 'এই কুসুম। ওঠ্। দশটা বাজল যে। রবিবার বলে আর কত ঘুমোবি?'

মায়ের ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কুসুম। এক গভীর প্রশান্তি তার মনে এখন। সিংহের কবলে পড়েনি তাহলে তার আকাশ।

CHERIANS
INTERNATIONAL GROCERIES
Guaranteed Lowest Prices Everyday
Indo-Pak Groceries · Utensils • Luggage and More
751 Dekalb Industrial Way
Decatur · Georgia 30033
Tel: (404) 299-0842
Fax: (404) 299-8789
2 CONVENIENT LOCATIONS
ALPHARETTA - CUMMING AREA
2255 Peachtree Parkway
Cumming, GA 30041
770-888-4141
SALE
Huge Selection of Indo-Pak-Bangla
Groceries, Fresh Vegetables
from around the world.
Hard to find Specialties,
Ayurvedic Medicines
Stainless Steel Utensils
Visit us
www.cherians.com
Fresh
Vegetables
Everyday
Guaranteed Low Prices (*Brand Names Items Only)
We Accept EBT & FOOD STAMPS
We Match Any Prices
for Identical Items
(*Brand Names Items Only)

হন্টেড হাউস

পরাশর শর্মা

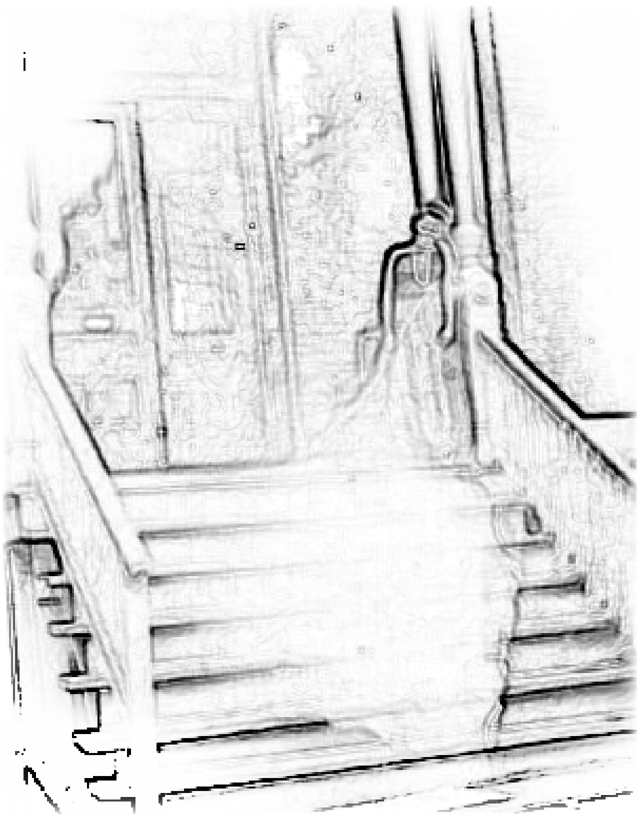

বাড়িটা তৈরি হয়েছিল ১৭৯৯ সালে। সাভানা রিভার লেক হার্টওয়েল থেকে বার হয়ে জর্জিয়া আর সাউথ ক্যারোলিনাকে ভাগ করে ৩৫০ মাইল দূরে আটলান্টিকে পড়েছে। অগস্টা শহরটা যেখানে ঠিক শেষ হয়েছে সেইখানে সাভানা রিভার একটু ডান দিকে ঘুরে চলে গেছে। ঠিক সেই বাঁকের মুখে নদী থেকে জল ছোঁয়া দূরত্বে বাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফেডারাল স্টাইলের পাথরের দু'তলা বাড়ি। শোনা যায় জনৈক গুড়ওয়েল সাহেব ১৭৪০ সালে এখানে ৫০০ একরের একটি প্ল্যানটেশন করেছিলেন। প্ল্যানটেশন মানেই তুলো, কর্ণ আর সবজির চাষ। আর সেগুলো করানো হ'ত আফ্রিকা থেকে আসা স্লেভদের দিয়ে। প্ল্যানটেশনের একটু দূরে ছিল গুড়ওয়েল সাহেবের স্যাণ্ডবার ফেরি ঘাট। সেখান থেকে নদী পেরিয়ে লোকে যেত ওপারে সাউথ ক্যারোলিনাতে। সেই পুরোনো ঘাটের জেটি আর কিছু লোহা লক্কড় এখনও চোখে পড়ে আর চোখে পড়ে স্লেভদের থাকার কাঠের বাড়ি গুলোর ধ্বংসাবশেষ। তারপর সময়ের পরিবর্ত্তনে অনেক কিছুই বদলে গেছে। ক্রীতদাস প্রথা লুপ্ত হয়েছে। প্ল্যানটেশন গুলোর কোন অস্তিত্ব আজ আর নেই। তার বদলে পড়ে আছে এইসব পরিত্যক্ত বাড়ি গুলো।

ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ হিস্টোরিক প্লেসের রেকর্ড থেকে জানা যায় ১৭৯৯ সালে সাউথ ক্যারোলিনার ব্যবসায়ী রবার্ট সাইমন এই প্ল্যানটেশনটা কিনে এই বাড়িটা তৈরি করেন। পরে উনি সেটা উপহার দেন মেয়ে জামাইকে। এই জামাই পরে সাউথ ক্যারোলিনার গভর্ণর হয়েছিলেন। সেও দেড়শ বছর আগেকার কথা। তারপর অনেক দিন বাড়িটা পড়ে ছিল। পরে এটা কেনেন বার্মিংহাম, আলাবামার জনৈক ফ্লেমিং সাহেব ঐতিহাসিক মাষ্টারপিস হিসেবে। অগাধ পয়সার মালিক। তাই কিছু না করেই উনি এই বাড়িটা অনেকদিন ফেলে রেখে ছিলেন। ওনার মৃত্যুর পর ওঁর ছেলেরা বাড়িটা বিক্রী করতে উদ্যোগী হন। দর রাখেন ২৫০ হাজার ডলার। কিন্তু এই দামে দু'শ বছরের পুরোনো বাড়ি কেউ কেনে নি। অনেকদিন বাড়িটা বাজারে পড়ে ছিল। পরে জলের দামে মাত্র ২৯ হাজার ডলারে ওয়েড সিম নামে এক সাহেব এটা কেনেন। ওয়েড সাহেবের বাড়িটা খুব পছন্দ হয়।

গ্রানাইট পাথরের বেশ বড় বাড়ি। ওপর তলায় চারটে

বড় বড় ঘর আর লম্বা বারান্দা। বারান্দার দু'দিকে ওঠা নামার সিঁড়ি। নীচের তলায় বিশাল বলরুম, বিলিয়ার্ড রুম, কিচেন আর ডাইনিং রুম। অদূরে কেয়ারটেকার আর সারভেন্ট কোয়ার্টার। আর একটু দূরে ভাঙ্গা স্লেভ কোয়ার্টার। বাড়ির ভেতরটা বেশ অন্ধকার, জানলা দরজাগুলো বহুদিন বন্ধ থাকার জন্য। ওয়েড সাহেব ভাবলেন কিছুটা রিনোভেট করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলে দিব্যি নদীর ধারে একটা হোটেল খোলা যায়। কারণ অগস্টার গলফ্ মাষ্টার টুর্ণামেন্টের সময় এ সব বাড়ির ভাড়া সপ্তাহে ৩০ হাজার ডলার তো হবেই।

বাড়িটা কেনার ঠিক পরেই ওয়েড সাহেবের কানে এল বাড়িটা হন্টেড হাউস। তার মানে এখানে অশরীরী আত্মার আনাগোনা আছে। ওয়েড সাহেব সাড়ে ছ'ফুট লম্বা আর আড়াইশো পাউণ্ড ওজনের। সব রকম বন্দুক আর পিস্তল চালাতে ওস্তাদ। উনি ঠিক করলেন ওই বাড়িটায় একদিন রাত কাটাবেন। অগস্টা শহরে একটা ছোট ক্লাব আছে - প্যারা এ্যাবনর্মাল সোসাইটি, যারা ঘোষ্ট হান্টিং করে; এরা অশরীরী আত্মায় বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে প্ল্যাঞ্চেট করে অপরের আত্মা অন্যের শরীরে আনা যায়। ওয়েড সাহেব তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই সোসাইটির ফাউন্ডার রিক্ মার্থ বললেন, "ওয়েড, এ বাড়িতে যে অশরীরী আত্মা আছে সেটা আমরা বিশ্বাস করি। কিছু লোক, তার মধ্যে আমাদের দু'জন মেম্বারও আছে, একটা সাদা গাউন পরা স্ত্রীলোককে রাত দু'টোর পরে বাড়িটার নদীর দিকের দোতলার বারান্দার এক দিক থেকে অন্য দিকে ছুটে চলে যেতে দেখেছে। সঙ্গে ওপরের এ্যাটিক থেকে একটা রহস্যময় আওয়াজ। তবে প্রশ্ন থাকতে পারে ওটা স্ত্রীলোক না পুরুষ। যেটা দূর থেকে বোঝা সম্ভব নয়। তবে ওটা যে স্ত্রীলোক সেটা আমরা কনফার্ম হই অন্য এক জনের থেকে। মায়ামী, ফ্লোরিডা তে আমাদের মত একটা প্যারা এ্যাবনর্মাল সোসাইটি আছে। ওদের সেক্রেটারী কার্লোস বোনজারি এসেছিলেন এখানে। প্রচণ্ড সাহসী। অন্তত পঞ্চাশ ষাটটা ঘোষ্ট হাউসে রাত কাটিয়েছেন। ও একাই গেল বাড়িটাতে রাত কাটাতে। সেদিন ছিল শুক্রবার। সঙ্গে পেন্সিল টর্চ, পিস্তল, সেল ফোন আর একটা জলের বোতল। আমাকে বলল, রাত তিনটের মধ্যে ফিরবে। তুমি ক্লাবে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। তিনটার পর যদি না ফিরি সেলে ফোন করবে। রাত সাড়ে তিনটের পরও ওর ফোন না পেয়ে আমাদের সোসাইটির দু'জনকে নিয়ে বাড়িতে যাই। দেখি দোতলার বারান্দার এক কোণে ওর দেহটা পড়ে আছে। মুখ দিয়ে গাঁজা বের হচ্ছে। জলের বোতলটা গড়িয়ে বারান্দার আর এক কোণে। জ্ঞান নেই। আকাশে চাঁদ ছিল আর বারান্দার নদীর দিকে থাকাতে ওকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় নি। আমাদের ক্লাবের ঘরে নিয়ে এসে ওর চোখেমুখে জল দিই। নাকে এমোনিয়ার শিশি ধরতে বেশ কিছুক্ষণ পরে ওর জ্ঞান ফিরে আসে। ভীষণ ক্লান্ত। বেশ ভয় পেয়েছে মনে হ'ল। দু' একদিন ছিল আমাদের সঙ্গে। একটু সুস্থ হতে বলল ও সত্যি একজন কাল মহিলাকে গাউন পরে ছুটে আসতে দেখেছে ওর দিকে। মুখে বলছে ডোন্ট কিল মি। আই অ্যাম ক্যারিয়িং ইওর চাইল্ড। চোখ দুটো পাঁচশ ওয়াট লাইট বালবের মত জ্বলছে। ভীষণ ভয় পেয়ে পকেটে হাত দিয়েছিল পিস্তল বার করার আশায়। পারেনি। তার আগেই জ্ঞান হারায়।"

এই কথাটা আমার কানে আসে। এ ব্যাপারে আমারও কিছু ইন্টারেস্ট আছে। বাড়িটার সামনে দিয়ে রোজই গাড়ী চালিয়ে অফিস যাই। চলন্ত গাড়ীর জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করি যদি কিছু দেখতে পাই। অফিসে এই ঘটনাটা বলি দীপক চোপড়া, জেমস্ আর হ্যারিকে। আরও বলি আমারও একদিন ঐ বাড়িতে রাত কাটানোর ইচ্ছা আছে। দীপক শুনে হো হো করে হাসে। যত সব আজগুবি গল্প। তুমি যদি ঐ

বাড়িতে রাত কাটাতে যাও আমি ভূত হয়ে এসে তোমার ঘাড় মটকাবো। আমিও হাসি। আমারও কেমন জেদ চেপে গেল ঐ বাড়িতে একটা রাত কাটাতে হবেই। রিক মার্থের সঙ্গে যোগাযোগ করি। রিক বলল, তুমি সিউর? আমি কিন্তু তোমাকে একা ও বাড়িতে রাত কাটাতে সাজেস্ট করব না। তবে আমার জিদ দেখে ও বলল ঠিক আছে তুমি যাও আমরা কাছে পিঠে থাকব। তবে তুমি গাড়ি নিয়ে যেও না। আমরা তোমাকে পুরোনো স্যাণ্ডবার ফেরি ঘাটের কাছে নামিয়ে দেব। তারপর অপেক্ষা করব তোমার জন্য বাড়িটার সামনে রাস্তার পাশে পুরোনো গোডাউনে। তুমি ওখান থেকে ঝোপঝাড় পেরিয়ে নদীটার পাশ দিয়ে বাড়িটাতে ঢুকতে পারবে তো? আমি বললাম আগের দিন নদীর দিক থেকে বাড়িটায় ঢোকার রাস্তাটা দেখে আসব। অসুবিধে হবে না।

এক শুক্রবার রাত একটা নাগাদ রিক আর পিটার আমায় নামিয়ে দিল স্যাণ্ডবার ফেরি ঘাটের কাছে। ওদের ক্লাব হাউসে আরও দু'জন রইল যদি দরকার পরে। আকাশে ছিল ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। তার মাঝ দিয়ে মাঝে মাঝে অল্পসল্প চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঝোপঝাড়ের ওপর। সেল ফোনে রিকের নম্বরটা পাঞ্চ করে কল বাটনের ওপর আঙুল রাখলাম। সঙ্গে নিলাম একটা পেন্সিল টর্চ আর এক বোতল জল। পিস্তল রাখার লাইসেন্স নেই, তাই নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। পায়ে স্নিকার। যতটা সম্ভব সর্ন্তপনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকলাম। ঝোপঝাড়টা বেশ ঘন। মাথার উপরে গাছপালাগুলো এমন ভাবে এসে পড়েছে তাতে জায়গাটাকে একটা অন্ধকার গুহার মত লাগছে। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পায়ের শব্দে ঝোপের মধ্যে পাখী ও চামচিকেগুলো এদিক থেকে ওদিকে ছোটাছুটি শুরু করল। কেমন যেন গাটা ছম ছম করতে লাগল। ফিরে যেতে লজ্জা করল। রিকের কাছে ছোট হয়ে যাব। পেনসিল টর্চটা জ্বালিয়ে পায়ের দিকে ফেলে মনে মনে রাম নাম জপ করতে করতে আস্তে আস্তে ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোলাম। মিনিট দশেক পরে ঝোপটা শেষ হ'ল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে দেখলাম একদিকে সাভানা রিভার আর একদিকে এই পাথরের বিশাল ভূতুড়ে বাড়ি। পেছনের ইয়ার্ডটা বেশ অপরিস্কার। কাঠ, লোহা আর পাথরের টুকরো গুলো ছড়িয়ে আছে ইয়ার্ডটা জুড়ে। এগুলো এড়িয়ে বাড়িটার পিছনের দিকের নীচের বারান্দায় এলাম। যতটা সম্ভব কম শব্দ করে বাঁদিকের সিঁড়ি দিয়ে পায়ে পায়ে উঠে এলাম দোতলার নদীর দিকের বারান্দায়। যেদিক থেকে উঠলাম সেদিকের সিঁড়িটা উঠে গেছে ছাদের এ্যাটিকে। বারান্দার অপর দিকের সিঁড়িটা নেমে গেছে নীচের দিকে। পর পর সারি সারি চারটে ঘর। সব গুলোই বন্ধ। একেবারে শেষের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। পাশ দিয়েই নীচে নামার সিঁড়িটা। সামনের দিকে চেয়ে দেখি কাল কুচকুচে সাভানা নদী। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো একটু পড়ে নদীর জলটা চকচক করছে। একটা হালকা হাওয়া এসে মাঝে মাঝেই ঝাপটা মারছে চোখে মুখে। একটু শীত শীত করতে লাগল। পকেটে সেল ফোনের কল বাটনে আঙুল রেখে দাঁড়িয়ে আছি। একটু আগে রিষ্টওয়াচটা ক্লিক করে জানিয়ে দিল রাত দুটো। ঠিক কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। হঠাৎ প্রচণ্ড গরম লাগতে লাগল। একটা গরম হাওয়া আসতে লাগল বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে। একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পেলাম ছাদের এ্যাটিক থেকে। তখনই স্পষ্ট দেখলাম গাউন পরা মুখটা সাদা ওড়নায় ঢাকা একটা মূর্ত্তিকে ছাদ থেকে নেমে আমার দিকে আসতে। সাদা ওড়নার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম চোখ দুটো। চোখ ঝলসে যাবার মত আলো। ঠিক ৫০০ ওয়াটের লাইট বালব। ডোন্ট কিল মি, ডোন্ট কিল মি, বলতে বলতে মূর্ত্তিটা একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে, দু হাত বাড়িয়ে। একেবারে

Best Compliments from

MARKET PHARMACY

Ask "Roger" or "Joy" for best price
Phone: (404) 524-8888
Fax: (404) 524-9999

We take Medicaid and Medicare part D • We deliver medicine free of cost

সামনে এসে মূর্ত্তিটা দাঁড়াল। মুখের চাপা দেওয়া ওড়নাটা সরিয়ে এক বিরাট হাসি। আমি দেখলাম আমার অফিস কলিগ দীপককে। কি বিশাল মুখ আর আগুনের গোলার মত চোখ দুটো। অট্ট হাসি হাসতে হাসতে বলল, "হাম্ ভূত নহি। হাম তুমকো ডরানে কে লিয়ে ইধার আয়া।" আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। সেল ফোনের কল বাটনটা টিপে দিয়েই জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি অগষ্টার প্যারা এ্যবনর্মাল সোসাইটির ক্লাব ঘরে একটা সোফা-কাম-বেডে শুয়ে আছি। স্টেফি চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। নাকে ধরে রেখেছে এমোনিয়ার শিশিটা। একেবারে এগজসটেড। প্রচণ্ড ক্লান্তি সারা শরীরটা জুড়ে। একটু সুস্থ হয়ে বসলাম। রিক পেপার কাপে একটু কফি দিল। কফিতে চুমুক দিয়ে একটু ধাতস্থ হলাম। রিক জিজ্ঞাসা করল, তুমি দেখেছ? আমি বললাম আমার অফিস কলিগ আমাকে বোকা বানিয়েছে। ও ঘোষ্টের ড্রেস পরে আমাকে ভয় দেখিয়েছে। কারণ ও জানত আমি কবে ওখানে যাব। মনে হল রিক আর পিটার কথাটা বিশ্বাস করল না। আমি বললাম আমি বানিয়ে বলছি না। এবার পিটার বলল, দেখ তোমাকে স্যাণ্ডবার ফেরি ঘাটের কাছে নামিয়ে আমরা ঠিক পনেরো মিনিট অপেক্ষা করেছিলাম ওখানে। ঐ পনেরো মিনিটের মধ্যে তুমি নিশ্চয় ঐ বাড়িটাতে ঢুকতে পারবে। তারপর ওখানে থাকার কোন যুক্তি ছিল না। আমরা বাড়িটার সামনের রাস্তার পাশে যে পুরোনো গোডাউনটা আছে সেখানে চলে আসি আর বাড়িটার দিকে নজর রাখি। কারণ তোমার যদি কিছু হয় আমরা দু' তিন মিনিটের মধ্যেই তোমার কাছে পৌঁছতে পারব। আমরা কাউকে দেখিনি বাড়িতে ঢুকতে। আর তোমার অফিস কলিগ আসবে কি করে? বাড়ির পিছন দিক মানে নদীর দিক থেকে আসা সম্ভব নয়। আমরা তোমাকে যেখানে নামিয়েছিলাম সেখানেও কোন গাড়ী ছিল না। আর ঐ ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে আসা অসম্ভব আগে থেকে চিনে না রাখলে। যেটা তুমি করেছ। বাড়ির সামনে কোন গাড়ি ছিল না।

আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেল। রিক বলল তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি বললাম, নো, থ্যাংকস। আমি নিজেই যেতে পারব। ভোর হতে শুরু করেছে। রিস্টওয়াচে দেখি সকাল ছ'টা। ওদের অফিস থেকে বার হয়ে নিজের গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। সকাল ছ'টায় ম্যাকডোনাল্ড খোলে। এককাপ কফি আর ব্রেকফাস্টের জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি অর্ডার দেব বলে। একটা কথা মনে পড়তেই চমকে উঠলাম। আরে দীপক চোপড়া তো গত পরশু ইণ্ডিয়া গেছে। অনিল ওকে এয়ারপোর্টে রাইড দিয়েছিল। অনিলকে সেলে ফোন করলাম। অনিল বরাবরই ভোরে ওঠে। তাই ফোনটা ধরল শনিবার সাত সকালে। ওর থেকে জানলাম আটলান্টা থেকে ঠিক সময়ে নিউইয়র্ক পৌঁছে এয়ার ইণ্ডিয়া ফ্লাইট ধরেছে। ফ্লাইটে উঠে অনিলকে ফোন করে থ্যাংকস জানিয়েছে। আমার মাথাটা ঘুরতে শুরু করল। সত্যি তো দীপকের মুখটা অত বড় কেন হবে আর চোখ দুটো বা আগুনের গোলার মত জ্বলবে কেন? বাড়ি ফিরে ম্যাকডোনাল্ড থেকে আনা ব্রেকফাস্ট আর কফি শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন শনিবারের দুপুর। একটা ঘোরের মধ্যে শনিবার আর রবিবারটা কেটে গেল। সোমবার অফিসে গিয়ে রোজকার মত ই-মেল খুললাম। খুলেই এক বিশাল চমক। অনিলের ই-মেল। দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি যাবার সময় দীপকের গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়। হাসপাতালে যাবার সময় ও মারা যায়। দীপকের মারা যাবার যে সময়টা অনিল জনিয়েছে সেটা হিসেব করে দেখলাম এটা ঠিক এখানকার গত শুক্রবার রাত দুটো কুড়ি। ঠিক তখনই আমি দীপককে দেখি ঐ

হন্টেড হাউসে। আমার শরীরটা ঠাণ্ডা হতে লাগল। আমি কাঁপতে শুরু করলাম। হন্টেড হাউসে যে ভয় পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পেলাম অফিসের চেয়ারে বসে।

BEST WISHES FROM

THE PALACE INDIAN RESTAURANT & BANQUET HALL

6131 Peachtree Parkway, Norcross, GA 30092

T: 770.840.7770 F: 770.840.9509

Email: akothary@thepalaceatl.com Web: www.thepalaceatl.com

অচেনা ইংল্যাণ্ড

অনিল চক্রবর্ত্তী

ইংল্যাণ্ডের প্রতি প্রবাসী আমাদের অনেকেরই একটা স্বাভাবিক টান আছে। যতই হোক্, সাহেবের দেশ বলে কথা! তা ছাড়া, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আমাদের আচার আচরণ এ সব কিছুর মধ্যে ওদের ভাবধারার এক পরিশীলিত রূপ গ্রহণ করেই আমরা বড় হয়েছি। সুতরাং ও দেশটা সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল খুবই স্বাভাবিক। বেড়াবার জন্যই আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথে অথবা এখান থেকে সরাসরি ইংল্যাণ্ডে আমরা অনেকেই ঘুরে এসেছি। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, সীমিত ছুটি ও বাজেটের জন্য, লণ্ডন শহর ও তার আশেপাশে, যেমন ষ্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভন, লেক ডিষ্ট্রিক, কি বড়জোর বাথের মধ্যেই আমাদের ঘোরাঘুরি সীমাবদ্ধ রেখেছি। এইসব চেনা গণ্ডীর বাইরেও ইংল্যাণ্ড উপভোগ করার যে একটা বৃহৎ পরিসর রয়েছে তার একটু আঁচ এবার পেলাম, যখন ২০০৯ সালে স্পেন পর্ত্তুগাল ঘোরার পথে লণ্ডনে কিছুদিনের ব্রেক নিলাম। আসুন আপনাদের সঙ্গে সেগুলোর পরিচয় করিয়ে দিই।

স্কটল্যাণ্ড আর ওয়েলস্ বাদ দিয়ে শুধু ইংল্যাণ্ডের ম্যাপের দিকে তাকালে আমার মনে হয় যেন একটা নর্তকী ডান পাটা বাড়িয়ে বাঁ পাটা আধখানা মুড়ে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, যার মাথাটা রয়েছে একেবারে উত্তরে স্কটল্যাণ্ডের সীমানায়। এই দেশটার দেখার মত যে জায়গার কথা প্রথমে জানাতে যাচ্ছি, তার নাম কট্‌সওয়াল্ড (Cotswold), সেটা পড়বে নর্তকীর ডানদিকের কোল ঘেঁষে। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমের ছ'টা কাউণ্টি জুড়ে ২৫ মাইল X ৯০ মাইলের এই বিরাট ভূভাগে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ খেলানো বক্ষে সবুজ ঘাসের সমারোহ চোখে এক অপরূপ ছবি ফুটিয়ে তোলে। খানিকটা লেক ডিষ্ট্রিকের মত। তাই খুব আশ্চর্য হলাম না যখন দেখলাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বৃটেনের যে চল্লিশটা অঞ্চলকে

Areas of Outstanding Natural Beauty (AONB) বলে চিহ্নিত করা আছে, কট্‌সওয়াল্ড তাদের একটা এবং তাদের মধ্যে বৃহত্তম। তাছাড়া, স্বল্প-পরিচিত অন-লাইন ম্যাগাজিন Askmen.com ২০০৮ সালে paradises on earth নির্ণয় করার জন্য পৃথিবী জোড়া সার্ভেতে যে দশটি জায়গা বেছে নিয়েছিল তাতে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল কট্‌সওয়াল্ড।

গাড়ীতে গেলে, লণ্ডন থেকে মোটরওয়ে M40 নিয়ে পশ্চিমে ব্রিষ্টলের দিকে যেতে যেতে A429 ধরে বা A40 ধরে অক্সফোর্ড হয়ে A433 দিয়ে এই অঞ্চলে আসা সবচেয়ে সুবিধাজনক। তাছাড়া লণ্ডন থেকে নিয়মিত বাস বা ট্রেনও চলে - একটু আগে থেকে রিসার্ভেশন করলে ভাল হয়। এখানে পৌঁছোলেই দেখা যাবে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে অসংখ্য ছোট ছোট রাস্তা চলে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। রাজরাস্তা ছেড়ে এই সব ছোট রাস্তা বা লেন, যার কোন কোনটা ঠিক একটা গাড়ী চলার মত সরু, ধরে ঘুরলে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঠিক পরিচয় মেলে। এই অঞ্চলটার একটা ইতিহাস আছে, সেটা হচ্ছে বাণিজ্যের ইতিহাস। দ্বাদশ শতক থেকেই এখানে উলের ব্যাবসা চলছে। পাহাড়ের ধার আর উপত্যকা জুড়ে এখনও দেখা যায় বিশাল বিশাল খামারের বেড়া আর তার মধ্যে চড়ে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার সোনালী লম্বা উল-ভারাক্রান্ত ভেড়ার পাল আর তাদের ওপর নজরদারি করার জন্য কয়েকটা সাদা-কালো-মেশানো রঙের sheep dog, বেশীর ভাগই collie জাতীয়। বহুদিন থেকেই এখানকার খামারদারদের উলের চাষই ছিল প্রধান উপজীবিকা। তখন থেকেই এখানকার উলের নাম ও চাহিদা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের নানা দেশে। তৎকালীন এক নথিপত্রের এই লেখাটায় “the best wool is English and the best is in Cotswold” তার সমর্থন পাওয়া যায়। একটা সময় এত বেশী উল উৎপাদন হয়েছিল যে চাহিদা বাড়ানোর জন্য ১৬৬৭ সালে এই তঘলুকি আইনটা প্রনয়ণ করা হয়েছিল - “no corps (corpses) should be buried in anything other than what is made of sheep’s wool only; or put into coffin lined or faced with any material but ship’s wool, or pain of forfeiture of £5.” সেই সময়ে £5 এর কি দাম ছিল সেটা সহজেই অনুমেয় এবং জরিমানার পরিমাণ দেখে এই আইনটা যে বেশ কার্যকরি হয়েছিল তা ধরেই নিতে হয়। এই আইন বলবৎ ছিল ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত। সে সময়ের মৃত্যুর হারের কথা চিন্তা করে, উল বিক্রী বাড়ানোর কি দারুণ ফন্দী বার করেছিল, ভাবুন দেখি! এর পরে এল সিল্কের ব্যাবসা। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বে এখানে অনেক কালো মার্লবেরী গাছ পুঁতে সিল্ক ওয়ার্মের চাষ শুরু হয়। দেখতে দেখতে এই সিল্ক ব্যাবসাও খুব জমে ওঠে এবং সেই ভিত্তিতে একটা ধনী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া নুনের কদর ও ব্যবহারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবসার পরিধিও এইসময় ছড়িয়ে গিয়েছিল ইউরোপের সীমানার অনেক বাইরে। বিশ্বজোড়া নুন ব্যবসার আদানপ্রদান এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই হত বলে কট্‌সওয়াল্ডের একটা উল্লেখযোগ্য ভুমিকা ছিল এই ব্যবসায়ে। আপনারা সকলেই জানেন মধ্য যুগে আমাদের আজকের সাদামাটা নুন ছিল এক মহার্ঘ পণ্য। সে সময়ে কাব্যিক ভাষায় কাউকে কেউকেটা বোঝাতে তাকে salt of the earth বলে উল্লেখ করা হত; আমাদের দেশের সুপরিচিত কথন, নুন খাই যার গুন গাই তার; এর থেকে বোঝাই যায় নুনকে তখন লোকে কি সম্ভ্রমের চোখে দেখত। এবং অনেক লোক রাতারাতি বড়লোক হয়ে গিয়েছিল এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে।

আগেই বলেছি কট্‌সওয়াল্ড দেখতে হলে বড় রাস্তা ছেড়ে পাহাড় ঘিরে যে ছোট ছোট রাস্তা বা লেন চলে গেছে সেগুলো ধরেই যাওয়া দরকার। এই সব রাস্তার ধারে

ধারে ছোট ছোট সারি সারি বাড়ী দিয়ে এক একটা গ্রাম বা টাউনের বসতি তৈরী হয়েছে বড় বড় চার্চ ঘিরে এই ব্যবসায়ীদের কল্যাণে ও প্রয়োজনে। বাড়ীগুলোর বেশীর ভাগই এখানকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মধু রঙের লাইমষ্টোন দিয়ে বানানো। সূর্য্যের আলো পড়লে এই বাড়ীগুলো থেকে কিরকম একটা সোনাঝড়া বর্ণের আভাষ পাওয়া যায়! পাথরের ওপর পাথর চাপিয়ে যে বাড়ী করা হয়েছে তাতে চুন-সুরকী মেশানো মর্টারের কোন সন্ধান পেলাম না। জানি না কি ভাবে পাথরগুলোকে এরা জোড়া লাগিয়েছে। এতদিনের বাড়ী এখনও যখন দাঁড়িয়ে আছে কিছু একটা অদৃশ্য বাঁধনী নিশ্চয়ই আছে। ট্যুরিষ্ট ছাড়াও বৃটেনের ধনীদের কাছে এখনও এই অঞ্চলের আকর্ষণ ভীষণ। বাইরের অনেকেই তাই এখানে একটা বাড়ী কিনে রেখেছে সামার কটেজ হিসেবে।

গ্রামগুলিকে কাছ থেকে দেখার জন্য আমরা পাশাপাশি দুটো কাউন্টি থেকে একটা করে টিপিকাল গ্রাম বেছে নিলাম, Gloucestershire এর Bibury আর Oxfordshire এর Burford । ভাল কথা, কাউন্টিকে এরা shire বলে। দুটো গ্রামের দূরত্ব মাত্র ৯ মাইল, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে দূরত্ব যেন যোজনব্যাপী। বাইবেরী ষষ্ঠদশ শতাব্দীর সেই গামীণ রূপটা এখনও ধরে রেখেছে; এখন অবশ্য সরকারী বদান্যতায়, কারণ কট্সওয়াল্ডের অনেকটাই বৃটীশ হেরিটেজ সাইট বলে চিহ্নিত। গ্রামের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে ধীর গতিতে বয়ে চলেছে Coln নদী নানারকমের জলজ গাছ ও লতা মিলে তার ধারাকে প্রায় রুদ্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে। ছোট ছোট পায়ে চলারব্রীজ রাস্তা থেকে গ্রামের যোগাযোগ রেখেছে; ব্রীজের ওপর বেঞ্চ পাতা আছে ক্লান্ত পথিকের ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য, যার সদ্ব্যবহার আমরা সকলেই করলাম। যেটা আমার মন কেড়েছিল তা হ'ল ব্রীজ থেকে দেখা নদীর বুকে বড় বড় সাদা আর কালো দৃপ্তভঙ্গী রাজহাঁসের অনায়াস চলন আর নদীর দুপারে সযত্নে লালিত নানারঙের ফুলের গাছ গাছড়া। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে আছে স্যাক্সন যুগে বানানো সেন্ট মেরী চার্চ। তবে ট্যুরিষ্টদের সবচেয়ে বেশী টানে Arlington Row - মধু রঙের লাইমষ্টোনের তৈরী গায়ে গায়ে লাগা সারি সারি ভীষণ খাড়া ছাদের বাড়ী, প্রতিটি বাড়ীতে ঢোকার একটা ছোট কালো দরজা; কিন্তু দেখলে মনে হবে না বয়সের প্রভাব বেশী পড়েছে। বাড়ী গুলো দেখে আমার মনে হ'ল ছোটবেলায় ভাল হাতের লেখার যে মন্ত্রটা আমাদের শেখানো হয়েছিল, সমানী সমশীর্ষাণী ... এগুলো যেন তারই প্রতিমূর্ত্তি। সব এক সাইজের আর একই উচ্চতার। প্রায় ছ'শ বছরের আগে এই অঞ্চলের উল কর্মীদের বসবাসের জন্য তৈরী এই কটেজ গুলো সময়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখনও কেমন অবিকৃত দাঁড়িয়ে আছে তা দেখতেই লোকে আসে। বাড়ীগুলোর একদিকে নদী আর একদিকে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর এক অদ্ভুত সুন্দর পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে। শোনা যায় হেনরী ফোর্ড কট্সওয়াল্ড বেড়াতে এসে আরলিংটন রো দেখে এত মুগ্ধ হয়ে যান, যে তিনি সমস্ত বাড়ীগুলো কিনে মিচিগানে হেনরী ফোর্ড মিউসিয়ামে স্থানান্তরিত করতে উদ্যোগী হন। ইয়াংকী টাকার গরম আর কি! সেটা না পেরে তিনি অন্য কাউন্টির থেকে ওই ধরনের একটা বাড়ী কিনে ওই মিউসিয়ামে তৈরী করিয়েছেন ঠিক আসল বাড়ীর মত করে। কাছেই রয়েছে একটা ট্রাউট ফার্ম, £3.50 দিয়ে ঢুকলে ট্রাউট মাছ চাষের নাড়ি নক্ষত্র সব জানিয়ে দেবে। বেশ বড় বড় মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আফশোষের কথা, সবই ধরাছোঁয়ার বাইরে।

Windrush নদীর পাশে গড়ে ওঠা বারফোর্ড সে দিক থেকে অনেক বেশী বানিজ্যিক। নানা ধরনের দোকান, রেষ্টুরেন্ট, যার মধ্যে ভারতীয়/বাংলাদেশী ও চাইনিজ রেষ্টুরেন্টও রয়েছে, আর নানা দামের হোটেল ট্যুরিষ্টদের

GOKUL SWEETS & RESTAURANT

763 Dekalb Industrial Way • Decatur, GA 30033

Fax: (404) 299-7184

Ph: (404) 299-2062

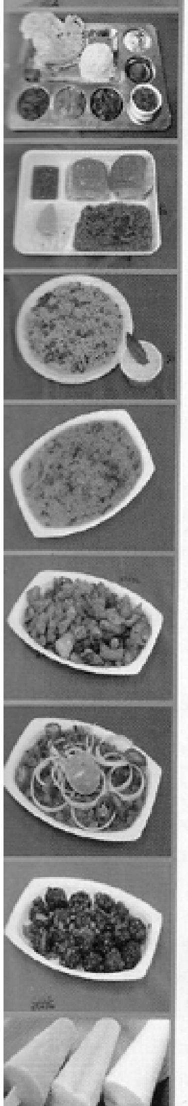

- AUTHENTIC INDIAN VEGETARIAN DISHES, SNACKS & SWEETS
- CATERING SERVICES FOR ALL OCCASIONS
- OPEN 7 DAYS A WEEK
- WE SHIP ALL OVER USA

100% VEGETARIAN

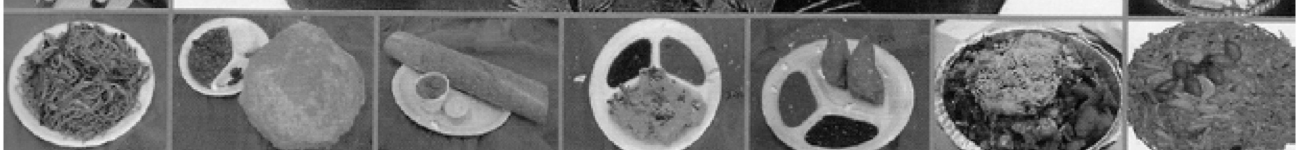

ndo-Chinese	North-Indian	South-Indian	Gujarati	Snacks	Chaat	Namkeen

হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ইংল্যাণ্ড গেলে একবার অন্তত একটা pub এ খাওয়া একান্ত জরুরী। এই দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পাবে র অবদান ও গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আজকাল অবশ্য পাবে-র জেল্লা অনেক কমে গেছে বলে শুনেছি। ভারতীয় সামোসা এখন ফিশ আর চিপস্ থেকে বেশী জনপ্রিয়। আমরা Catherine Wheel বলে একটা পাবে খেলাম। অনেক বছর আগে যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলাম তখন ফিশ্ আর চিপস্ খেতাম সহজলভ্য ও সস্তা বলে। খেতে ভালই লাগত। কিন্তু এখানে খেয়ে সেই স্বাদ আর পেলাম না। পুরানো দিনের স্মৃতি সব কিছুকেই কেমন এক মধুময় মোড়কে মুড়ে রাখে - যার ফলে মা'র করা পোড়া রান্নার স্বাদও আমরা অপূর্ব বলে মনে করে রাখি। আমার হয়ত তাই হয়েছিল।

Bibury, Arlington Row

এর পরে চলুন ইংল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলের আর একটা প্রাচীন শহরে, Newcastle Upon Tyneএ। অনেকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন এত জায়গা থাকতে নিউক্যাসলই কেন বেছে নিলাম। কারণ হিসেবে জানাতে পারি, শুধু ঐতিহ্য ও ইতিহাসই নয়, এ জায়গাটার অর্থনৈতিক পতন ও উত্থান - সবই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে - গ্রীক রূপকথার ফিনিক্স (phoenix) এর কথা মনে করিয়ে দেয়। ইতিহাস যাদের ভাল লাগে তাদের জন্য জানিয়ে রাখি এই অঞ্চলটির পত্তন হয় দু হাজার বছর আগে রোমান আমলে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর এটা চলে যায় অ্যাংলো-স্যাক্সনদের অধিকারে। উত্তরের স্কট ও ডেনদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ সেসময় লেগেই থাকত। তাদের আক্রমনকে প্রতিরোধ করতে Wiliam The Conqeor এর ছেলে এখানে ১০৮০ সালে তৈরী করে এক castle বা কেল্লা - সেই থেকেই Tyne নদীর ওপর বেড়ে ওঠা এই জায়গাটার নামে ক্যাসল কথাটা জুড়ে যায়। ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে নিউক্যাসল এখানকার কয়লা খনির জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তেলা মাথায় তেল দেওয়ার সমার্থক carrying coal to Newcastle idiom টা তারই স্বীকৃতি বহন করে। বৃটেনের industrial revolution এর সময় এখানে শিল্পের বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। জাহাজ তৈরী, হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি শিল্পের জন্য এই অঞ্চলটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি এল ধীরে ধীরে - কয়লার খনিগুলো গেল বন্ধ হয়ে, বড় বড় ফ্যাক্টরী, জামা কাপড়ের মিল হাজার হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করে বেকারের সমস্যা অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে তুলল। বিংশ শতকের শেষের দিক থেকে শিল্পবিপ্লবের ধ্বংসাবশেষ থেকেই কিন্তু শহরটা জেগে উঠল এক নতুন রূপে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল একটা সংস্কৃতি ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার পীঠস্থল হিসেবে। আর্ট গ্যালারী, নাইট ক্লাব, নামকরা রেষ্টুরেণ্ট, ভালো ভালো লাইব্রেরীর লোভে এবং ইনফরমেশন টেক্নোলজিতে কাজের সুযোগ পেয়ে অনেক শিক্ষিত, দক্ষ শ্রমিক ও সংস্কৃতি-ভাবাপন্ন ও ধনী পরিবার এখানে বাসা বেঁধেছে। এটাই এখন এর নতুন পরিচয়। নিউক্যাসল এলে এর অনতিদূরের একটি দ্রষ্টব্য, Gateshead এর Angel of the North, যেটা দেখে মনে হতে পারে এটা এই অঞ্চলের বিবর্ত্তন-চাওয়া মিনতি। কয়লার ব্যাবসা যখন পড়তির দিকে তখন ইংল্যাণ্ডের এক

বিখ্যাত ভাস্করের মনে হ'ল একমাত্র এক স্বর্গীয় এঞ্জেলই এই পতন রোধ করে অঞ্চলটাকে আবার প্রগতির পথ দেখাতে পারে। ৬৬ ফুট উঁচু মরচেপড়া লোহার রঙে করা মানুষের অবয়বে বানানো ষ্টীলের এই ভাস্কর্য্য ১৭৭ ফুট লম্বা বিস্তৃত হাত দুটো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক মুদে যাওয়া কয়লা খনির ওপরে। এটা ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ষ্ট্যাচু আর দেখা যায় বহু দূর থেকে। অনেকের ধারণা ১৯৯৮ সালে এটা হওয়ার পর থেকেই নিউক্যাসলের কপাল ফিরতে থাকে। কে জানে, হয়ত এঞ্জেল বলে কিছু আছে এবং তার হস্তক্ষেপই এই চোখেপড়া পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী! সত্যি কথা বলতে কি, আমার কিন্তু মূর্ত্তিটাকে খুব একটা ভাল লাগে নি।

টাইন নদীর উত্তরে নিউক্যাসল্ আর দক্ষিনে গেটসহেড এই দুটো শহরের মধ্যে আছে আটটা ব্রীজ যার মধ্যে Gateshead Millenium Bridge দেখার মত; পথচারী ও সাইকেল আরোহীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট এই ব্রীজটা পৃথিবীর প্রথম এবং একমাত্র হেলিয়ে (tilting) তৈরী করা ব্রীজ।

Alnwick Castle

নানাধরনের মিউসিয়াম ছাড়াও টাইন নদীর মুখের ধবধবে সাদা বালির বীচ আর quayside walkway ট্যুরিষ্টদের টানে। আমরা অগষ্ট মাসে গেলেও ঠাণ্ডা আর কনকনে উত্তুরে হাওয়ার জন্য বেশিক্ষণ জায়গাগুলো উপভোগ করতে পারলাম না। এখানের কাছেই একাদশ শতাব্দীর তৈরী Durham Castle & Cathedral উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। অনেকটা গেরুয়া রঙের পাথরের তৈরী এই বাড়ীগুলো এখনও সেই প্রাচীন স্থাপত্যকে ধরে রেখেছে।

ক্যাথীড্র্যালের ভেতরে দুপাশে সারি সারি চেয়ার, সামনে ষ্টেনড্ গ্লাসের জানলার পটভূমিকায় সুন্দর যীশুর মূর্ত্তি আর দুপাশে দেয়াল ঘেঁসে ওপরে দুটো বিরাট পাইপ অর্গান। এত বছরের পুরোনো বলেই বোধহয় একদল pipistrelles বাদুড় অন্তত গত পাঁচশ বছর ধরে বাসা বেঁধেছে এর ছাদের আনাচে কানাচে, মাঝে মধ্যেই দু একটাকে উড়ে বেড়াতে দেখা গেল দিনের বেলাতেও। ক্যাথীড্র্যালে ঢোকার মুখে একটা বড় সাইনবোর্ডে এই বাদুড়দের সংরক্ষিত প্রজাতি বলে উল্লেখ করে এদের কোন ভাবে বিরক্ত না করার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। আশেপাশে পাথরে বাঁধানো সরু সরু রাস্তার পাশে ক্রিশ্চীয়ান ধর্মীয় টুকিটাকি, হাতে গড়া শিল্পের নমুনা ও হোমমেড জ্যাম, জেলীর ছোট ছোট দোকান। ভারী সুন্দর পরিষ্কার শহর ডারহাম।

বৃটেনে কেল্লা তো অনেকই আছে, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই খালি পড়ে থাকে, মাঝে মাঝে কোন কোনটা ট্যুরিষ্টদের পদস্পর্শে ধন্য হয়। এই শহর থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে দেখলাম Alnwick (যদিও উচ্চারণ করা হয় অ্যালনিক্ বলে) Castle যেটা প্রায় হাজার বছর আগে তৈরী হলেও তৈরীর সময় থেকেই Duke & Duchess of Northumberland, the Percy family এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা বংশপরাম্পরাক্রমে যেখানে একটানা বসবাস করছেন। আয়তনে বৃটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই কেল্লা অনেক যুদ্ধ, অনেক হানাহানির মৌনসাক্ষী। তার পরিচয় পাওয়া যাবে পরিখা-ঘেরা দুর্গপ্রাকারে ও অস্ত্রশস্ত্রাগারে যেগুলো এখনও সযত্নে রক্ষিত। কেল্লার ভেতরে থাকার

ঘরগুলোকে আমূল পরিবর্ত্তন করে এখনকার ডিউক বেশ আধুনিক জীবন যাত্রা যাপন করেন। তবে আগের দিনের কিচেন, রান্না করার সরঞ্জাম, বাসনপত্র, বড়, বড় বাঁধানো ছবি ও টেপেস্ট্রি ইত্যাদি দেখে বিগত জীবনের ইতিহাস স্মরণ করতে কোন অসুবিধা হয় না। এই কেল্লার পটভুমিকায় অনেক আধুনিক মুভি তৈরী হয়েছে; জনপ্রিয় হ্যারী পটারের দুটো ছবি এখানে করার পর কেল্লাটার নামডাক অনেক ছড়িয়ে পড়ে। দু পাশের বিস্তৃত খোলা জায়গায় archery, birds of prey demonstration ও pony ride, ইত্যাদি দর্শকদের টেনে রাখে। তাছাড়া আছে পিকনিকের জায়গা আর একটা বিরাট ফোয়ারা ঘিরে নানা ধরনের ফুলের গাছের এক বিরাট বাগান। এই বাগানের একটা বৈশিষ্ট্য হল, নানা ধরনের বিষাক্ত গাছ দেখা যাবে বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগানের এক অংশে। এর জন্য আলাদা টিকিট কেটে ঢুকতে হয় এবং সঙ্গে সারাক্ষণ থাকে এক গাইড। গাইডের মুখে শুলনাম কিছু কিছু গাছের পাতা খেলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অনিবার্য - তাই এই সাবধানতা বোধ হয়।

আর একটা জায়গা গেলে বোধ হয় ভাল লাগবে - লণ্ডনের উপকণ্ঠে হরে কৃষ্ণ সোসাইটির Bhakti Vedanta Manor। এক সময়ে ভারতীয় দর্শন, মার্গ সঙ্গীত ও ভাবধারা বিটল্স গ্রুপকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, বিশেষ করে জন লেনন ও জর্জ হ্যারিসনকে। দুজনেই পণ্ডিত রবিশঙ্করের কাছে বেশ কিছুদিন সেতার বাজানোর তালিম নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে ১৯৬৭ সালে হৃষিকেশে জর্জ হরে কৃষ্ণ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীলা প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্তের সংস্পর্শে এসে এতই অভিভূত হন যে তখন থেকেই সোসাইটির কর্মকাণ্ডে সব রকম সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তার কিছুদিন পরেই লণ্ডনে এদের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্ত সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে মন্দিরের জন্য একটা বড় জায়গার প্রয়োজন সোসাইটি অনুভব করে। প্রভুপাদের লণ্ডনে থাকাকালীন ১৯৭৩ সালে জর্জ হারফোর্ডশায়ারে প্রায় ২৭ একর জমি সমেত একটি প্রাচীন টিউডর এসটেট্ কিনে তাঁকে দান করেন। হরে কৃষ্ণ সোসাইটির কল্যান স্পর্শে এই বাড়ীটিকে যে ভাবে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মন্দিরে পরিণত করা হয়েছে তা দেখার মত। সেই থেকে এটা ভক্তিবেদান্ত মেনর নামেই পরিচিত। দর্শনার্থীদের থাকার জায়গা থেকে বিরাট বড় কিচেন, লাইব্রেরী, গোশালা সবই আছে এবং সব জায়গাটা সুন্দর ছিমছাম। এখানে এসে আমার একটা অনুভূতি হল - জগতে বিবেকানন্দ বা প্রভুপাদ এর মত এক এক জন মহাপুরুষ আসেন, যাঁরা স্বল্পকালের মধ্যেই এক অসীম শক্তিবলে বিশ্বব্যাপী দেশকাল জয়ী এক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তাঁদের ছত্রতলে যারা আশ্রয় নেন তারা সম্পূর্ণভাবে এঁদের দেখানো পথে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। এঁরা দুজনেই এমন একটা করে প্রতিষ্ঠান গড়ে গেছেন যেগুলো স্বল্প কালের মধ্যেই সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ম্যানরটি তারই এক উত্তম নিদর্শন এবং আমাদের দর্শনীয় বলে আমার মনে হয়।

রূপং দেহি

সুব্রত মজুমদার

“এ মাগো! কি বিচ্ছিরি!”

সামনের বেঞ্চির ওপর বসা ভদ্রমহিলা ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। দেবলীনার সারা গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল। ছোট্ট একটা গিরগিটি বা আরশোলা পোশাকের ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়লে যেরকম লাগে সেইরকম। সমস্ত মুখটায় লম্বা লম্বা দাগ, বেগুন পোড়ার মত ঝলসানো, কোঁচকানো মুখ, ঘোলাটে চোখ। স্তরে স্তরে মেকআপের প্রলেপ দিয়ে সব কিছু ঢাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সময়ের অভিশাপ ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখমণ্ডলে আর ফুটে উঠেছে বার্ধক্যের উঁকিঝুঁকি প্রতিটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে। সারা শরীর মেকি জুয়েলারী দিয়ে আড়াল করা, বাঁ হাতে একটা লাল রংয়ের রুবির আংটি, হয়ত আঙুলের কড়াটাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য। হাসি পেল দেবলীনার বৃদ্ধার ভিমরতি দেখে।

দেবলীনার অবাক লাগে বয়সোত্তীর্ণতাকে ভদ্রমহিলারা কেন সহজভাবে নিতে পারেন না। কি দরকার এই রুচিহীন লজ্জাহীন সাজগোজের। লোকেরা কি চোখে ঠুলি পড়ে আছে? বয়স হলে দেবলীনা কখন এরকম করবে না, প্লাস্টিক সার্জারি করে হোক বা যেভাবেই হোক একটা কিছু করবেই। পয়সা যত লাগে লাগুক। চল্লিশের ওপর বাঁচার কোন ইচ্ছেই নেই তার। বয়সের সাথে সাথে চেহারার এই অবনতি অসহ্য। আঁটো সাঁটো এই মসৃণ চামড়া অসমভাবে ঝুলে যাবে, কমলালেবুর কোয়ার মত এই অধরের আশেপাশে দেখা দেবে অজস্র হিজিবিজি সরু সরু রেখা, কল্পনা করতেও ভয় হয়। পাগল হয়ে যাবে দেবলীনা, নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাবে।

সমুদ্র দেখতে ভাল লাগে দেবলীনার। প্রত্যেক বছর আসা চাই। আজকাল বড় কড়াকড়ি করে দিয়েছে বাড়িতে। একা একা বাইরে বেড়াতে যাওয়া একেবারেই বন্ধ। অনেক ধরেকরে রাজি করিয়েছে সোনালীকে এই সমুদ্র সৈকতে তাকে নিয়ে আসার জন্য। কত স্মার্ট ছেলে ছোকড়াদের দেখা যায় সমুদ্রের তীরে। যদিও মুখটাকে গম্ভীর করে রাখে দেবলীনা, তবু তাদের চটুল কথাবার্ত্তা, লোলুপ দৃষ্টি, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা সেই চাহনি, ভাল লাগে দেবলীনার। সব পেয়েছির আনন্দে ভরে উঠে তার দেহমন। মেয়ে হয়ে জন্মানোর এই তো মজা! পুরুষের মাথা যে মেয়ে ঘোরাতে পারে না তার মেয়ে হয়ে জন্মানোই বৃথা। হোটেল থেকে বেরনোর মুখেই জনাকয়েক ছেলে জটলা পাকাচ্ছিল, তাদের কাছাকাছি আসতেই একজন মন্তব্য করে উঠল, “কি

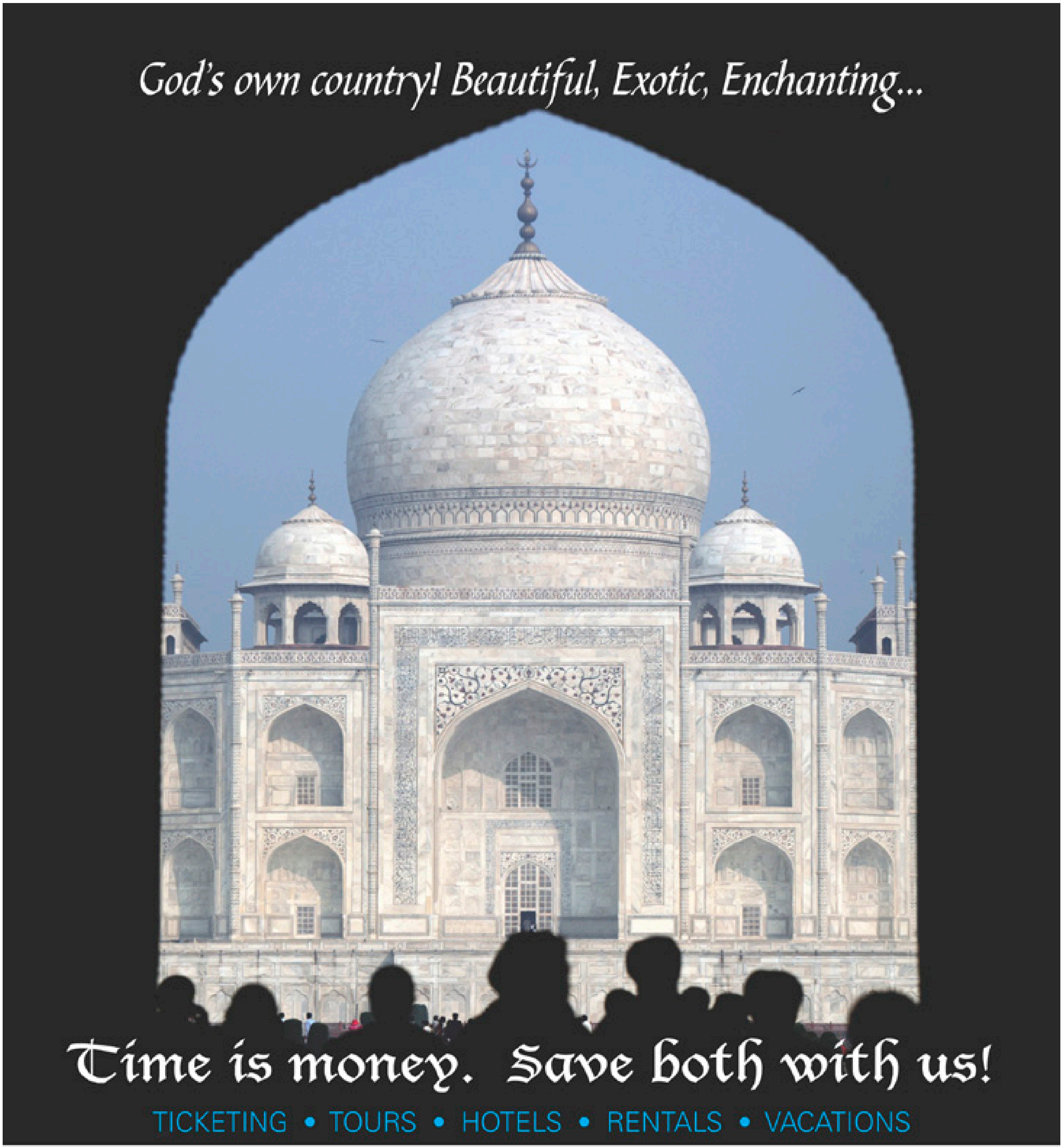

BLUESKY TRAVEL

U.S OFFICE: 950 HERRINGTON RD., STE C-150, LAWRENCEVILLE GA 30044 I TEL 678-680-5000 I FAX 678-680-5050
INDIA OFFICE: ADAM BAZAR, THRISSUR, KERALA, INDIA I TEL 0487-2440336 - 0487-3012199
sales@blueskytvl.com I www.blueskytvl.com

চেহারা মাইরি! শরীর না ইলাস্টিক, একেবারে যেন সজনে ডাঁটা।"

মন্তব্যটা যে তাকে উদ্দেশ্য করেই করা তাতে কোন সন্দেহ নেই তবুও একবার আড়চোখে তাকিয়েছিল সোনালীর দিকে। সোনালীর চেহারা চলনসই, কিন্তু একটাই দোষ, ভাল সাজগোজ করতে পারে না। বাইরে বেরোলেই সবসময়ে একটা জিনের প্যান্ট আর সাদা সার্ট। দেবলীনার আবার ঠিক উল্টো, বেরুলে তাকে সাজগোজ করতেই হবে। প্রথমে ঠিক করেছিল মেজেন্টা সিল্ক জামেওয়ার লেহেঙ্গার সঙ্গে ম্যাচ্ করা সিকুইনের কাজ করা স্যাটিন সিল্ক টপ ও মুক্তোর বিডস। মতটা পাল্টে গেল গত সপ্তাহের ম্যাগাজিনের একটা আর্টিকল পড়ে। কালো পোষাকে নাকি সব থেকে রোগা লাগে, তাই আজকাল সব সেলিব্রিটিরাই নাকি কালো পোষাকে নিজেদের শরীর ঢাকছেন। ফর্সা থেকে শ্যামলা, গাত্রবর্ণ যেরকমই হোক না কেন, কৃষ্ণ-বর্ণ পোষাক মানাবেই। এভরিবডি লুকস স্টানিং ইন ব্ল্যাক। দেবলীনা তাই আজ অঙ্গে জড়িয়েছে কালো রঙের শাড়ির সাথে কালো স্লিভলেস্ পেটকাটা পিঠকাটা ব্লাউস।

সোনালী ছিল স্নানঘরে, হোটেলের প্রমাণ সাইজের আয়নায় ঘুরে ফিরে নিজের চেহারাটাকে পরখ করছিল দেবলীনা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল পাশের বাড়ির মিসেস্ পাকড়াশীর কথা।

"জানো গত তিন মাসে আমার ওজন চল্লিশ পাউণ্ড বেড়ে গেছে। আমি তো বুঝতেই পারছি না এমন কি করে হল। আমার তো কান্না পাচ্ছে।"

অনেক কষ্টে হাসি চেপেছিল দেবলীনা। ন্যাকামি শুনলে রাগে গা জ্বলে ওঠে তার। কেন রে বাপু, মোটা তো আর কেউ হাওয়া খেয়ে হয় না! কোন রোগ বালাই যখন নেই, তখন মাত্রাহীন ভোজন ছাড়া আর কী বা এইরকম দশ নম্বর ফুটবল-মার্কা চেহারার কারণ হতে পারে। অনুশোচনায় তিনি দগ্ধ, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পুরনো চেহারার ফটোগ্রাফের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন আর কেঁদে সারা হচ্ছেন। আহা, চোখের জলে যদি কিছু মেদ গলত! উচিৎ কোন জিমে গিয়ে এক্সার্সাইজ করা, কিন্তু কান্না না থামলে সেই শুভবুদ্ধি হবে কি করে। মিসেস্ পাকড়াশী এই সময়ে দেবলীনাকে দেখলে নির্ঘাৎ সুইসাইড করতেন।

"কি অসভ্য!"

বুড়িটা তার দিকে ঠায় তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। এবারে উঠে দাঁড়িয়েছে, কয়েক পা এগিয়েও এসেছে তার দিকে। এখন আরও স্থূলকায় লাগছে। আরও বড় কথা, লোলচর্ম সেই বৃদ্ধা অশ্লীল ভঙ্গি করে, কেঁচোর মত জিভ বের করে তার ফোকলা তিনটে দাঁতের ওপর বুলিয়ে ইশারায় তাকে ডাকছে কাছে আসার জন্য। বৃদ্ধা কি সমকামী না কি? ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল দেবলীনার। কি করবে ভেবে পেল না।

"ও মা, এ কি! কি আশ্চর্য!" বুড়িটা তো সত্যি সত্যি এদিকেই আসছে।

বৃদ্ধার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেল দেবলীনা। এদিক ওদিক তাকাল। ধারে কাছে সোনালীকে দেখতে পেল না। কি করবে বুঝতে পারল না। বিপদে পড়লে মানুষের মানসিক উপস্থিত বুদ্ধি লুপ্ত হয়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরক্ষণে সম্বিত ফিরে আসতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল সামনের দিকে যে দিকে দু চোখ যায়। পিছন ফিরে দেখার চেষ্টা করল, অবাক হয়ে গেল, সেই বুড়ি সমান তালে তার পিছু নিয়েছে। আরও জোরে ছুটতে শুরু করল দেবলীনা। আশপাশের জনতা তাকে লক্ষ্য

করছে, তার বেশবাস বেসামাল, ভ্রুক্ষেপ নেই দেবলীনার। কেন ওই বুড়ি ওকে তাড়া করছে? কি ক্ষতি করেছে সে তার? ধূমকেতুর মত ছুটে চলল দেবলীনা। টাল সামলাতে না পেরে আর একটু হলেই ধাক্কা লাগছিল। ভদ্রলোক সময়মত ধরে না ফেললে হয়ত মাথাটাই ফেটে যেত তার। আশ্বস্ত হল ভদ্রলোককে দেখে। পরনে পুলিশের পোশাক। দেবলীনার সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে শোনার পর তিনি সনাক্ত করতে পারলেন সেই বুড়িটিকে। সমস্ত শরীর এখনও থরথর করে কাঁপছে, দেবলীনা ধীরে ধীরে বুড়িটির দিকে লক্ষ্য করে আঙুলটা তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু তার অবশ হাতটাকে অনেক চেষ্টা করেও ওঠাতে পারল না। পুলিশ অফিসারের মুখে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাসের হাসি। নিশ্চয়ই ভাবছেন মেয়েটি মিথ্যুক। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হল দেবলীনার।

"আপনি আমায় বাঁচালেন, কতক্ষণ ধরে যে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

রক্ষা করল সোনালী ঠিক সেই সময়ে সে খানে হাজির হয়ে। সোনালীর গলা পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দেবলীনা। সোনালীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদে উঠল। সোনালীকে দেখে এত খুশী এর আগে কখনও হয়নি সে। আশ্চর্য সেই বুড়িটাকে ধারে কাছে কোথাও সে দেখতে পেল না।

পুলিশ অফিসারের কাছে দেবলীনার হয়ে মাপ চেয়ে নিল সোনালী। তার হাত ধরে এগিয়ে চলল হোটেলের দিকে।

"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? সত্যি একটা বুড়ি আমার পিছু নিয়েছিল, আমার কথা বিশ্বাস করতেই হবে।"

"আমি কি বলেছি আমি বিশ্বাস করছি না। এই তো আমরা এসে গেছি, এখন আর তোমার কোন ভয় নেই। এখন চল ঘরে গিয়ে তোমার সব কথা শুনব। তার পর যা ব্যবস্থা করার করা যাবে।"

দেবলীনার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত চেষ্টা করে বাড়ির লোকেদের রাজি করানোর পর দীর্ঘদিন পরে সমুদ্র সৈকতে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েছে সে। অজানা অচেনা এক লোলচর্ম বৃদ্ধার জন্য তার ছুটিটা মাঠে মারা যাবে।

"নাও চল, বাথরুমে গিয়ে একটু পরিষ্কার হয়ে নাও। চেহারাটা যা করেছো? একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখো।"

কে কাকে বলছে দেখার কথা। দেবলীনা গর্বের সাথে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নার দিকে চোখ পড়তেই চিৎকার করে উঠল দেবলীনা।

"কি হল, কি হয়েছে?" ছুটে এল সোনালী।

আয়নার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল দেবলীনা।

"সেই বুড়িটা, ওই তো ওখানে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব্যাগ থেকে এমার্জেন্সি ট্রাঙ্কুলাইজারের ইঞ্জেক্সানটা বের করলেন ডক্টর সোনালী সেন।

"দিদু শান্ত হও, ভয় পেও না। আমি আছি তোমার সাথে। তোমাকে বুড়িটা আর ফলো করবে না, তোমাকে ফেলে এবার ওকে পালাতেই হবে।"

Lucky me

Sumana Goswami

The word luck is as precious as a precious metal or to put in a practical way as much needed as we need water to keep us alive. Although luck plays a pivotal role in our lives, as much as we embrace luck, we often tend to ignore its presence when its occurrence does not impact our lives. People who consider themselves lucky are the ones who have received or achieved success and happiness in the way they wanted to have it. Again both success and happiness are subjective terms, and we will not go there, we will focus on luck and luck only. We as human beings consider ourselves lucky to be born as human beings and not any other animal; this is one of the biggest examples of luck. Starting from our birth to the birth of the Universe is nothing but luck.

Our Earth is one lucky planet as it is in the right place to be considered as the only planet to have oasis of life. Among all the four terrestrial planets, the distance between Earth and Sun is perfect for life to survive. All the other three planets are not as lucky as Earth, for example Venus which is considered similar to Earth in size, density etc. is much different than Earth when it comes to supporting life, Venus is regarded as hell for any human being. The question arises why Venus ended up being so different than Earth in spite of the fact that it is similar to Earth, the simple answer is Venus is 30% closer to the Sun than the Earth, this 30% difference in distance has made Venus a Green House Extreme planet. The temperature in Venus is so high that it feels like a hot pizza oven all year long. Earth is one lucky planet to be located exactly at the right place so that heat from the Sun is just enough to have a moderate green house effect. In addition, this moderate temperature assists in making oceans on Earth, and also helps in maintaining a balance in atmosphere. Thus Earth is Earth because of its location in the solar system; it is the luckiest planet in our solar system so far. Thus luck has immense contribution in our existence.

Another example of luck in shaping our existence is our resistance to the giant impacts that happened millions of years ago. These giant impacts are probably responsible for the gradual extinction of dinosaurs. Why did dinosaurs start disappearing and mammals did not, well you all will say there is a very valid reason; dinosaurs were giant in size so their extinction were much more obvious than mammals. Yes, it is true that dinosaur's huge size was a factor leading to their extinction, but mammals survived, and the exact reason about why and how mammals

survived is not known. Lucky mammals, is not it? Or lucky us. Will it be wrong to say that it is dinosaur's bad and our good luck to be born the way we are born? Imagine what could have happened if the mammals had disappeared in place of dinosaurs, probably we would have never come into existence.

We owe our life to luck, I feel lucky to be born as a human being, born in a modern world, born in a country where integrity and diversity go hand in hand, and living my life in a country where people's freedom is given immense importance. I do not want to convey any message by putting some facts together, I just want to give due credit to our luck. One should not forget to thank luck enough when talking about how hard work and dedication helped him/her to achieve what they wanted to achieve. Luck does its work quietly and sometimes we fail to notice it, but that does not mean it does not exist, or its existence is negligible. Our efforts towards achieving something will not be enough if we are not at the right place at the right time, so celebrate luck, and celebrate life.

Jon Klevansky, DMD; Eric Staeben, DDS; J. Marc Rhoades, DDS; Luke Presley, DMD; Jason Kelvansky, DMD; Aaron Sarathy, DMD; Cynthia Ratliff, DMD; Joseph Baughman, DDS; Jennifer MCCoy, DDS

আইনি পরামর্শ

পরম বন্দোপাধ্যায়

আট নম্বর ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে বাসু এ্যান্ড বাসুর এ্যটর্ণী - এ্যটলার অফিসে ছোট সাহেব বা জুনিয়র পার্টনার প্রদীপ বসুর চেম্বারে বেয়ারা ঢুকে জানালো --- 'এক জানানা ভেট্ করনে মাংতি - কার্ড নেহি হ্যায়।' প্রদীপ খুব বিরক্ত ভাবে বলল --- 'আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি - বড় সাহেবের কাছে যেতে বলো --- বা মুহুরী বাবুর কাছে বলতে বলো ওনার কেসটা কি - তার পরে একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট করে আসতে বলো। বিনা অ্যাপয়ন্টমেন্টে সময় দেওয়া মুস্কিল।' বেয়ারা চলে গেল একটু বাদেই দরজায় ঠক্ ঠক্ ও মিহি গলা --- 'মে আই কাম ইন প্লীজ্' --- কিন্তু 'ইয়েস্ ইউ মে'র অপেক্ষা না করেই মহিলা ঢুকে পড়েছেন। বাধ্য হয়ে সদ্য ব্যারিস্টার - তরুন প্রদীপ বাসু উঠে দাঁড়ালেন --- ভ্রু কুঁচকে কিন্তু মহিলা ঢুকে পড়ায় - মুখে একটু হাসি আনতেই হলো। মহিলা অর্থে বছর তেইশ বয়সের এক যুবতী - বেশ স্মার্ট ও সপ্রতিভ। ঢুকেই বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত - একটু আইনগত পরমর্শের জন্য এসেছি।' প্রদীপ বললে, 'বসুন। আইনের অফিসে তো লোকে আইনের কাজেই আসে - কিন্তু আজ তো আপনাকে সময় দিতে পারবো না - আর ১৫ মিনিট বাদেই আমার কেস আছে। নলপাতিয়া রাজ এষ্টেটের ফাইন্যাল হিয়ারিং আজ আপনি কাইন্ডলি যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আর একদিন আসেন।'

--- না - আমার বক্তব্য আমি ১০ মিনিটেই বলতে পারবো।

--- বেশ - তাড়াতাড়ি শুরু করুন তাহলে।

--- আমি একটি চুক্তিভঙ্গের মামলা করতে চাই। তার আগে এক ভদ্রলোককে মানে যার বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই - তাকে একটা নোটিশ পাঠাতে চাই।

--- ও তাহলে আমাদের সিনিয়র পার্টনার - মিঃ সুদীপ বাসুর সঙ্গে কথা বলুন - তিনি এ্যাটর্ণী, আমি তো ব্যরিস্টার। চুক্তিভঙ্গ ইত্যদি ওনার আওতায় আসে। আপনি আর একদিন অ্যাপয়ন্টমেন্ট করে ওনার সঙ্গে কথা বলুন।

--- কেন! আপনাদের গ্রেজ ইন্ বা লিঙ্কন্স ইন্ এ চুক্তিভঙ্গ পড়ায় না?

--- পড়ায় - নিশ্চয়ই পড়ায় - তবে কিনা ...

--- তবে কিনা নয় - কেসটা শুনুন। একটি যুবক আমায় কথা দিয়ে কথা রাখছে না এবং ...

--- বুঝেছি - ঘোরাচ্ছে।

--- রাইট।

--- প্রেমের ব্যাপার মনে হচ্ছে এবং ভদ্রলোক বিয়ে চট

করে করতে চাইছেন না - এই তো?

--- হ্যাঁ ঠিক তাই।

--- তিনি আপনাকে সত্যিই ভালোবাসেন না কি আরও পাঁচজনের সঙ্গে এমনি ভালোবাসা ভালোবাসা খেলছেন?

--- না। সে সম্বন্ধে আমি যতদূর খোঁজ পেয়েছি - ভদ্রলোক নিষ্কলঙ্ক - এদেশে এবং বিদেশেও।

--- ও বিদেশ ফের্‌তা নাকি?

--- হ্যাঁ খাস বিলেত ফের্‌তা।

--- উনি নিজেই ফেরৎ এসেছেন - নাকি বিলেত ওকে ফেরৎ পাঠিয়েছে? যাই হোক - তা ছ' হাজার মাইল দূরে কোন্‌ আইরীন বা লিজার সঙ্গে কিছু...।

--- না করে নি - আমার দাদাও তখন তার সহপাঠী ওইখানেই।

--- বুঝেছি। দাদাই গোপন রিপোর্ট পাঠাতেন।

--- রাইট। তবে গোপন নয় এমনিই রিপোর্ট।

--- আপনার কাছে লিখিত কোনো প্রমাণ আছে তার প্রতিশ্রুতির?

--- অজস্র চিঠি আছে। দার্জিলিং থেকে লেখা - মিড্‌ল সেক্স থেকে প্যারিস, জুরিখ থেকে লেখা ছবির পোষ্টকার্ড - তাতে জানিয়েছেন ফিরেই বিয়ে করবেন।

--- বুঝলাম - কিন্তু তারও তো অসুবিধা থাকতে পারে - মানে হয়তো ছোট বোন আছে - তার বিয়েটা সেরে...

--- ঠিক সেই কথাই সে বলছে, কিন্তু তার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে - এ মাসের মানে জুলাই এর শেষে - কিন্তু আমাদের বিয়ের তারিখ ঠিক করতে চাইছে না।

--- আমি খুবই আশ্চর্য্য হচ্ছি - আপনার মত তন্বী তরুণী শিখরদশনা পক্ক বিম্বাধরা মেয়েকেও হায়রান করছে...

তরুণী একটু বাঁকা চোখে প্রদীপের দিকে চাইলো। --- 'লিঙ্কন্‌স্‌ ইন্‌ এ কালিদাস পড়ায় নাকি? বা তরুণী মক্কেলদের সঙ্গে কালিদাসের ভাষায় কথা বলেন নাকি? আপনার সিনিয়র পার্টনার মিঃ সুদীপ বাসুকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।'

--- আরে সর্বনাশ! তাহলে আমার চাকরী যাবে। উনি দয়া করে ওনার অফিসে আমায় এনেছেন - অবশ্য এই পৃথিবীতেও আমায় উনিই এনেছেন। যাইহোক মক্কেলের সঙ্গে এরকম ভাষা ব্যবহার করছি শুনলে বুঝতেই পারছেন...

এমন সময় বেয়ারা নক্‌ করে ঢুকে বললো --- 'বড়া সাব সেলাম দিয়া - নলপাতিয়া কেস্‌ ...' বলে এক তাড়া ফিতে বাঁধা ব্রিফ ওনার টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। তখন সুদীপ বললো 'আজ তো কথা শেষ হলো না - আর একদিন অ্যাপয়ন্টমেন্ট করুন না।'

--- কবে বলুন।

প্রদীপ নিজের ছোট নোটবইটা দেখে বললে --- এ মাসের মানে জুলাইয়ের শেষে - আমাদের বাড়িতে একটা বিয়ের ব্যাপার আছে ...

--- কার বিয়ে? আপনার?

--- না না - আমার বোনের। আমার এখনও বিয়ের বয়সই হয় নি।

--- আপনার বয়স কত? জিজ্ঞেস করবার জন্যে মাপ করবেন।

--- না না ঠিক আছে - এই বারো কি তেরো হবে - হ্যাঁ যা বলছিলুম তারপরেই মানে ধরুন আগষ্টের পনের তারিখে।

--- সময়? এগারোটা?

--- ন সাতটা করুন।

--- সাতটা? সকাল ৭টায় অফিস খোলেন নাকি? তাছাড়া ১৫ই আগষ্ট তো ছুটি - স্বাধীনতা দিবস।

--- সকাল সাতটা নয় - সন্ধ্যে সাতটা, হ্যাঁ অফিস বন্ধ বলেই তো সুবিধে। আপনার পাম অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে যাব - সিনিয়র পার্টনারের স্ত্রী বলছিলেন যে সন্ধ্যা ৭টা ১৭ মিনিট গতে ও রাত্রি ৮টা ৫৬ মিনিটের মধ্যে সুতহিবুক যোগ, এটাই অ্যাপয়ন্টমেন্টের ভালো সময়। ভাল কথা - আপনার দাদা অমলকে বলবেন যে এসে যেন আমাদের নিয়ে যায় পথ দেখিয়ে। কয়েকবার গেছি যদিও কিন্তু পথ ভুল হয় যদি।

এবার মহিলা চোখ পাকিয়ে বললেন, --- 'পাজী বদমাইস।'

প্রদীপ চট করে টেবিলটা ঘুরে এসেই মহিলাকে সজোরে জাপটে ধরলো। মহিলা বাঁহাতে প্রদীপের চুলের সামনের গোছাটা টেনে ধরে ডান হাত দিয়ে প্রদীপের গলাটা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তাহলে চুক্তি ভঙ্গ নয়, শ্লীলতাহানির কেস্ করুন...'

প্রদীপ নিজের ঠোঁট দিয়ে মহিলার ঠোঁট দুটো বন্ধ করে দিল। তারপর ঠোঁট দুটো ছেড়ে দিয়ে মহিলার মুঠি থেকে নিজের চুলের গোছাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'শ্লীলতাহনির কেস্ করুন - আর রেপ কেস্ই করুন - আপনিই আগে গালাগাল দিয়েছেন যেটা ভার্বাল্ অ্যাবিউসের ধারায় পড়ে এবং আমি মক্কেলকে সহৃদয় আলিঙ্গন জানাবার চেষ্টা করতে - আপনিই প্রথমে চুলের গোছা টেনে ধরেছেন - এটিকে বলে অ্যাগ্রাভেটেড্ অ্যাসল্ট্।'

--- 'তাহলে শাস্তি দাও।' বলে মহিলা জড়িয়ে ধরে প্রদীপের দিকে মুখটা তুলে ধরলো।

Nasima A. Bhuyina

Bangladeshi Boutique
Puja Sale upto 50% discount

Maya CREATIONS
Where Beauty Gets Inspired
Phone: 678.969.9869 www.mayacreations.us

আফ্রিকা সাফারি ও ভ্রমণসঙ্গী শ্রী রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

নীতা বসু

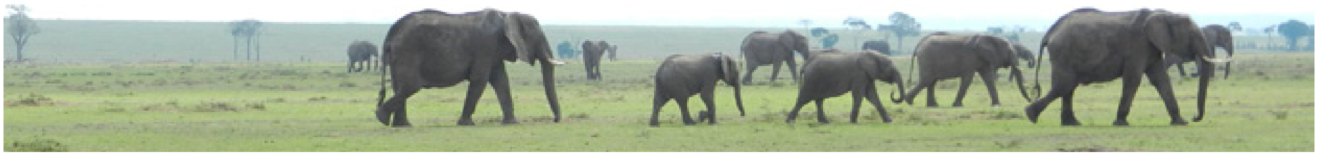

"Good evening ladies and gentlemen, shortly we will be landing at the Jomo Kenyatta Airport at Nairobi....."

বিমান সেবিকার ঘোষণায় সম্বিৎ ফিরল, মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ -

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা -

নতুন মহাদেশে পদার্পণ করছি, উৎসুক মন চঞ্চল হল। Customs এর বাইরে tour company র নাম থেকে কৃষ্ণকায়া তরুণীর অনাবিল উজ্জ্বল হাসি মুখের অভ্যর্থনা, "Welcome to Kenya" - রাত প্রায় দশটা। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি নিয়ে নাইরোবিকে অভিনন্দন জানালাম। রাতের নাইরোবি যে কোনও শহরের মত মোহিনী ও রহস্যময়ী। কালো ঘোমটার আড়ালে আলোক বিন্দুতে সজ্জিতা। ঘুমন্ত শহরের বুকে ঘন্টাখানেক সফর সেরে "Safari Park Hotel" এ বহু আকাঙ্খিত বিশ্রাম ও নিদ্রার সুযোগ এল।

আগামীকাল কলকাতা থেকে Tour Group এর বাকি বত্রিশ জন এসে পড়বেন। গত দু মাস আগে ছোট বোনের আমন্ত্রণ এল। ওদের পরিচিত একটি দল Kenya ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, আমরা ওদের সঙ্গে যোগ দিতে উৎসাহী কি না। সাফারি ভ্রমণের ইচ্ছাটি দীর্ঘদিনের; উপরন্তু বোন-ভগ্নীপতির সাহচর্য ও বাঙালী ভ্রমণ-সঙ্গ... এ সুযোগটি ছাড়তে পারলাম না। পরের দিন সাফারি যাত্রা শুরু। আশা করছি আগামী সাতদিনের অভিজ্ঞতা হবে অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়। Amboseli National Park থেকে যাত্রা শুরু হয়ে Aberdare Park, Mount Kenya region, Lake Nakura ও সবশেষে Masai Mara Park. আমাদের ভ্রমণসূচীর সব জায়গাগুলি ছিল এক একটি রিসর্টের মত। প্রত্যেকটি রিসর্টের চমৎকার থাকার ব্যাবস্থা এবং কেনিয়ান কর্মীদের আন্তরিক অভ্যর্থনা ও বিনম্র সাহায্য আমাদের বেড়ানোটা আরও উপভোগ্য করে তুলেছিল।

শহর ও সভ্যতার বহু দূরে অ্যাম্বোসেলি পার্কে পশুরাজ্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। বিশাল বিস্তৃত savanna বা grassland আপাত অন্তহীনতায় বিছিয়ে আছে। চারিদিকের দিগন্তে চোখ বাধা পায় না। সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে হস্তিনীর নেতৃত্বে হস্তীযূথ, ডোরাকাটা

জেব্রার দল, বহু জাতের হরিণ, বাইসন, বিশাল বন্য শূকর, আমুদে বানর বৃন্দ ও দর্পিত-গ্রীবা সুন্দর জিরাফ। তাদের চলনে সুন্দরী মডেলের র‍্যাম্প ওয়াকের ছন্দ। এই দৃশ্য শুধু দেখবার নয়; গভীর অনুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করলাম, 'বন্যেরা বনে সুন্দর...।' ট্যুরিষ্ট দর্শকদের প্রতি তারা নির্লিপ্ত। নিজেদের জগতে মগ্ন। পশুরাজ্যের এই স্বচ্ছন্দতা, কোলাহলহীন শৃঙ্খলা, সহ-বিচরণ দেখে অপার বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলাম। এরপর লেক নাকুরুর তীরে দেখেছি সহস্র পেলিকান ও ফ্লেমিংগোর মেলা। সূর্য্যাস্তের আলোয় তাদের ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাওয়া এক অপূর্ব ও অপার্থিব দৃশ্য।

অবশেষে পশুরাজ্যের শ্রেষ্ঠ পার্ক মাসাই মারা। সেখানে পশুর সংখ্যা অনেক বেশী এবং মাংসাশী পশুদের বিচরন ক্ষেত্র। দশ ফিটের দূরত্বে দৃপ্ত ভঙ্গীতে বিরাজমান সিংহ, সিংহী ও তাদের চারটি শাবক। কোথাও বা দশটি সিংহী পরিবৃত বিশ্রামে মগ্ন সিংহ। ট্যুরিষ্ট দর্শকদের প্রতি তাদের কোন দৃকপাত নেই, শুধু অদৃশ্য সঙ্কেতে চারটি শাবককে পাঠিয়ে দেয় অনতিদূরের একটি ঝোপের নিরাপত্তায়। চিতা সহজে দেখা দিতে অনিচ্ছুক, গাছের আড়ালে বিশ্রামরত। ইতস্ততঃ হায়েনার দল, জলাশয়ে দলবদ্ধ জলহস্তী ও কুমীর। চিড়িয়াখানার বন্দী জীবজন্তু দেখার অভ্যস্ত মন এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে হতবাক্। সবচেয়ে অবিস্মরণীয় সুদূর দিগন্তে বিন্দুর মত রেখায় চলমান সহস্র সহস্র wildbeast এবং অন্য দলবদ্ধ তৃণভোজী পশু। জুন-জুলাই মাস থেকে Tanzania র Serengeti Park এর পশুগোষ্ঠী মারা নদী অতিক্রম করে সবুজ ঘাসের খোঁজে যাত্রা করে মাসাই মারার দিকে। আবার নভেম্বর মাসে খাদ্যের খোঁজে ফেরার পালা সেরেংগেটির দিকে। ৫০০ কিলোমিটারের এই মহা পরিক্রমাটি The Great Migration বলে খ্যাত। কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি এটিকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলে ঘোষণা করেছেন।

সাফারি ভ্রমণ শেষ হল। শহরের দৈনন্দিন জীবনে ফেরার পালা। স্মৃতির পুঁজি ভরে নিয়ে এলাম বিস্তৃত দিগন্ত, বন্য পশুদের অবাধ বিচরণ, কোলাহলহীন শৃঙ্খলা, সূর্যাস্তে উড়ে যাওয়া ঝাঁক ঝাঁক পেলিকান ও কেনিয়া বাসীদের অনাবিল হাসি ও আন্তরিক অভিনন্দন।

কলকাতা থেকে আগত সহ ভ্রমণসঙ্গী প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রী রঞ্জিৎ মল্লিক ও তাঁর স্ত্রী দীপা মল্লিকের সঙ্গে আলাপ হল। অত্যন্ত সদাশয়ী ও বিনয়ী এই দম্পতীর সঙ্গে মাসাইমারায় এক সন্ধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেলাম। এই সময়টুকুর জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশ্ন করলাম ----

"সাফারি কেমন লাগছে?"

--- জানালেন যে অত্যন্ত উপভোগ করছেন। আরও উপভোগ করছেন জীবনের বহু ব্যস্ততা ও দায়িত্বের থেকে কিছুদিনের মুক্তি। বর্ত্তমানে তিনি নভেম্বর মাসে আসন্ন আর্ন্তজাতিক চলচিত্র উৎসবের সভাপতি, ২৫০টি চলচ্চিত্রের মধ্যে মাত্র ৭৫টি বেছে নেওয়ার গুরু দায়িত্ব তাঁরই। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সভাপতির দায়িত্ব তিনিই বহন করছেন। এইসব নিয়ে ব্যস্ত বলে চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন কম, গরম কালে ছবি প্রায় করেন না।

"অভিনয় জগতে কবে শুরু?"

--- ১৯৭০ সালে মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় ও চেক ফিল্ম ফেস্টিভালে ১৯৭২ সালে এই চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার। তার পর আর ফিরে তাকান নি, ৪০ বছরে প্রায় দুশোটি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

"চলচ্চিত্রে অভিনয়ে উৎসাহী হলেন কেন?"

- Law পড়া শেষ না করেই অভিনয় জগতে এসেছি। তা ছাড়া নামকরা ভবানীপুরের মল্লিক বাড়ীতে গান, বাজনা, বাড়ীতে দূর্গোৎসবে নাটক ইত্যাদির চর্চ্চা ছিল। তাঁর বাবাও ওকালতি পেশার পাশাপাশি বাঁশি বাজাতেন। দশটা ল' বই লিখেছেন। সুতরাং অভিনয়ের প্রবনতা খুব স্বাভাবিক।

"কি ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে পছন্দ করেন এবং কেন?"

--- সব ধরনের ছবি আমি করেছি। উঁচু শিল্প মানের ছবি থেকে বানিজ্যিক সাফল্য পাওয়া ছবি; - এই দু ধরনের ছবির দর্শকদের খুশি করাই আমার দায়িত্ব। তাছাড়া বানিজ্যিক ছবি না করলে চলচ্চিত্র industry কে বাঁচান মুস্কিল। প্রিয় ছবির মধ্যে বিষবৃক্ষ, রবিবার, স্বয়ংসিদ্ধা (হিট ছবি), রাজা সেনের পরিচালনায় ল্যাবরেটরি, তিনমূর্ত্তির কথা জানালেন। এও জানালেন negative ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন না।

"বর্ত্তমানের বাংলা চলচ্চিত্র industry বিষয়ে আপনার কি অভিমত?"

--- খুবই আশাপ্রদ। উত্তমকুমার চলে যাওয়ার পরে বিরাট এক শূন্যতা তৈরী হয়েছিল। ধীরে ধীরে অনেক অভিনেতা ভাল অভিনয় করছেন। বর্ত্তমানের অভিনেতা অভিনেত্রীরা খুবই পরিশ্রমী ও ভাল কাজ করছেন।

"আপনাদের মেয়ে কোয়েল মল্লিক খুব নাম করেছেন। আপনারা নিশ্চয় খুব খুশী?"

--- স্মিত হেসে জানালেন যে কোয়েল খুবই পরিশ্রম করছে। কঠোর পরিশ্রম এবং শৃঙ্খলা ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। দীপা দেবী জানালেন যে তাঁরা যথাসম্ভব মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে মেয়েকে মানুষ করেছেন এবং আশা করেন মেয়ে সেই মূল্যবোধকে অসম্মান করবে না। বর্ত্তমানে কোয়েল অভিনীত 'পাগলু' একটি হিট ছবি।

দীপা দেবীকে প্রশ্ন করলাম - অন্যান্য অভিনেত্রীর সঙ্গে স্বামীর রোমান্টিক অভিনয়ে তাঁর অসুবিধে বোধ হয় কিনা। --- হেসে বল্লেন, বিশ্বাস পুরোপুরি আছে স্বামীর ওপর, তাই সেই সমস্যা নেই।

মাসাই মারার দিগন্তে সন্ধ্যা নেমে এল। আটলান্টায় আমার নিমন্ত্রণ জানিয়ে সাক্ষাৎকার শেষ করলাম।

বেঙ্গল ষ্টোর এন্ড হালাল

!!! শুভ দূর্গা পুজা !!! শুভ দূর্গা পূজা !!!

বাংলাদেশ থেকে সরাসরি আমদানিকৃত
সর্ববৃহত বাংলাদেশী গ্রোসারী ষ্টোর !!!

পূজা সংখ্যার জন্য আজই আপনার নিকটস্থীয় বেঙ্গল ষ্টোর এন্ড হালাল মিট এ যোগাযোগ করুন !!!

FRESH HILSHA / RUHU / KATLA

535 Indian Trail Road, Suite # K | LILBURN, GA 30047

P# 770-986-4111 • F# 770-986-0107

WE CARRY ALL THE LATEST BANGLADESHI DRAMAS, BANGLADESHI & INDIAN BANGLA FILMS AND HINDI FILMS

গোবিন্দভোগের চাল পাওয়া যায়

বাংলাদেশী পাইজাম চাল, নাজিরশাইল চাল পাওয়া যায়

SOUTH KOLKATA HAMARI MUSKAN
- we need your help

- **Hamari Muskan,** a non-profit organization, works with children of women in prostitution aged between 3 and 16 years in the red light area of Bowbazar (Central Kolkata). We are currently running a center with 30 children.
- Our motto: **Hope, self-worth and knowledge** are the means to move away from the cycle of trafficking and leading a life with dignity and respect.
- We will make changes in lives through **EDUCATION, NUTRITION, GROUP COUNSELLING** & forming **MOTHER'S GROUPS**.

The children need your help:

Please contact:
Sumit
duttasumit@hotmail.com +1 404 661 1 4754 OR
Sraboni (who will gladly organize a tour of the center during your Kolkata visits)
C-227, Survey Park, Santoshpur, Kolkata -700075,
hamarimuskan@gmail.com +91 9903285207, 9831535013

Discount
RATES
without discount
SERVICE.

It's no accident more people trust State Farm to insure their cars.
Call today.

Richard E. Schmidt CPCU, Agent
3340 Sugarloaf Parkway, Suite B
Lawrenceville, GA 30044-5478
Bus: 770-339-7950
richard.schmidt.jm5a@statefarm.com

LIKE A GOOD NEIGHBOR STATE FARM INSURANCE STATE FARM IS THERE.®

Providing Insurance and Financial Services

P040034 12/04 State Farm Mutual Automobile Insurance Company (Not in NJ), Bloomington, IL

স্বপ্ন নীড়

শঙ্কর সেনগুপ্ত

রবিবারের সকাল - সপ্তাহ শেষের এই দুটো দিন এমনিতেই গড়িমসি করে উঠতে দেরি করে শুভাশিস। আর রাত দুটোয় বাড়ি ফিরে আজ উঠতে দেরি হলো যেন আরো বেশি করে। গাঢ় পুরু পর্দা টানা জানালায়। জানালার বাইরে ঘন গাছের সারি - সুইটগাম, মেপল, বাটারফ্লাই বুশ। কিছুদূরে বিরাট বিরাট পাইন - ভোরের আলো কেন, মধ্যাহ্নের গণগণে সূর্য্যালোকও বেডরুমে প্রবেশের পথ খুঁজে পায়না। চিরকালই ঘুমকাতর, সবাই তাই ঠাট্টা করে বলে যে সেরকম দেখেই শহরতলির নিরিবিলিতে এই বাড়ি কিনেছে শুভ। বাড়ির পেছনে মখমলে ঘাসে ঢাকা বাগানের বদলে এ যেন বন জঙ্গল। প্রথমবার ঘুম ভেঙ্গেছিল দুপুর দুটো নাগাদ - বাথরুমে যাওয়ার জন্য। আড়চোখে ঘড়ির দিকে দেখেও দেখেনি শুভ - আবার এসে শুয়েছে। বাড়ির ফোন, সেল ফোন সব সাইলেন্ট মোডে। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে কে?

এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। ঘন্টা খানেক হলো উঠেছে। ঘুমের জড়তা কেটেছে কফি খেয়ে। সিঙ্কে ডাঁই করে রাখা বাসন ধীরে সুস্থে কলের তলায় ধুয়ে একে একে সাজিয়ে রাখছে ডিস্ওয়াশারে। গত দুদিনের আলসেমি আর ব্যস্ততার মধ্যে সময় করে উঠতে পারেনি শুভ। কাল সকালে অফিস ফেরার আগে কিছু কাজ তাই এগিয়ে রাখা। এমনিতে বাসন এতো হয়না। কিন্তু শুক্রবার অফিস থেকে ফেরার পথে আশিসকে তুলে এনেছিল - আশিস ছিল গতকাল দুপুর অবধি। আর আশিস আসা মানেই তো রান্না বান্না, এলাহি লাঞ্চ, ব্রেকফাস্টের আয়োজন। আশিস মাস কয়েক এসেছে অ্যাটলান্টায়, আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। বাংলাদেশের চাঁটগা-র ছেলে আশিস। এসেছে জর্জিয়া টেক-এ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। কোনো এক সপ্তাহশেষের পার্টিতে আলাপ। খাওয়াদাওয়ার মাঝে মাঝে রান্নার কথা থেকে এই বন্ধুত্বের শুরু। মাসে বার দুয়েক উইক্ এন্ডে দুজনে মিলে কিছুটা রান্নাবান্না, সিনেমা দেখা। বেঙ্গল স্টোর থেকে আসে আর আর ভেটকি মাছ। হয় সর্ষে দিয়ে বা গড়গড়ে ঝোল। কাঁচা লঙ্কা ঠেসা ঝাল। মুসুরির ডাল - ফোড়ন দিয়ে জাল দেয়া। ওদের গোপন প্ল্যান্ - একদিন দাদা বৌদিদের নেমন্তন্ন করে সারপ্রাইজ পার্টি দেওয়া - অনেক দেনা জমে গেছে এদিক ওদিক। তবে ব্যাচেলারদের ঘরকন্নার দৌড় ঐ রান্নাবান্না অবধি, তাই এঁটো বাসন, হাঁড়িকুড়ি সব জমে গেছে - এখন না মাজলেই নয়।

ইচ্ছে করেই টিভি, ফোন্ কিছুই চালু করেনি শুভ। এটাকে ও বলে ‘My Zen Moment’। সোমবারের পাগলামি শুরু হওয়ার আগে কিছুটা মনটাকে স্থির করা। আর কাল রাত্রে একটু বাড়াবাড়ি-ই হয়ে গেছে - আজ তাই এই কয়েক ঘন্টা নির্জনে নিরিবিলিতে কাটাতে ইচ্ছে করছে। এই সপ্তাহে আবার ট্র্যাভেল্ আছে - অজস্র কাজের ধাক্কা - সেই তুলনায় এই উইক্এন্ডটা একটু অন্য ভাবে কাটানো

উচিত ছিলো হয়তো। অনেক দিন স্টিভের সঙ্গে বেড়োনো হয়নি। কিছুদিন আগে অবধিও সব শুক্র, শনিবার বিকেলটা নির্ধারিত ছিল স্টিভ-এর সঙ্গে বাক্‌হেড্‌-এ মাতলামি করা। কিছুদিন হলো স্টিভের নতুন গার্লফ্রেন্ড হয়েছে - লিজা। তাই এই নিত্য নৈমিত্তিক রুটিনে কিছুটা বাঁধা পড়েছে। স্টিভের বাড়িতে এখন মাঝে মাঝেই নেমতন্ন আসে শুভ-র - পাস্তা ডিনার। লিজা ভীষণ হেল্‌থ কন্‌শাস - তাই সঙ্গে ব্রকলি আর বিন সিদ্ধ। ডিনার টেবিলে কাঁটা, ছুরি, চামচ, ন্যাপ্‌কিন্‌। ন্যাচারাল জলের ক্যারাফে। স্টিভ মানিয়ে নিচ্ছে - মাঝে মাঝে ফোনে গাঁইগুঁই করে বটে - তবে বুঝে গেছে যে ডোমেস্টিকেশন্‌ ছাড়া উপায় নেই। এই উইক্‌-এন্ডে লিজা গেছে কোথায় যেন - গার্লফ্রেন্ডদের রিট্রিট্‌-এ। তাই আবার ফের পাব্‌ ক্রলিং। আবার রাত দুটো অবধি মাতামাতি - আর নেশা কাটানোর জন্য বাড়ি ফেরার আগে Waffle House এ তেল, মাখন চপ্‌চপে ডিম্‌ আর সসেজ্‌। রাতের ক্লান্তি তাই এখনো কাটেনি। তাই এই যেটুকু সময় বাকি আছে - সেটাকে নিজের মতো করে কাটানোর ইচ্ছে।

লিভিংরুমে এসে সেল্‌ফোনটা হাতে তুলে নেয় শুভ। চারটে মিসড্‌ কল। আর অবশ্যি স্টিভের এস্‌-এম্‌-এস্‌ - 'কল্‌ মী!' সময় দেখাচ্ছে সাড়ে এগারোটা। ওর থেকেই দুটো মিসড্‌ কল। মেসেজ বক্স ভর্তি - তাই চেক্‌ করে লাভ নেই। স্টিভ একটু হেলথ ফ্রীক্‌ - আর লিজার সঙ্গে মীট্‌ করার পর যেন আরও বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। কাল একবার বলেছিল বটে - চ্যাটাহুচি ট্রেলে যাবে দৌড়তে। হয়তো তাই জন্য-ই কল করেছিল। ঠিক সময়ে কল পেলেও শুভ ফোন তুলত কিনা সন্দেহ। খোলা নেচারে, চড়াই উৎরাই উতরোতে কোনো আনন্দ পায় না শুভ। জিমের স্টেয়ার মাস্টারেই অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে শুভ। তবে এখন ছ-ঘন্টা কেটে গেছে। বাইরে প্রায় অন্ধকার - তাই এখন কল করাই যেতে পারে। কাছাকাছি কোথাও ডিনারে গেলে মন্দ হয় না। ফ্রিজ ভর্তি খাবার - আশিস নিয়ে যায়নি - একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে চারজনের সঙ্গে। অ্যামেরিকান রুম্‌মেট নাক শিঁট্‌কোবে আর মাছের কালিয়া মাইক্রোওয়েভে গরম করলে। তাই এই উইকএন্ডের রান্নার ফসল এখন স্টিভের ফ্রিজে। তবে শুভ-র ইচ্ছে যে কাছাকাছি কোথাও গিয়ে খেয়ে এলে মন্দ হয়না। নতুন ভিয়েতনামিজ রেস্টুরেন্ট-টার কথা হয়েছিল স্টিভের সঙ্গে কাল - ও উৎসাহ দেখিয়েছিল। হয়ত তাই কল করেছিল। তাহলে তো আবার রান্না বান্না গুলো ডিপ্‌ ফ্রিজারে ঢোকাতে হবে - কারণ কাল রাত্রের ফ্লাইটে বেরিয়ে যেতে হবে সিয়াটেল - ফেরা সেই সপ্তাহ শেষে। আবার পচ্‌বে - আর এ-সপ্তাহে অনেক খসেছে বেঙ্গল স্টোরে মাছের পেছনে - কাত্‌লা, রুই, আর। আর রান্নাটাও সেই জন্যই বেশ জমজমাট হয়েছে।

ফ্রিজার-সেফ ব্যাগে সব তুলে রেখে আর এক প্রস্থ বাসন মাজামাজি করে ফোন হাতে তুলে নেয় শুভ। ডায়াল করবে স্টিভের নম্বর। অন্য হাতে তুলে নেয় টিভি-র রিমোট্‌-টা। ছ-টা দশ - এসময়টা একবার আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেবে। কালকে ট্রাভেল্‌ এ আবার ব্যাঘাত না ঘটে। হঠাৎ চোখে পড়ে হোম্‌ ডিপো'র কুপন। এক ক্যান্‌ পেন্ট কিনলে, একটা ক্যান ফ্রী। আজকেই শেষ দিন। কাজটা সেরে আসলেই হয়। মিনিট পনেরো দূরে। আর আজ ক্রিস্‌ আছে পেন্ট সেক্‌শানে - ক্রিসের সঙ্গে আড্ডা মেরে আনন্দ আছে। ক্রিস দুমাস আগে অবধি শুভর অফিসে কাজ করত। রিটায়ার করে হোম ডিপোয় কাজ নিয়েছে। গত দুসপ্তাহে অনেক গল্পগুজব জমে গেছে - ক্রিসের এখনও খুব আগ্রহ অফিসে কী হচ্ছে। ঘুরে আসলেই হয়। গাড়ীতে উঠে স্টিভকে কল করলেই হবে। ওর যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে ফেরার পথে ভিয়েতনামিজ রেস্টুরান্টে মীট্‌ করলেই হবে।

গাড়ীতে ওঠার সাথে সাথেই কল করেছে শুভ। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নেয় হাস্যচ্ছলে। আসলে স্টিভের কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। এককালে কিছুদিন রুমমেট ছিল ওরা। শুভ-র অনেক হ্যাবিট্ই স্টিভের অজানা নয়।

তোমার ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। কালকে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল। তাই চ্যাটাহুচি ট্রেলে যে তোমাকে পাব তার আশা ছিল না। তবুও একবার কল করেছিলাম। বেশ ভালই দৌড়ানো গেল। তা এখন কী হচ্ছে?

আমি চলেছি হোম ডিপো - কয়েকটা জিনিস তুলতে হবে।

শুভ শুনতে পায় পেছনে টিভি-র আওয়াজ। বুঝতে পারে স্টিভ কিছুটা আনমনা।

তোমার একজন বন্ধু আছে না - আশিস? একবার দেখা হয়েছিল বোধহয়। তবে মুখটা মনে নেই। টিভিতে দেখাচ্ছে কি একটা! হোল্ড ওন্ - বোঝা যায় রিমোট দিয়ে ভল্উম বাড়ালো স্টিভ।

হোম্ ডিপো-র পার্কিং লটে পৌঁছে গেছে শুভ। গাড়ি পার্ক করে অপেক্ষা করে - শুনতে পায় স্টিভ টিভি-র ভল্উম কমাচ্ছে।

না:। এই নতুন যে আইন-টা পাশ করেছে ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রান্টের বিরুদ্ধে তাই নিয়ে চেঁচাচ্ছে আমাদের নতুন মেয়র। কাল সাউথ কব ড্রাইভে গ্যাস্ স্টেশনে শুটিং ‘এ মারা গেছে কোন এক ইমিগ্রান্ট - তার নাম বলল আশিস। এখন দোকানের মালিককে নিয়ে পড়েছে কারণ যে মারা গেছে সে নাকি ছিল ইল্লিগ্যাল। তার নাকি গ্যাস স্টেশনে কাজ করার উপযুক্ত কাগজপত্র ছিল না। তবে স্টুপিড পলিটিকাল কপ্চানি - স্টেশনের মালিক বেপাত্তা। তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। আর যে মরল, কে তাকে মারল - তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই।

ভিক্টিম্ সম্বন্ধে আর কিছু বলেছে কি? শুভ’র মনটা ছ্যাঁত করে ওঠে।

না - ঐ যে বললাম, সব ফোকাস্ ওদের এখন জর্জিয়া ইল্লিগ্যাল ইমিগ্রেশন আইন নিয়ে। আর তুমি চিন্তা কোরো না। আশিস তো স্কলারশিপ নিয়ে পড়ছে - ও কেন মরতে গ্যাস স্টেশনে যাবে রাত্তিরের শিফট্ করতে?

শুভ ফোনটা নামিয়ে রাখে। স্টিভ-কে আর ডিনারের নেমন্তন্ন করেনা। হোম্ ডিপো-র কাজটা সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে একবার ইন্টারনেটে চেক্ করে নেবে। একবার ভেবেছিল যে আশিস-কে কল করে দেখবে। ফোন হাতে নিয়েও ডায়াল করে উঠতে পারেনি। বোকা বোকা দেখাবে না? কি বলবে যখন আশিস ফোনটা তুলবে? তার চেয়ে বাড়ি গিয়ে অনলাইন সব চেক করে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে?

পেন্ট সেক্শানে গিয়ে দেখে আজ অন্য লোক। নেম ট্যাগে দেখাচ্ছে অমোল প্যাটেল। এগিয়ে এসে পরিচয় দেয়। আগ্রহী আলাপে লোক। মাস দুয়েক হলো এসেছে - ফ্যামিলি কোটাতে। দাদা বছর পনেরো আগে গ্রীণ কার্ডের অ্যাপ্লাই করেছিল - এতদিনে ডাক পড়েছে। আমেদাবাদের স্কুলের চাকরী ছেড়ে, ফ্যামিলি পেছনে ফেলে চলে এসেছে। ভাইব্রেটরে পেন্টের ক্যান্ শেক হচ্ছে - লাল, হলুদ সাদা বেস কালারের সঙ্গে মিশে তৈরি হচ্ছে ‘অরেঞ্জ সানসেট’ কালার গেস্ট বেডরুমের জন্য। দোকানে প্রায় কেউ নেই বললেই চলে। তাই অখন্ড অবসর অমোল বাবুর।

বয়স তো অনেক হোলো। এতদিনে ডাক পড়লো। এই বয়সে আবার নতুন করে শুরু করা। মেয়ে, বউ তো আসতে পারলো না। সামনে মেয়ের বারো ক্লাসের পরীক্ষা। দিয়ে

আসবে।

-তা কেমন লাগছে?

-যাই বলুন তাই বলুন - ল্যান্ড অফ্ অপোরচুনিটি। দেশে ভাবা যায় পেন্ট বেচে জীবিকা রোজগার করা? আত্মীয় স্বজন ছি: ছি: করতনা? আর এখানে শিফটের ঠিক আগে বৌদি নিজে এসে নামিয়ে দিয়ে ....

শুভ-র খুব একটা মন নেই। যত এলোমেলো চিন্তা। তবু অমোল বাবুকে থামানো মুশকিল। স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন - ফিজিক্সে পি-এইচ-ডি। আর এখন হোম ডিপোট-এ হাওয়ারলি এম্প্লয়ি। কোথা থেকে কোথায় - শুভ ভাবে একবার জিজ্ঞাসা করবে কিনা, যে মনে কোনো খেদ আছে কিনা অমল বাবুর। তবে মনে হলো নেই - নতুন লিজ্ অন্ লাইফ। অনর্গল কথার মাঝখানে ফিক্ ফিকে হাসি।

তোমারও তো নিশ্চয় অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে। এখন তুমি কতো সাকসেস্‌ফুল। আমিও কটা দিন ...

পেন্ট তুলে নিয়ে কোনো রকমে শুভ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। একরকম পালিয়েই আসে।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবে আশিসও তো এসেছে কতো আশা নিয়ে। মাঝে মাঝেই বুঝতে পারে শুভ যে আশিস সব কিছুকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাড়াতাড়ি। হতে চায় শুভ-র মত। পকেটে গ্রীন কার্ড, শহরতলীতে নিজের বাড়ি, বাগানে লাউ, কুমড়োর গাছ, গ্যারাজে ঝক্ঝকে নতুন গাড়ি। নিয়ে আসতে চায় মা-বাবাকে। গাড়ি চাপিয়ে নিয়ে যাবে ডেস্টিনের সমুদ্রতটে। আগামি পাঁচ বছরটা, মাস্টার, পি-এইচ-ডির পালাটা চুকিয়ে নেওয়ার তড় সইছে না যেন। সেই তাড়া হুড়োতে বোকার মতো কিছু করে বসে নি তো আশিস?

গাড়ির স্পীড্ বাড়িয়ে দেয় শুভ...

Connecting business and technology

PeopleSoft and Oracle Consulting Services

161 Village Pkwy, NE, Building 7
Marietta, GA 30067.
Phone: 770-373-2300
www.skybridgeglobal.com

Global MALL invites your family to celebrate it's

10th anniversary!

Celebrating 10 successful years of bringing the community together under one roof @...

GLOBAL MELA

Saturday & Sunday
October 8th - 9th
11am - 6pm

Mega Sales

Best Weekend to shop with lots of specials just for the mela

Cultural Shows

October 8th & 9th

with dancing, singing, music, magic and much more!

FREE Zumba Dance
Saturday 2pm

FREE Pony Rides
Sat & Sun

& Many MORE!!!

Booths

Rent a booth for the weekend and put a spotlight on your business with over 15,000 visitors

Games

FREE Outdoor Carnival with Inflatable rides and games with thousands of prizes

Food Galore

Food Court and Ashiana Specials

FREE popcorn, cotton candy, snow cones and more!

For information on booth rentals, participation & volunteering please contact Global Mall @ globalmela@gmail.com or call 770-416-1111

LADLEE   LEGACY JEWELS   Ashiana FINE INDIAN CUISINE & BANQUET HALL

Global Mall   www.amsglobalmall.com   5675 Jimmy Carter Blvd. Norcross, GA 30071   770-416-1111

The Battle of Green and Blue

Dev Chatterjee (9th Grade)

This Epic sort of battle
Has taken place before
For this really is the eternal
Neverending war

The Green Monsters wage their war
In the name of country pride
But the Men in Blue have the strength
Of a billion on their side

The long history of conflict
That started this fight
For centuries and centuries
Had lit countries alight

The attacking army
In a straight line they wait
The representatives of a country
Torn apart by hate

Green uniforms on their back
On their chests, the star and moon
For these vengeful soldiers know
The Battle shall start soon

The blue army waits
For the green-men's attack
Once this war's started
There's no going back

Blue shirts on their torso
Blue caps on their head
Everybody's ready for the

Battle up ahead

Generals Dhoni and Afridi
Look each other in the eye
And both generals' men
Bring their weapons to their side
This battle won't be fought
With swords, bombs, or guns
For this is a war
Fought with wickets and with runs

The battle starts
The blue army bats
Both armies look
To improve their stats

The blue-men leave the battlefield
At 260, a humble score
The green-monsters chase the righteous blue
But struggle to hit 6's and 4's

The green army fails
Finishing with 241
The men in blue prevail
The battle's finished, it is done

Men scream, fans cheer
The country is on fire
Of the righteous warriors
The children do admire

The green-men hang their heads
For they have lost the war
But this battle will take place again
As it has done before

The House of Comic Strip

Suprotik Debnath (Eighth Grade)

Suprotik, who is also known as Sonu, likes to read books about anything. He also likes to play video games, track, and piano, and loves to go on long vacation trips to India.

This summer we went for vacation like we do every year. This time we went to many different countries with their own specialties .During our vacation, we went to The House of Comic Strip, which is basically a huge museum filled with old and new comics. The Comic Strip was designed by Victor Horta. Many old comics from old French, Dutch, and English folklore are kept for display. It is housed in a former department store, near a French embassy. The comic strip has many books too, most about Loremasters and old storytellers. All in all, the museum features characters such as Tintin, The Smurfs, Garfield, and other heroes.

The ground floor consists of a floor designed with a window, much like a stellarium. Many escapades of ladders and stairwells crisscross the building. The Comic Strip had a lot of old and modern comics. There were comics such as Tintin, Charlie Brown, and a lot of others. We only had an hour to look around, because we came at five o' clock. The museum closes at six, and the museum was a bit small. We were going to go other places also, but it was raining and I was tired, meaning we had to go back to the hotel. We still had to stay and look at each and every single caption, because of the tour. The strange thing is that they gave us giant binders instead of those electronic devices that fit in your pocket.

We also saw a lot of cartoonish models of cars and rockets. We saw the rocket that Tintin rode on and statues of Captain Haddock, Tintin and Professor Calculus in Moon exploration suits.It was when he was going to space to collect a few rocks for the professor. We saw Tintin as an astronaut, too.

Many other characters and objects were scattered around the building. There were a few Smurfs that were in one corner, gossiping about who knows what. There was Popeye beating up a fat man in a sailor suit. I also saw Garfield eating an extra large hamburger, complete with extra large fries, 10 extra large cheeseburgers,

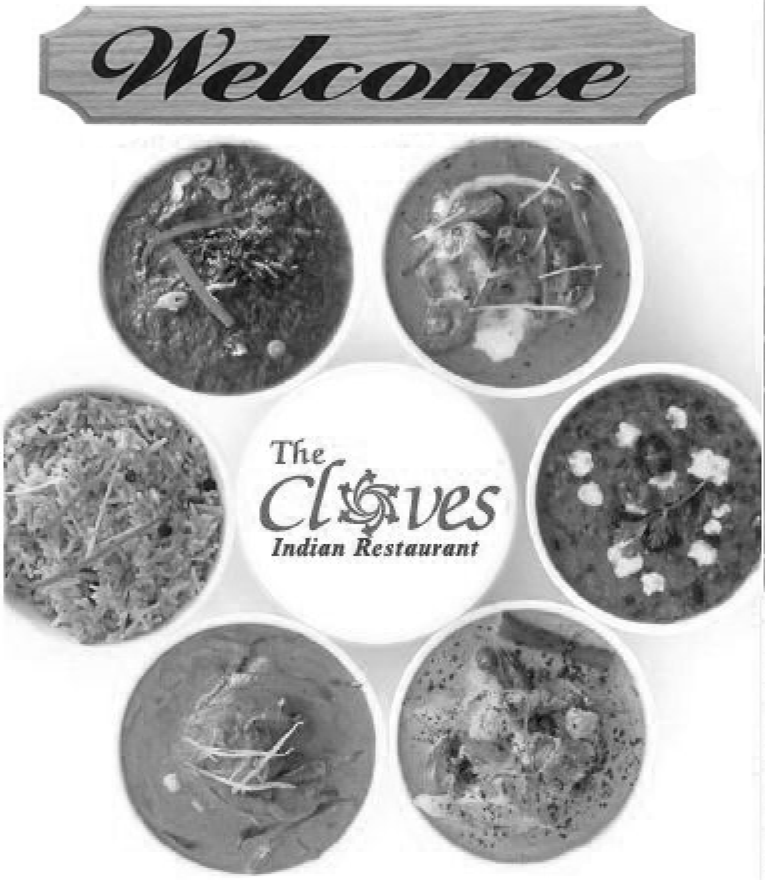

The Cloves Indian Restaurant
North Indian Restaurant

1300 Peachtree Industrial Boulevard,
Suite 2210, Suwanee, GA 30024
Phone: 678-714-2275
Email: info@theclovesrestaurant.com

Hours of Operations

Tuesday – Friday	Lunch	11:30 am – 2:00 pm
Tuesday – Thursday	Dinner	5:30 pm – 10:00 pm
Saturday	Lunch	11:30 am – 3:00 pm
Friday – Saturday	Dinner	5:30 pm – 10:30 pm
Sunday	Lunch	11:30 am – 3:00 pm
	Dinner	5:30 pm – 9:00 pm

The Cloves Indian Restaurant

BUY ONE ENTRÉE AND GET ONE AT HALF PRICE

ANY PURCHASE OF $35.00 OR MORE

(WITH THIS COUPON. THIS OFFER CAN NOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFERS. VALID FOR DINE-IN ONLY. EXCLUDES DRINKS+TAXES. Limit One Per Table.)

The Cloves Indian Restaurant

10% off your entire order

MINIMUM PURCHASE OF $35.00 OR MORE

(WITH THIS COUPON. THIS OFFER CAN NOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFERS. NOT VALID FOR LUNCH BUFFET. EXCLUDES DRINKS + TAXES. Limit One Per table.)

and a lot more junk food. There were a few other characters from French folklore, like Pierre the pie maker and some cat who trained humans. There were also Dutch characters, too, but I didn't understand anything, mostly because it had to be translated, and I was too lazy to do any of that. I think his name was Bluto, or Button, or something like that. I saw a lot of those things where you put your head through a statue and pretend to be a knight or something. I think I saw around four of those. Anyway, there were a lot of comics and models everywhere, so I was entertained. I went to this room where there were comics before and after the publication. I also saw this one thing where you put on this helmet and you listen to the comics.

When we went to the gift shop, we saw a lot of figurines. I didn't want to buy any because they are too expensive. I thought that buying one of those souvenirs was kind of a waste of money, so, instead, we decided to buy a souvenir somewhere else. After that we had to stay a bit longer because it was hailing and I was tired. I saw a guy reading something in Chinese, but it turns out he was holding the book the wrong way. After that, well there was nothing left to see, so we went home.

PUJA GREETINGS

from Sabina Chowdhury

নক্সী বুটিক

NOKSHI BOUTIQUE

Global Mall, 5675 Jimmy Carter Blvd, Suite 575, Norcross, GA 30071
PH: 770-368-9060, Fax: 770-717-2735, www.nokshiboutique.com

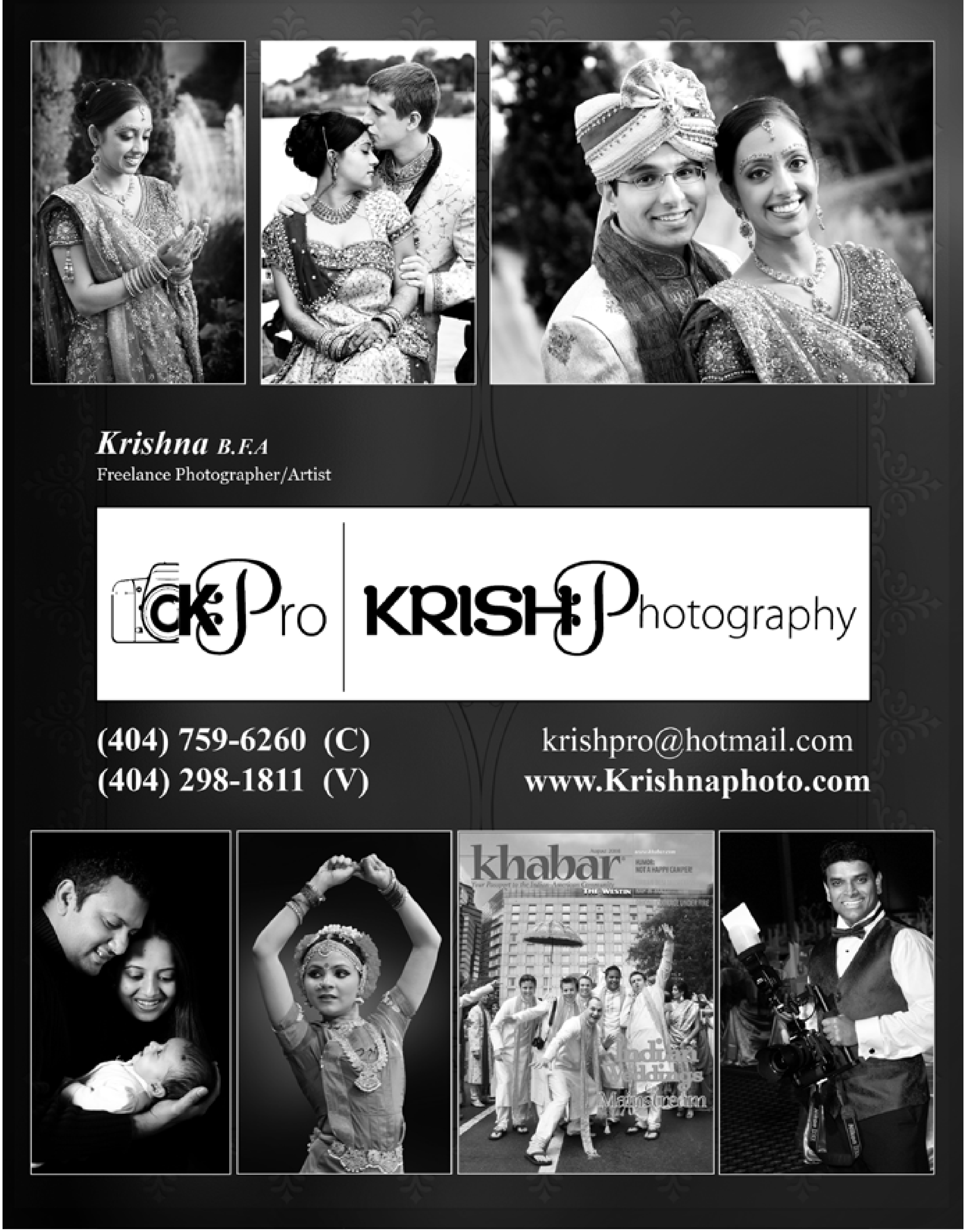
Krishna B.F.A
Freelance Photographer/Artist
CKPro
KRISH Photography
(404) 759-6260 (C)
(404) 298-1811 (V)
krishpro@hotmail.com
www.Krishnaphoto.com
khabar
Indian Weddings

Elora Mukhopadhyay / Age 10

Shayon Raman Odhwani / Age 4

Trisha Bhattacharya / Age 10

Best Wishes to BAGA

Members and Patrons

On the Occasion of the

Durga Puja Celebration

HONDA Carland ACURA Carland

Honda Carland
11085 Alpharetta Highway
Roswell, GA 30076
770-993-2805

Carland Service Center
11300 State Bridge Road
Alpharetta, GA 30022
678-624-0050

Acura Carland
3403 Satellite Blvd
Duluth, GA 30096
770-623-9211

Service: CarlandService.com
Sales: ShopCarland.com

The meaning of Devi

Aranyak Bhattacharya

The meaning of god
Has many faces,
The creator, the savior
And devi.
But the best word of them all
Is "caring".

The devi stands tall,
Compared to demon
The demon looks small.

Now the time has changed,
There are cars, video games and lots of names,
But the devi gives us power,
To never be a coward.
And that is the
Meaning of god.

SPRING FLOWERS

Raka Chakraborti

In spring morning when I go
To my elementary school -
I see the sleepy garden,
With flowers beautiful.
The azalea, dahlia and the
Dreamy marigold
Stare at me as if to tell
A story untold -
Then in the corner, when I look
At the Cherokee rose
I wish from my heart that
Spring would never close!

For more information please call:
W: 770-220-2800 | C: 678-595-6675

Established since 1996, Home Pointe Mortgage Company has been providing Financing and Re-Financing Services to clients with mortgage needs. Anh's team is experienced and knowledgeable. We build our reputation on honesty, efficiency, low cost and most importantly, guarantee on "No surprises at closing". You get personal attention and individual services from our team. If you are interested in saving money and finding a program that meet your mortgage need, please contact:

Anh L. Truong
MLO, NMLS #166316
Home Pointe Mortgage Company
NMLS#164725 GRML#19564
3235 Shallowford Road, Chamblee, GA 30341
www.ehomepointe.com

email: anh@ehomepointe.com

Best Wishes for Durga Puja

DARJI, IYER, JOSHI & PATEL, LLP.

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

Bhupen Darji
6121 Oakbrook Parkway
Norcross, GA 30093
Tel: (678) 966-0005
Fax: (678) 969-0016
Email: bhupendra_darji@hotmail.com

Shivangi Das / Age 13

Shinjini Das / Age 9

NOW OPEN

Occasions EVENT CENTER

passion . vision . dreams

ATLANTA'S FIRST ALL EXCLUSIVE EVENT CENTER

From the management that brought you the previous famous Maharaja Restaurant & Banquet Hall

Accommodation up to 300+ people.
Pre-Function area for cocktail and hor 'devours
Bridal suite & changing room for the special dulhan
Extravagant Venue For All Occasions
Ample complimentary parking

2101 Northlake Parkway • Tucker, GA 30084
(404) 503-5335 • (770) 723-3728
www.occasionsatlanta.com

Belly Dancing

Friday & Saturday: Belly Dancing 8:00-10:30 p.m

Belly dancing is only performed if there is not a private event

Call for information and timings

From 25 to 2000 people

Cafe Bombay can accommodate you and your guests catering needs for any event. We specialize in weddings, birthdays, conventions, anniversaries, and other private events. We also work with Atlanta venues to offer you an unforgettable event.

For private events and catering services, please contact 404.320.0229

Cafe Bombay

Lunch: Monday-Friday: 11:30am-3:30pm
Saturday & Sunday: 12:00pm-4:00pm

Dinner: Sunday-Thursday: 5:00pm-10:00pm
Friday & Saturday: 5:00-10:30 pm

1622 Woodcliff Drive NE • Atlanta, GA 30329
Tel: (404) 320.0229 • Fax:(404) 320.0125
www.cafebombayatlanta.com • cafebombay@bellsouth.net

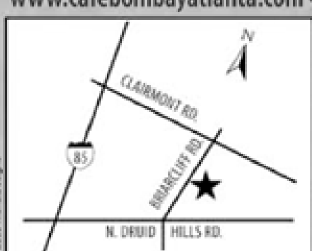

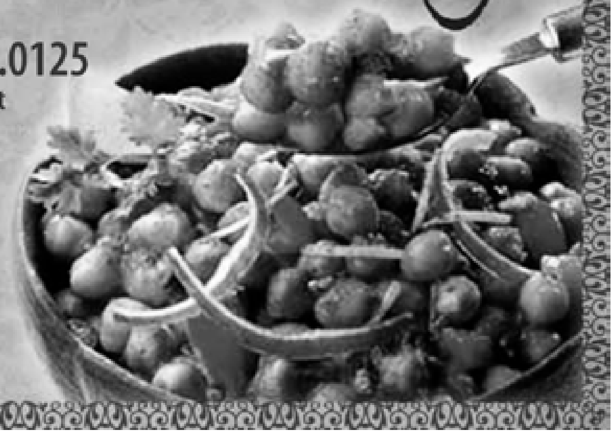

India Plaza
High Quality Indian Super Market

India Plaza is the leading South Asian Spermarket and Grocery store located at the heart of Alpharetta on Windward Parkway. At India Plaza we offer best customer service, best quality groceries, and fresh vegetables.

We carry thousands of products from all the leading brands including lentils, snacks, dals, rice, flours, frozen , spices, ready to eat, coffee, tea, and fresh vegetables etc. We also sell a variety of fresh home made products including samosa, kachori, chapathis etc.

We have huge collection of Hindi, Telugu, Tamil, Kannada, and Malayalam DVDs for rental.

State Farm
Providing Insurance and Financial Services
Home Office, Bloomington, Illinois 61710

STATE FARM
Auto Life Fire
INSURANCE

Rick Mottern, Agent
1610 Ridenour Blvd NW, Suite 104
Kennesaw, GA 30152-4486
Bus 770-422-1818
Fax 770-693-1572
rick@rickmottern.com
The greatest compliment you can give is a referral

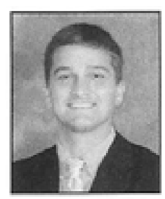

LEXUS

Hennessey Lexus
5955 Peachtree Ind. Blvd.
Atlanta, GA 30341

Stephen Mittler
Sales & Leasing Consultant
Direct: 678-542-1817
Cell: 678-521-9415
Email: smittler@lexusatlanta.com

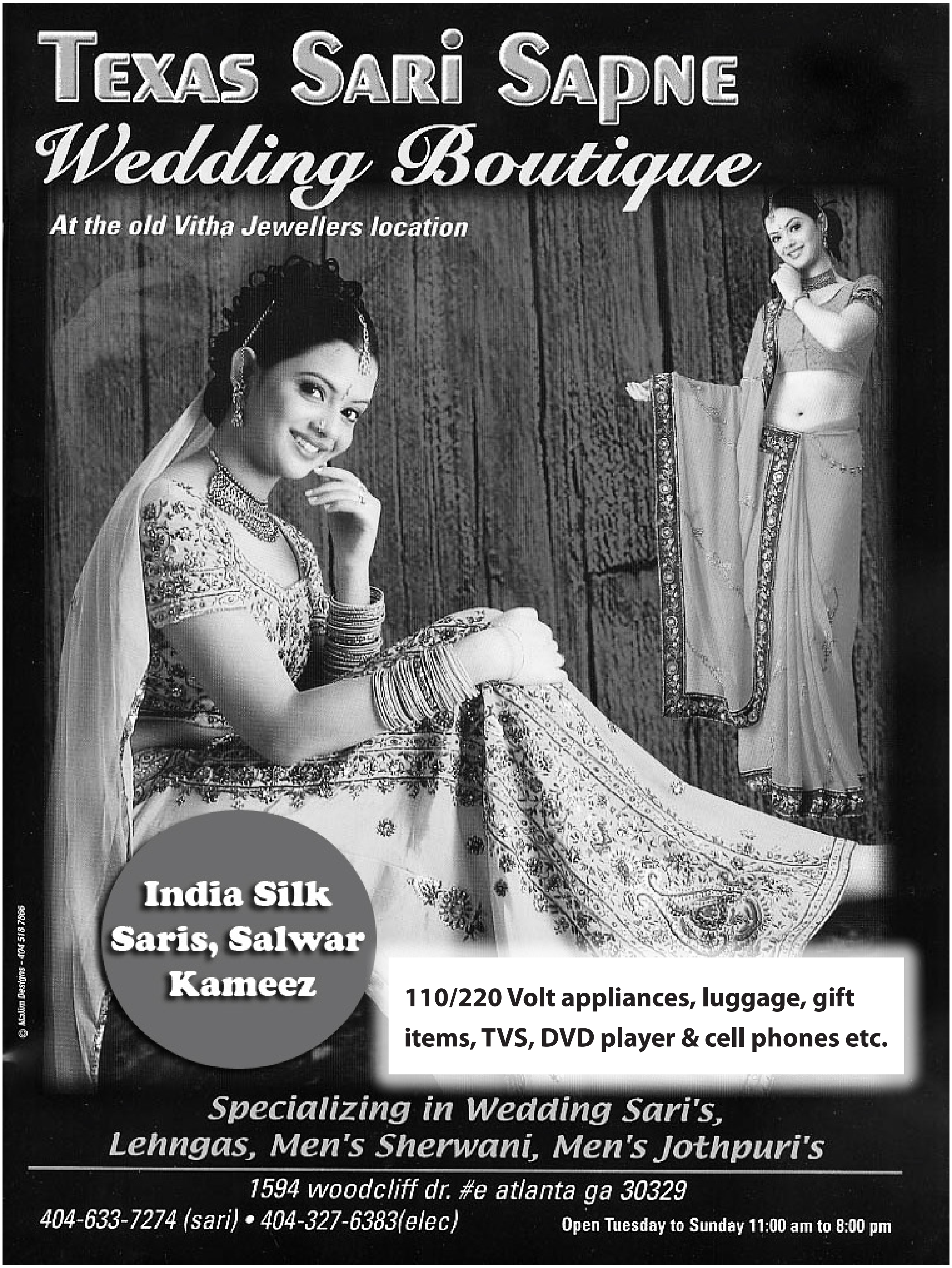
TEXAS SARI SAPNE
Wedding Boutique
At the old Vitha Jewellers location
India Silk Saris, Salwar Kameez
110/220 Volt appliances, luggage, gift items, TVS, DVD player & cell phones etc.
Specializing in Wedding Sari's, Lehngas, Men's Sherwani, Men's Jothpuri's
1594 woodcliff dr. #e atlanta ga 30329
404-633-7274 (sari) • 404-327-6383(elec)
Open Tuesday to Sunday 11:00 am to 8:00 pm

STATE FARM INSURANCE

Phone: (770) 998-1464
Fax: (770) 998-1473
glen.monroe.b9vs@statefarm.com

State Farm Insurance Companies
Home Offices: Bloomington, Illinois

GLEN MONROE
Agent

1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261

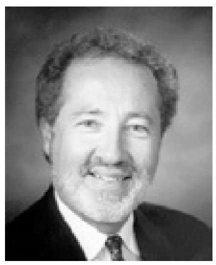

www.ChatPattiAtl.com

CHAT PATTI

Pure Indian Vegetarian Restaurant
Fresh, Hot & Spicy Everyday

We Serve All Kinds of Chaat

Gujarati, Punjabi &
South Indian Cusine
Chaat Specialities

(404) 633-5595
1594-F Woodcliff Dr.
Atlanta, GA 30329

R. K. & ANILA

HOPE DENTAL GROUP

Family & Cosmetic Dentistry

Call for an appointment
Mon - Fri 9am-5pm

Norcross 770-368-3297 or Lawrenceville 678-407-9706

By appointment only
Emergency care walk-ins available

Asha J. Vellanki, D.D.S.

Come visit us at:

4046 Wetherburn Way, Suite 3
Norcross, Georgia 30092
Ph. 770-368-3297
Fx. 770-242-3862

1575 Lawrenceville Hwy, Suite G
Lawrenceville, Georgia 30044
Ph. 678-407-9706
Fx. 678-407-9709

UNDER NEW OWNERSHIP!

Endless Pizza, Pasta, Salad & Dessert Buffet
ALL DAY, EVERY DAY!

Don't see the pizza you want on the buffet, we'll make it for you!

770-645-1550
10516 Alpharetta Hwy.
Behind the Autozone in Roswell
FREE WIFI!

NOW SERVING BLUE BELL ICE CREAM!

CiCi's Pizza

CATERING AVAILABLE FOR LESS THAN $4 PER PERSON • ASK A MANAGER FOR DETAILS!

FREE ADULT BUFFET
with the purchase of an Adult Buffet & 2 Soft Drinks
Expires 12/15/2011 Coupon required. Not valid with any other offer. Valid only at 10516 Alpharetta Hwy. in Roswell. Limit 1 offer per coupon, per visit.

$4.49 LARGE
15" 1-TOPPING CARRY-OUT PIZZA
Expires 12/15/2011 Coupon required. Not valid with any other offer. Valid only at 10516 Alpharetta Hwy. in Roswell. NO LIMIT.

2 CAN DINE FOR $9.99
Includes 2 Adult Buffets & 2 Soft Drinks
Expires 12/15/2011 Coupon required. Not valid with any other offer. Valid only at 10516 Alpharetta Hwy. in Roswell. Limit 1 offer per coupon, per visit.

Enhance Your Image

Digital Banners - Posters - Vehicle Graphics

PRINT N SIGNS

- Printing
- Graphics Designing
- Booklets
- News Letters
- Neon & Electric Signs
- Banners
- Lamination
- Menus
- Web Designing
- Signs
- Vehicle Graphics
- Digital Printing
- Trade Show Displays
- Channel Letters

PRINT N SIGNS

404-296-9141
www.printnsigns.com

2968 North Decatur Rd., Suite C,
Decatur, GA 30033
Fax: (404) 296-9164
E: Mail: pns2000@aol.com

The Largest and Exclusive Appliances Store in Southeast

220V/110Volt Appliances · TV • VCR · CD Player · Toys · Cameras
Kitchen Appliances · Phones · Stereos · Fax Machines · Microwave Oven
Seiko-Citizen-Casio Watches · American Tourister · Samsonite Luggage
Brand Name Perfumes · Parker-Cross Pens · Rayban Sunglasses
Rice Pearls · Corals · Jade · Calculators · and many more Gift items.

A to Z

ELECTRONICS & GIFTS

WE DO DIGITAL VIDEO CONVERION

220V/110V APPLIANCES

Tel/Fax: (404) 299-9196

1713 Church St., Suite A-1, Decatur, GA 30033
Hours: Tue. To Sun. 11am-8pm | Monday Closed

আটলান্টায় সেরা মাছ!

শহরের সবচেয়ে কমদামে
এই প্রবাসে আমাদের কাছে পাবেন বাঙালি
খাদ্যাভ্যাসের সব উপকরণ
বিশেষতঃ দেশী মাছের বিশাল সমারোহ!
চাঁদপুর ইলিশ $6.99/LB

মাছ ও মাংস পৃথক মেশিনে কাটা হয়

WHOLE GOAT: $4.39/lb
WHOLE LAMB: $4.59/lb

বিলাল হালাল মিট এন্ড গ্রোসারী

3408 Clairemont Road, NE, Atlanta, GA 30319
(Corner of Buford Highway & Clairmont Road) * (Open Seven Days: 10AM-10PM)
Phone: 404-477-2955

Religious Services
Hindu Sanskaras

- Vastu Puja
- Marriage
- Naming Ceremony
- New Business Ceremony
- Bhajans
- Pravachan
- Wedding Anniversary
- Katha
- Birthday
- Funeral

All types of religious work according to tradition

Pandit Giri
Tel: (770) 982-6885
Cell: (678) 665-2301

Paradise
BIRYANI POINTE

NOW OPEN in Atlanta

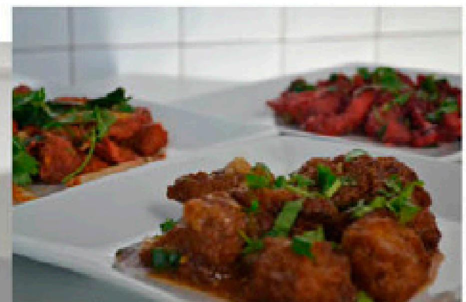

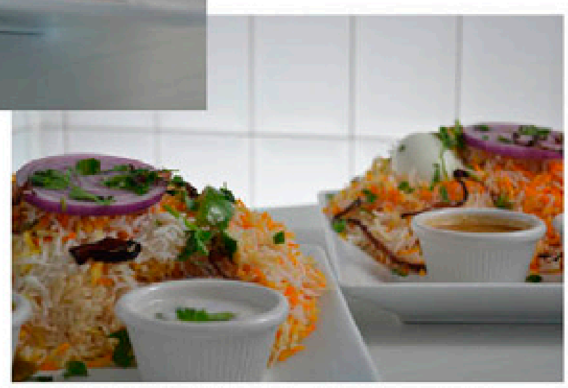

(678) 339-0068 (678) 339-0069
5310 Windward Parkway,
Alpharetta, Ga
www.gabiryani.com

Past BAGA Committee

Year	President / Vice President	Secretary/Jt. Secretary	Treasurer
2010	Achintya De, Sumit Dutta (VP), Ashima Das (VP)	Kaushik Basu	Debatirtha Basu
2009	Priyabrata Dutta, Debasree Chatterjee-Dawn (VP), Saswati Banerjee (VP)	Joyita (Bagchi) Hegde	Subhankar Mukherjee
2008	Rabindra Chakraborty, Papiya Dutta (VP)	Mousumi Karanjee	Shubu Mitra
2007	Dibyendu De, Mrs. Shanta Gupta (VP), Mr. Achintya Dey (VP), Mr. Santanu Sinharoy (VP)	Dr. Ranjita Betarbet	Mr. Umashankar Mondal
2006	Kiriti Gupta, Abir Mullick (VP), Anil Chakraberti (VP)	Dibyendu De	Raktim Sen
2005	Mamata Paul, Premanand Goswami (VP), Sabari Roy (VP)	Santanu Sinharoy	Soumen Ghosh
2004	Partho Mukherjee, Mamata Paul (VP)	Moitri Sarker	Sandip Dutta
2003	Shankar Sengupta, Amalendu Sarkar (VP)	Raja Gautam Kar	Sanghamitra Saha
2002	Raktim Sen, Soumitra Chattopadhyay (VP)	Sabari Roy	Arunava Saha
2001	Amiya Ray Chaudhuri, Mridul Kumar Paul (VP)	Amlan Mojumdar	Surajit Roy
2000	Debashis Bhattacharya, (partial term served)	Working Committee: Sumitra Bhattacharya, Shubhra Nag	Timir Pandit
1999	Nita Bose, Shubhra Nag (VP), Maya Biswas (VP)	Ashoke Sarkar, Madhumita Chatterjee, Chaitali Chatterjee, Anjali Roy	Sharmila Chatterjee Sathi Karan
1998	Sreeparna Roy, Sanjukta Haldar (VP)	Lekha Mukherjee, Sabitri Pal	Rajashree Jena
1997	Shailendra Banerjee	Rajashree Jena, Saibal Ghosal, Gouri Banerjee	Timir Pandit
1996	Ashoke Bhattacharya	Sanjoy Maity	Joydip Bandyopadhyay
1995	Manoj Chakraborty		Ashoke Sarkar
1994	Monica Mukherjee	Anjali Roy	Alpana Poddar
1993	Shrimita Ray Chaudhuri	Sumitra Bhattacharya	Manoj Chakraborty
1992	Shubhra Nag	Kasturi Talukdar	Nirmal Das
1991	Kaberi Basu	Partha Bhattacharya	Gautam Goswami
1990	Sumitra Bhattacharya	Uma Mukherjee	Anik Chakraborty
1989	Dipak Bagchi	Dipankar Sarkar	Anita Chakraborty
1988	Niranjan Talukdar	Sujan Mukherjee	Anjan Duttagupta
1987	Alak Biswas	Shrimita Ray Chaudhuri	Dipak Bagchi
1986	Ashim Dutta	Monica Mukherjee	Barun De
1985	Ranjan Duttagupta	Bula Gupta	Soumya Das
1984	Partha Mukherjee	Rabi Basu	Lali Derrick
1983	Samarendra Mitra	Niranjan Talukdar	Samir Mitra
1982	Sabyasachi Gupta, Alak Biswas (VP)	Ashim Roy	Priya Das
1981	Bijan Das	Samarendra Mitra	Partha Mukherjee, Pranab Lahiri
1980	Mohit Sen, Sumitra Bhattacharya (VP)	Jayanta Bhattacharya	Ashim Dutta
1979	Jayanta Bhattacharya	Partha Mukherjee	

LARGEST SELLING FOOD BRAND IN AMERICA

BAGA 2010-2011 Financials:

2010 Beginning Balance			**2011 Beginning Balance**		
2010 Checking beginning Balance Total	$ 1.08		**2011 Checking beginning Balance Total**	$ 4,754.07	
2010 CD Savings	$ 61,610.42		2011 CD Savings	$ 59,568.90	
2010 Operations as of September 20th	**Income**	**Expenses**	**2011 Operations as of September 20th**	**Income**	**Expenses**
Administrative	$ -	$ 2,305.03	Administrative		$ 967.00
Saraswati Puja	$ 14,007.00	$ 2,926.12	Saraswati Puja	$ 919.00	$ 3,870.00
Kobi Jayanti	$ 4,010.00	$ 2,612.75	Kobi Jayanti	$ 2,828.00	$ 2,659.00
Picnic	$ 501.51	$ 634.75	Picnic	$ 390.00	$ 560.00
Durga Puja + Mahalaya+ Laxmi Puja	$ 25,412.42	$ 39,427.54	Durga Puja + Mahalaya+ Laxmi Puja	$ 15,985.00	$ 5,940.00
Bengali Drama	$ 2,721.00	$ 2,715.76	Bengali Drama	$ -	$ -
Pratichi	$ 10,965.00	$ 3,210.10	Pratichi	$ 1,595.00	$ -
Movie	$ 2,619.00	$ 1,750.03	Movie	$ 1,099.00	$ 897.00
E-Bagazine	$ 291.00	$ -	E-Bagazine	$ 790.00	$ -
Total	**$ 60,526.93**	**$ 55,582.08**	**Total**	**$ 23,606.00**	**$ 14,893.00**
Total Income From Operations	$ 4,945.93				
Account Receivables from 2010 received in 2011	$ 1,873.00				
Net Income	**$ 6,818.93**				
2010 501C3 Expenses			**2011 501C3 Expenses**		
IRS Application Fee	$850.00		Legal Fee	$2,500.00	
Legal Fee	$2,500.00		**2011 501C3 Expenses Total**	$2,500.00	
2010 501C3 Expenses Total	$3,350.00				
2010 Checking			**2011 Checking**		
2010 Beginning Balance	$ 1.08		2011 Beginning Balance	$ 4,754.07	
2010 Income from Operations	$ 4,944.85		2011 Income from Operations todate	$ 8,713.00	
2010 CD Withdrawal Transfer to Checking	$ 5,630.83		2011 501C3 Expenses	$ (2,500.00)	
2010 Investments to CD	$ (2,472.69)		2011 Investments to CD	$ (4,354.69)	
2010 501C3 Expenses	$ (3,350.00)		**2011 Checking Balance to date**	$ 6,612.38	
2010 End Checking Balance	$ 4,754.07				
2010 Savings			**2011 Savings**		
Beginning Balance	$ 61,610.42		Beginning Balance	$ 59,568.90	
Interest Income	$ 1,116.62		Added Investments	$ 4,354.69	
Withdrawal For 501C3	$ (5,630.83)		Interest Income	$ -	
Added Investments	$ 2,472.69		**2011 Savings Balance to date**	**$ 63,923.59**	
2010 End Savings Balance	**$ 59,568.90**				

2011 Pujo Donors:

Adhikari, Vivek & Mala
Bagchi, Mira & Tushar
Banerji, Gour & Suchandra
Basu, Kaushik & Pragna
Basu, Pradip & Mala
Bhadra, Kris & Tandra
Bhattacharya, Joy & Maushumi
Bhowmik, Dharmajyoti
Bose, Dulal & Mukti
Bose, Sujit & Nita
Chakraberti, Anil & Parnika
Chattopadhyay, Sajal & Chaitali
Das, Ashoke & Rita
Das, Krishnendu & Sudipta
Das, Nirmal & Ashima
De Dibyendu & Soma
De, Pradip & Soma
Debsikder, Jagadish & Nupur
Dey, Achintya & Gayatri
Dey, Barun & Leena
Dutta, Sumit & Krishnakali
Dutta, Swarna & Sharmistha
Dutta, Chandan & Papiya
Dutta, Gaurishankar& Baishali
Dutta, Priyabrata & Adity
Ghosh, Sukharanjan & Misti
Gupta, Kiriti & Shanta
Gupta, Mukut & Bula
Maitra, Ansu & Babita
Mitra, Bhaskar & Mithu
Mondal, Umashankar & Shukla
Mukerjee, Partha & Swasati
Mukhopadhyay, Samar & Ruma
Nag, Ashoke & Shubhra
Paul. Mridul & Mamata
Rakshit, Anada & Ria
Roy, Apurba & Krishna
Roy, Surojit & Sabari
Sarkar, Ashoke & Maitri
Sengupta, Suhas & Krishna
Talapatra, Debaprasad & Smita
Talukdar, Niranjan & Kasturi

Shhh. Sounds like applause

The Coca-Cola Company salutes **BAGA**.

No artificial flavors,
no added preservatives.
Since 1886.

open happiness™

©2010 The Coca-Cola Company. "Coca-Cola," "open happiness" and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

বাংলা টিভি প্যাকেজে জীবনের ছন্দ

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের দুটি বাংলা প্যাকেজ

প্রতিদিন মাত্র $1 67

Bangla Mega Pack (channels from Bangladesh) $29.99/mo.

ATN Bangla, Bangla Vision, Channel i, Ekushey ETV, ntv, cine bangla, ETV বাংলা

Prabasi Bengali Package (channels from India) $19.99/mo.

Muzik, Sangeet, Star আনন্দ, ETV বাংলা

- কেন্নো ইকুপমেন্ট কেনার প্রয়োজন্ন নেই
- বিনামূল্যে স্ট্যান্ডার্ড প্রফেশনাল ইন্সটলেশন
- বিনামূল্যে আপগ্রেড (প্রতিমাসে DVR সার্ভিসের জন্য $6 ফি দিতে হবে)
- বিনামল্যে এ্যাক্টিভেশন (২৪ মাসের চক্তিসহ)

Call 1-888-723-0196

একটি সম্পূর্ণ বাংলা টিভি প্যাকেজ

কেবল DISH Network -এ আপনি পাবেন ১০টি সেরা বাংলা চ্যানেল- যা আপনাকে দেবে সম্পূর্ণ বাংলা টিভি চ্যানেল উপভোগের অনন্য অভিজ্ঞতা। এটা আপনার প্রাপ্য। DISH Network -এ শ্রেষ্ঠ মানের এতগুলো বাংলা টিভি চ্যানেল দেখার সুযোগ আমেরিকায় আর কোনো পে-টিভি দিতে পারবে না। এই চ্যানেলগুলো তাদের বৈচিত্রময় অনুষ্ঠানমালা ও সিরিয়ালের মধ্য দিয়ে বাংলার অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি উপহার দেয়, সেই সাথে সর্বশেষ সংবাদ পরিবেশন করে আপনাকে সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করছে। আর প্রাত্যহিক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বাংলা জনপ্রিয় ও লোকসঙ্গীত ছাড়াও ক্লাসিক বাংলা মুভি আপনাকে করে তুলবে নস্টালজিক।

LEARN MORE

Use your QR App to take a picture of this bar code for more information.

Like us on facebook
www.facebook.com/DISHBengaliTV

Requires additional $10/mo. International Basic package or any America's Top package.

Digital Home Advantage plan requires 24-month agreement and credit qualification. Cancellation fee of $17.50/month remaining applies if service is terminated before end of agreement. $10/mo HD add-on fee waived for life of current account; requires 24-month agreement, continuous enrollment in AutoPay with Paperless Billing. Free Standard Professional Installation only. All equipment is leased and must be returned to DISH Network upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Limit 6 leased tuners per account; upfront and monthly fees may apply based on type and number of receivers. HD programming requires HD television. Prices, packages and programming subject to change without notice. Offer available for new and qualified former customers, and subject to terms of applicable Promotional and Residential Customer agreements. Additional restrictions may apply. Offer ends 1/31/12. © 2011, DISH Network L.L.C. All rights reserved.

dish NETWORK®